এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ শুনশান হরিশ মুখার্জি রোড, শান্তিনিকেতন থেকে উঠল পাহারা

সংখ্যালঘু গড়েও পদ্মের দাপট, তৃণমূলের পুঁজিতে ভাঙন ৩

কলকাতা ৭ মে ২০২৬ ২৩ বৈশাখ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ৩২৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 07.05.2026, Vol.19, Issue No. 324, 8 Pages, Price 3.00

বাংলায় বিজেপি ১০০ বছর থাকবে, দৃপ্ত বার্তা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নন্দীগ্রাম ফের শুভেন্দু-ময়। টানা তৃতীয়বার জিতে ভূমিপুত্র ফিরলেন নিজের গড়ে। আর ফিরেই দিলেন বড় বার্তা, 'এমন কাজ করব, যাতে বিজেপি ১০০ বছর বাংলায় থাকে।'

বুধবার জনস্রোতে ভাসলেন শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রামের পাশাপাশি এবার ভবানীপুরেও জয়ী তিনি। দুই আসন ধরে রাখা যাবে না। তাই কোন কেন্দ্র ছাড়বেন, সেই প্রশ্নে তাঁর জবাব, '১০ দিনের মধ্যে একটা আসন ছাড়তে হবে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যা বলবে, মানব। আমি শৃঙ্খলাপরায়ণ।'

নন্দীগ্রাম থেকে দলের নেতা-কর্মীদের কাছে শান্তি বজায় রাখা এবং সংযত থাকার আবেদন জানান শুভেন্দু অধিকারী। পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'ওরা অনেক অত্যাচার করেছে। কিন্তু কেউ আইন হাতে তুলে নেবেন না। ওরা যা করেছে, আপনারা করবেন না। শান্তি বজায় রাখতে হবে।' বিজয়মিছিল নিয়ে নন্দীগ্রামের কর্মী-সমর্থকদের শুভেন্দু বলেন, '৯ তারিখের পর পুলিশের অনুমতি নিয়ে শান্তিতে করবেন। এখন দু'-তিনটে দিন বিজয়মিছিল করবেন না।' তৃণমূলের কোনও কার্যালয়ে হাত না-দেওয়ারও বার্তা দিয়েছেন শুভেন্দু।

এই সূত্রেই দুই মন্ত্রের কথা জানান শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'দুটো মন্ত্রে আমি ২০১১-র পরিবর্তনে ছিলাম। আর এ বার আসল পরিবর্তনে থাকলাম। দুটো মন্ত্র হল ধৈর্য আর সহ্য। অনেক সহ্য করেছি।' বুধবার সকালে নন্দীগ্রাম এবং ভবানীপুরের বিজেপি বিধায়ক জানান যে, আগের সরকারের আমলের প্রতিটি মামলা আইন অনুযায়ী ফের খুলবে বিজেপি সরকার। তার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ারও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, 'আগামীর বিজেপি সরকার ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) অনুযায়ী প্রতিটি মামলা খুলবে। আমরা ব্যবস্থা নেব।'

নন্দীগ্রাম থেকে একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'আমি আমার কাজে সর্বদা একনিষ্ঠ থাকি। দুটো বিধানসভায় দল আমার উপর ভরসা করেছিল। আমি সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেছি। এ বার উন্নয়নের সময়। নন্দীগ্রামে নতুন ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, আইটিআই কলেজ হবে। কৃষিক্ষেত্রে বছরে দু'বার ধান চাষ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা। আর যারা গুন্ডা, তাদের দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিন।'

একইসঙ্গে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি এল তাঁর মুখে, 'হলদিয়া-নন্দীগ্রামের মধ্যে সেতু করব। সোনাচূড়ায় আইটিআই, হাসপাতাল ঢেলে সাজাব। ৬ মাসে ঘরে ঘরে জল পৌঁছবে।'

নন্দীগ্রামে শুভেচ্ছার বন্যার মাঝে শুভেন্দু অধিকারী।

শুভেন্দুর আপ্তসহায়ককে গুলি করে খুন

■ **নিহত শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক। চন্দ্রনাথ রথ শুভেন্দুর আপ্তসহায়ক ছিলেন। অভিযোগ, বুধবার রাতে চন্দ্রনাথের গাড়ি পিছু করা হয়। মধ্যমগ্রামের দোহারিয়াতে তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে চার রাউন্ড গুলি করা হয় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। তাঁর পেযে, বুকে ও মাথায় গুলি লাগে বলে খবর। আদতে পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা হলেও তিনি উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রাম এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, গাড়িতে চন্দ্রনাথের সঙ্গে আর একজন যুবক ছিলেন বুদ্ধদেব বেরা নামের। বিজেপির একটি সূত্র জানাচ্ছে, ভবানীপুরে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দুর হয়ে যে 'টিম' কাজ করেছিল তার অন্যতম সদস্য ছিলেন চন্দ্রনাথ। তাঁর সঙ্গে গুলিবিদ্ধ বুদ্ধদেব বেরাও ওই টিমের সদস্য ছিলেন। গোটা ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।**

রাজ্যপাল সকাশে সিইও, দিলেন গেজেট বিজ্ঞপ্তিও

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটশেষে রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়াল। বুধবার সকালে ২৯৩টি বিধানসভার গেজেট নোটিফিকেশন নিয়ে লোক ভবনে যান মনোজ এবং কমিশনের আধিকারিকেরা।

লোক ভবন সূত্রে খবর, নতুন সরকার গঠনের আগে নির্বাচন এবং নির্বাচন-পরবর্তী সমস্ত বিষয় সম্পর্কে রাজ্যপালকে অবহিত করেছেন সিইও মনোজ। সদ্য শেষ হওয়া ২৯৩টি বিধানসভা আসনের ভোটের ফলাফলের তথ্য রাজ্যপালের কাছে পেশ করা হয়েছে। ভোটের ফল ঘোষণার পর নানা জায়গায় হিংসার অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে সেই সম্পর্কিত তথ্য সিইও-র কাছ থেকে নিয়েছেন রাজ্যপাল।

উল্লেখ্য, নতুন মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আগে পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের হাতেই রাজ্যের

রাশ। নির্বাচনের পর কোনও দল বা জোট বিধানসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে রাজ্যপাল তাদের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। কোনও দল স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে রাজ্যপাল তাঁর বিশেষ সাংবিধানিক বিবেচনা প্রয়োগ করে বৃহত্তম দল বা জোটকে সরকার গঠনের সুযোগ দিতে পারেন এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে বলতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গে এ বার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বিজেপি। কিন্তু তৃণমূলনেত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরাজয় অস্বীকার করেছেন। তিনি কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করে জানিয়েছেন, পদত্যাগ করবেন না। অন্য দিকে, সিইও মনোজ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন সিইও।

ব্রিগেডে শপথ, মোদী-শাহ থাকার সম্ভাবনা

নবান্নে মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকে শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে সরকার গঠনের প্রস্তুতি এখন কার্যত চূড়ান্ত পর্যায়ে। আগামী ৮ মে, শুক্রবার সন্ধ্যায় বিজেপি বিধায়কদের বৈঠক ডাকা হয়েছে। তার পরের দিন, অর্থাৎ ৯ মে পঁচিশে বৈশাখে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হতে পারে বলে বিজেপি সূত্রে খবর। সেই প্রস্তুতি নিয়েই বুধবার নবান্নে মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালার সঙ্গে বৈঠক করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

পঁচিশে বৈশাখে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ঘিরে এখন থেকেই তৎপর প্রশাসন। শনিবারের ওই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, ২০ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী-সহ একাধিক ভিভিআইপির উপস্থিতির সম্ভাবনা থাকায় নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে কলকাতাকে। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, গোটা শহরে মোতায়েন থাকবেন প্রায় চার হাজার পুলিশকর্মী।

যদিও মুখ্যমন্ত্রী পদে কে শপথ নেবেন, তা নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেনি বিজেপি। তবে শুক্রবারের বিধায়ক বৈঠকের পর পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচনের সম্ভাবনা প্রবল বলেই মনে করা হচ্ছে।

বুধবার দুপুরে নবান্নে ঢোকার আগে শমীক ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে কড়া বার্তা দেন। তাঁর বক্তব্য, 'ভোট-পরবর্তী হিংসা কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। বিজেপিতে তৃণমূলীকরণ চলবে না।' তিনি স্পষ্ট জানান, এই বিষয় নিয়েও প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা হবে। শমীক আরও বলেন, 'বিজেপির পতাকা নিয়ে কেউ যদি তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে, তার দায় এই মুহূর্তে বিজেপি নেবে না। কারণ, এখনও আমরা ক্ষমতায় আসিনি।' তাঁর দাবি, নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরবর্তী পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্যপাল ও নির্বাচন কমিশনেরই।

বিজেপি রাজ্য সভাপতির কথায়, ''আমি ছ'মাস আগে থেকেই বলে আসছি, তৃণমূল চলে গিয়েছে, তৃণমূল চলে যাবে। আর তৃণমূল চলে যাওয়ার পরে যে 'ব্রিদিং টাইম' থাকে, সেখানে রাজ্যপাল এবং নির্বাচন কমিশনকে দায়িত্ব নিতে হবে, তৃণমূলকে তৃণমূলের হাত থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব।''

নবান্ন সূত্রে খবর, ব্রিগেডে সম্ভাব্য শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ঘিরে নিরাপত্তা, মঞ্চ নির্মাণ, আমন্ত্রিত অতিথিদের বসার ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক সমন্বয় নিয়ে মুখ্যসচিবের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত থাকলে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রশাসনের সমন্বয়ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডকে শপথগ্রহণের জন্য বেছে নেওয়ার মধ্যে স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা রয়েছে। বামফ্রন্ট ও তৃণমূল, দুই শিবিরই অতীতে ব্রিগেডকে শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করেছে। এ বার বাংলায় ক্ষমতার পালাবদলের আবহে সেই ব্রিগেড থেকেই নতুন সরকারের যাত্রা শুরু করতে চাইছে বিজেপি।

একই সঙ্গে প্রশাসনিক মহলেও প্রস্তুতি তুঙ্গে। নতুন মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় কোথায় হবে, অন্তর্বর্তী প্রশাসনিক কাঠামো কী ভাবে চলবে এবং নতুন মন্ত্রিসভার কাজকর্ম কোথা থেকে শুরু হবে, তা নিয়েও জোর আলোচনা চলছে। নবান্ন সূত্রের খবর, অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে বিধানসভা ভবনের অ্যানেক্স অংশকে অস্থায়ী সচিবালয় হিসেবে ব্যবহার করার ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে প্রশাসনিক সদর দপ্তর ফের মহাকরণে স্থানান্তরের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জোরদার পুলিশি নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যেমন বিজেপির অন্দরে জোর প্রস্তুতি চলছে, তেমনই নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে ব্যস্ত কলকাতা পুলিশও। ব্রিগেড এবং সংলগ্ন ময়দান চত্বরে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থার তদারকিতে থাকবেন কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দ। পাশাপাশি দায়িত্বে থাকবেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, যুগ্ম কমিশনার এবং ডিসি পদমর্যাদার আধিকারিকেরাও।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা অনুষ্ঠানস্থলকে একাধিক সেক্টরে ভাগ করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সাজানো হয়েছে। প্রতিটি সেক্টরের দায়িত্বে থাকবেন কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। ব্রিগেড এলাকা 'নো-ফ্লাই জোন' হওয়ায় সেখানে ড্রোন ব্যবহার করা হবে না। পরিবর্তে আশপাশের বহুতল থেকে নজরদারি চালানো হবে। তবে শহরের অন্যত্র আকাশপথে নজরদারি চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে পুলিশের। শুধু কলকাতা পুলিশ নয়, নিরাপত্তা বলয়ে থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনীও।

সন্দেশখালিতে গুলি, জখম ওসি-সহ ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত সন্দেশখালি। দুই পক্ষের গন্ডগোল থামাতে গিয়ে গুলিতে আহত ওসি, ২ পুলিশ কর্মী, ২ সিআরপিএফ-সহ ৫ জন। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে সন্দেশখালির ন্যাজাট থানার অন্তর্গত রাজবাড়ী আউটপোস্টের ১৪ নম্বর বামনঘেরি এলাকায়। রাত্রের অন্ধকারে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে

যান নাজাট থানার ওসি ভরত প্রশন পুরকায়েত। একটি ঘরের ভিতর থেকে গুলি চালালে ওসির পায়ে লাগে, পাশাপাশি আরও দুই মহিলা কনস্টেবল এবং দু'জন সিআরপিএফ জওয়ান আহত হন। তাদেরকেও উদ্ধার করে কলকাতা চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। বর্তমানে ন্যাজাট থানার ওসি ও সিআরপিএফ দুইজন ও দুই মহিলা কনস্টেবল সকলের চিকিৎসাধীন। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় বিশাল কেন্দ্রবাহিনী। ঘটনাস্থলে রয়েছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বারাসাত রেঞ্জের ডিজি তিনি বলেন, আসলে মোটিভ ছিল ভেরি দখল। ভেড়ি দখল নিয়ে বেশ কয়েকদিন আগে থেকে এই ঘটনা ঘটছিল। গতকাল বড় আকার নেয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এলে তারা গুলি চালায়। ইতিমধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, 'খবর পেয়েছি তৃণমূল কর্মীর বাড়ির সামনে ঘটনা ঘটানো হয়েছে। যদি সেরকম কিছু ঘটনা ঘটে থাকে বা তথ্য প্রমাণ সামনে আসলে আমরা সেগুলোও তদন্ত করে দেখব।' গোটা এলাকার ঘিরে রেখেছে পুলিশ ও কেন্দ্র বাহিনি।

এদিকে, ঘটনাস্থলে পড়ে থাকা সকেট বোমা গুলিকে নিষ্ক্রিয় করতে ঘটনাস্থলে যান বম্ব স্কোয়াডের প্রতিনিধিরা, তারা পড়ে থাকা সকেট বোমাগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে।

হিংসা: বিজেপির তৃণমূলিকরণ হতে দেবেন না শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্ষমতার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও অস্বস্তির সুর চাপা থাকল না। রাজ্যে ছড়িয়ে পড়া বিচ্ছিন্ন অশান্তির আবহে বুধবার সরাসরি সতর্কবার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, 'দলের পতাকা ব্যবহার করে কেউ হিংসা চালালে তাকে রেয়াত করা হবে না।'

তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, ভোটের ফলের পর রাজনৈতিক বদলের মধ্যবর্তী এই সময়টাই সবচেয়ে সংবেদনশীল। এই ফাঁকেই প্রশাসনিক দায়িত্ব আরও সক্রিয় হওয়া দরকার বলে তিনি মনে করছেন। একইসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, শাসকদলের ভাঙন থেকে উঠে আসা কিছু অংশ নতুন পরিচয়ে অশান্তি ছড়াচ্ছে, যার দায় বিজেপি নেবে না। দলের অন্দরে 'নবাগত'দের নিয়েও কড়া অবস্থান নিয়েছেন তিনি। জানিয়ে দিয়েছেন, সুযোগ সন্ধানী ভিড়কে ছেঁটে ফেলা হবে। 'দীর্ঘদিনের কর্মীদের পরিশ্রমে গড়া সংগঠনকে অন্য রঙে রাঙাতে দেওয়া হবে না', এই বার্তাই তুলে ধরেছেন। তবে বক্তব্যের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোরতার পক্ষে সওয়াল। প্রয়োজনে বলপ্রয়োগের ইঙ্গিত দিয়ে তিনি প্রশাসনকে সরাসরি পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন। এমনকি নিজের দলের কেউ জড়িত থাকলেও গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছেন। এই অবস্থান একদিকে রাজনৈতিক দায় ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা, অন্যদিকে শাসনের আগেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বার্তা।

ভোট-পরবর্তী হিংসা রুখতে কঠোর বার্তা ডিজি-সিপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: লালবাজারের পর এ বার বুলডোজার নিয়ে কড়া বার্তা দিয়ে রাখল ভবানী ভবনও। জানিয়ে দেওয়া হল, বুলডোজার নিয়ে কাউকে ভয় দেখানোর চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। এর বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরে কিছু লোক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। ইতিমধ্যে তাঁদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকে বিভিন্ন জায়গায় ভোট-পরবর্তী অশান্তির অভিযোগ উঠে এসেছে। এ অবস্থায় বুধবার বিকেলে রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তর ভবানীভবন থেকে সাংবাদিক বৈঠকে বসেন ভারপ্রাপ্ত ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্তা। তিনি জানান, গত কয়েক দিনে কয়েক জায়গায় গোলমাল হয়েছে। মঙ্গলবারও হয়েছে। তবে বুধবার সকাল থেকে কোথাও কোনও গোলমালের ঘটনা ঘটেনি। সিদ্ধনাথ জানান, ভোট-পরবর্তী সময়ে মোট ২০০টি এফআইআর হয়েছে।

'বন্দেমাতরমে'র অবমাননায় কারাবাসের নিদান

নয়াদিল্লি, ৬ মে: পশ্চিমবঙ্গে গেরুয়া ঝড়ের পরেই রাষ্ট্রীয় গীত নিয়ে কঠোর বার্তা দিল কেন্দ্র। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ঠিক হল, 'বন্দে মাতরম্'কে জাতীয় সঙ্গীত 'জন গণ মন'-এর সমান মর্যাদা দিতে হবে। ইচ্ছাকৃত অবমাননা করলেই হবে কারাবাস।

জানা যাচ্ছে, মোদীর মন্ত্রিসভা 'জাতীয় সম্মান অবমাননা প্রতিরোধ আইন, ১৯৭১' সংশোধনের একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। আইনের ৩ নম্বর ধারা সংশোধনের ফলে 'সাহিত্যসম্রাট' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'বন্দে মাতরম' জাতীয় সঙ্গীতের সমতুল্য মর্যাদা লাভ করবে।

বর্তমানে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে কারাদণ্ড, জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ডেরই বিধান আইনে রয়েছে। জাতীয় পতাকা বা সংবিধানের

অবমাননার জন্যও অনুরূপ শাস্তির বিধান রয়েছে।

এখন আইন অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ায় বাধা দিলে অথবা জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার কোনও সমাবেশে বিঘ্ন ঘটালে, তাঁকে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হতে পারে। একই ব্যক্তি যদি পুনরায় একই অপরাধ করেন, তাঁকে ন্যূনতম এক বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

২০০৫ সালে গেরুয়া, সাদা, সবুজ, এই তেরঙ্গার অসম্মানজনক ব্যবহার, যেমন- কোমরের নীচে পরিধান করা কিংবা রুমাল, বালিশ ইত্যাদিতে ছাপানো নিষিদ্ধ করার জন্য আইনটি সংশোধন করা হয়েছিল।

সম্প্রতি স্কুল ও সরকারি

সিদ্ধান্ত মোদী মন্ত্রিসভার

অনুষ্ঠানে পুরো ছ'টি স্তবক গাওয়ার নির্দেশ ঘিরে বিতর্ক হয়। উত্তর-পূর্বের জনজাতি ও খ্রিস্টানপ্রধান রাজ্যগুলির আপত্তি ছিল 'মন্দির', 'প্রতিমা', 'ধর্ম' শব্দে। সেই আপত্তির মধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও হয়েছিল। গত ডিসেম্বরে সংসদে 'বন্দে মাতরম্'-এর সার্ধশতবর্ষে বিশেষ আলোচনায় সমমর্যাদার দাবি ওঠে।

গত ডিসেম্বরে 'বন্দে মাতরম্'-এর সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে সংসদে একটি বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম্'-কে জাতীয় সঙ্গীতের সমমর্যাদা দেওয়ার দাবি উত্থাপন করা হয়। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্'-এর ছ'টি স্তবক বাধ্যতামূলক ভাবে গাওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে এই প্রথম বার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ইতিহাস তৈরি করেছে বিজেপি। বাংলায় প্রথমবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার ঠিক পরের দিন কেন্দ্রের এই পদক্ষেপকে রাজনৈতিক মহল 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলেই দেখছে।

শাসক বদলের আবহে 'পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটি'তে কোপ

সদস্যদের নিয়মিত ডিউটিতে ফেরার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে এবার প্রশাসনিক স্তরের পর কোপ পড়ল পুলিশ সংগঠনের উপরেও। ২০২০ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্যদের অবিলম্বে নিয়মিত সরকারি কাজে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিল রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টরেট। বুধবার জারি হওয়া এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ডেভেলপমেন্ট, ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড গ্রিভ্যান্স রিড্রেসাল (ডব্লিউজিআর) কমিটিতে পোস্টেড বা ডেপুটেড থাকা পুলিশকর্মী ও সহায়ক কর্মীরা অনেক ক্ষেত্রেই নিয়মিত সরকারি দায়িত্ব পালন করছেন না। তাই সংশ্লিষ্ট ইউনিট, জেলা ও পুলিশ কমিশনারেটগুলিকে অবিলম্বে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নিয়ে তাঁদের স্বাভাবিক সরকারি ডিউটিতে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডিআইজি (প্ল্যানিং অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার), পশ্চিমবঙ্গের তরফে জারি হওয়া এই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে সমস্ত জেলা পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার, ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট, সিআইডি, এসটিএফ, ট্রাফিক, ভিজিল্যান্স কমিশন-সহ রাজ্যের বিভিন্ন পুলিশ ইউনিটে। ২০২০ সালে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটিকে ঘিরে শুরু থেকেই বিতর্ক ছিল। মূলত সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ ও নিম্নস্তরের পুলিশকর্মীদের 'কল্যাণে' এই কমিটি তৈরি করা হয়েছিল বলে সরকার দাবি করলেও, বিরোধীদের অভিযোগ ছিল; কার্যত এটি শাসকদলের ঘনিষ্ঠ সংগঠন হিসেবেই কাজ করছে। বিভিন্ন সময়ে এই কমিটির সভা, কর্মসূচি এবং সাংগঠনিক সক্রিয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল বিরোধীরা। রাজনৈতিক মহলের মতে, সরকার বদলের আবহে প্রশাসনিক ও পুলিশি কাঠামোয় পুনর্বিন্যাসের অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দপ্তরে অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকদের দায়িত্ব থেকে সরানো, প্রশাসনিক রদবদল সংক্রান্ত নির্দেশ এবং প্রশাসনিক পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেই আবহেই পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্যদের নিয়মিত ডিউটিতে ফেরানোর নির্দেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

হালিশহরে অনুপস্থিত পুরপ্রধান-সহ কাউন্সিলরদের পুরসভায় আসার অনুরোধ সুদীপ্ত দাসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নাগরিক পরিষেবা সচল রাখতে উদ্যোগী হলেন বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস। বুধবার বেলায় তিনি হালিশহর পুরসভায় গিয়ে আধিকারিক এবং কর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পুরসভা পরিদর্শন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বীজপুরের তরুণ বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, পুরসভার কর্মচারীদের সঙ্গে তিনি সৌজন্য বিনিময় করেন। আধিকারিকদের পুর পরিষেবা সচল রাখতে বলা হয়েছে। সুদীপ্তর কথায়, অনুপস্থিত কাউন্সিলরদের পুরসভায় আসা উচিত। তবে পুরপ্রধান কেন আসছেন না, তা তিনি জানেন না। বিধায়কের দাবি, বীজপুরে ভয়ের পরিবেশ নেই। তাই পুরপ্রধানকে তিনি পুরসভায় আসার অনুরোধ করলেন। সুদীপ্তের সাফ বক্তব্য, পুরপ্রধান কিংবা উপ-পুরপ্রধান অথবা কাউন্সিলররা তাঁদের অসুবিধার কথা জানাক। তাহলে তিনি যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। কারণ, তিনি সকলের বিধায়ক। সকলের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর। বীজপুরের বিধায়কের কথায়, ভোটের ফলাফল উল্টো হলে বীজপুরে তৃণমূল তাণ্ডব চালাত। কিন্তু আজ বীজপুরের পরিবেশ পুরো শান্ত। তাঁর সাফ বক্তব্য, এই

মুহূর্তে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কোনও সুযোগ নেই। তবে অনুপস্থিত পুরপ্রধান-সহ কাউন্সিলরদের তিনি পুরসভায় আসার জন্য ফোন করবেন। তাঁর কথায়, পুরসভায় যদি দিনের পর দিন কাজ বন্ধ থাকে। সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে। হালিশহর পুরসভায় সাফাই কর্মীরা নাকি ঠিকমতো বেতন পান না। এপ্রসঙ্গে সুদীপ্ত দাস বলেন, যারা শহর পরিষ্কার রাখেন, তাদের সমস্যাগুলো অবশ্যই তিনি দেখবেন।

রাতে হামলা, তৃণমূল নেতার খোঁজ নিলেন বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ডহারবার: রাতের অন্ধকারে ভাঙচুর, আর পরের সকালে অপ্রত্যাশিত এক কাঁধে হাত; ডায়মন্ড হারবারের ঘটনাটি যেন একই সঙ্গে ভয় ও বিভ্রান্তির ছবি এঁকে দিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার একটি ওয়ার্ডে প্রাক্তন এক তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতে আচমকা হামলার অভিযোগ উঠেছে। দরজা-জানালা ভাঙা, ঘরের জিনিসপত্র তছনছ;পরিবারের দাবি, গভীর রাতে কয়েকজন এসে ত্রাস তৈরি করে চলে যায়। সেই আতঙ্ক এখনও কাটেনি, বলছেন স্থানীয়রা।

কিন্তু ঘটনার মোড় ঘোরে পরদিন সকালে। আক্রান্ত নেতার বাড়িতে পৌঁছে যান বিরোধী শিবিরের নেতা। রাজনৈতিক দূরত্ব ভুলে তিনি পাশে দাঁড়ান, খোঁজ নেন, আশ্বাস দেন। এই দৃশ্যেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন প্রবীণ ওই নেতা; চোখের জল যেন এক মুহূর্তে রাজনীতির সীমানা মুছে দেয়। তবে এই মানবিক ছবির আড়ালেই রয়েছে তীব্র রাজনৈতিক তর্ক। হামলার দায় কার; তা নিয়ে শুরু হয়েছে পালটা অভিযোগ। এক পক্ষের দাবি, দলবদলের সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ অন্যের পরিচয় ব্যবহার করছে। ফলে প্রকৃত অপরাধী আড়ালে থেকে যাচ্ছে। প্রশাসন জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনাটি শুধু একটি বাড়ি ভাঙচুরের গল্প নয়; বরং তা দেখিয়ে দিল, ভোটের পরেও মাটি কতটা উত্তপ্ত।

'আমরা ছিলাম চাকর', উত্তরবঙ্গে ভরাডুবির পর বিস্ফোরক তৃণমূল নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: ঘরের ভোটে ধস। তারপরেই ঘরের আগুনে পুড়ছে তৃণমূল। উত্তরবঙ্গে দলের শোচনীয় হারের দায় চাপিয়ে সরব হলেন খোদ দলীয় নেতারাই। দার্জিলিং জেলার প্রাক্তন সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি, গত পাঁচ বছর তৃণমূল কোনও নিয়মে চলেনি। দল চলেছে শুধু মালিক আর চাকরের সমীকরণে। আমরা যারা নিচে কাজ করছি, আমাদের অবস্থা ছিল চাকরের মতো। তাঁর তির সরাসরি নির্বাচনী কৌশলী সংস্থা ও দাম্ভিক নেতৃত্বের দিকে। পাপিয়ার দাবি, আইপ্যাক আর কিছু নেতা ভেবেছিল যেমন খুশি ভোট করানো যাবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়াকড়ি আর মানুষের রায়ে সেই ছক ভেস্তেছে। বাংলার মানুষ তৃণমূলকে নয়, দাম্ভিক নেতাদের ছুঁড়ে ফেলেছে।

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বিরুদ্ধেও তোপ দেগেছেন কাউন্সিলর দিলীপ বর্মণ। তাঁর অভিযোগ, গৌতম দেবই উত্তরবঙ্গে দলটাকে শেষ করেছেন। অবিলম্বে মেয়রপদ থেকে ইস্তফা দেওয়া উচিত। অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মণকে প্রার্থী করার পেছনেও গৌতমের চক্রান্ত দেখছেন দিলীপ। তাঁর কটাক্ষ, একটি মেয়ের জীবনকে স্তব্ধ করে দিলেন গৌতম দেব। হারের পর এই অন্তর্দ্বন্দ্ব স্পষ্ট করছে, কর্পোরেট-নির্ভরতা আর তলার ক্ষোভে ভিত নড়েছে ঘাসফুলের।

তৃণমূল অধ্যায় শেষ, টিকিটে দর হাঁকা নিয়ে বিস্ফোরক মনোজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ভোটে ধাক্কা খেয়েই মুখ খুললেন মনোজ তিওয়ারি। বিদায়ী ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী সাফ জানালেন, আমার জীবনের তৃণমূলের অধ্যায় শেষ। সঙ্গে চাঞ্চল্যকর দাবি, বিধায়ক হতে চাইলে পাঁচ কোটি দিতে বলা হয়েছিল। ২০২১-এ শিবপুর থেকে জিতে মন্ত্রী হয়েছিলেন বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক। কিন্তু এবার টিকিট মেলেনি। দল ছুড়ে ফেলায় ক্ষুব্ধ ছিলেন আগেই। এবার হারতেই ক্ষোভ উগরে দিলেন সর্বভারতীয় সংবাদ সংস্থায়। নিজের ইউটিউবেও তুলে ধরলেন বক্তব্য। মনোজের কথায়, পাপ বাপকেও ছাড়ে না। তাঁর অভিযোগ, শুধু টাকা দিতে পারলেই টিকিট। ৭০-৭২ জন প্রার্থী পাঁচ কোটি করে দিয়েছেন। আমাকেও বলা হয়েছিল, রাজি হইনি। যারা দিয়েছিল, ক'জন জিতল মিলিয়ে দেখুন।

তৃণমূলের ভরাডুবি নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ, দল দুর্নীতিতে ডুবে। কোনও উন্নয়ন নেই। এটাই স্বাভাবিক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে লোকসভায় দাঁড়াতে বলেছিলেন, মানা করেছিলেন। পরে শিবপুর থেকে লড়ে জেতেন। ভেবেছিলেন, বদল আনবেন। কিন্তু বাস্তবে বাধা পেয়েছেন বারবার। হাওড়ার নিকাশি সমস্যা মেটাতে গিয়েও পুরসভার সাড়া মেলেনি। এই বিস্ফোরণে স্পষ্ট, হারের পর দলের অন্দরের ফাটল চওড়া হচ্ছে।

নন্দনে বিজেপি কাউন্সিলর সেলের বিজয়োল্লাস। ছবি- অদিতি সাহা

সুরে প্রত্যাবর্তন, বিজেপির থিম সংয়ে গুরুত্ব পেল দেবীবন্দনা ও জয় শ্রীরাম ধ্বনি

রাজীব মুখোপাধ্যায়

আবিরের রঙে ভিজে থাকা রাজ্যে এখন সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে এক নতুন সুর; যে সুরে উল্লাসের সঙ্গে মিশে আছে দীর্ঘ প্রতীক্ষার চাপা কম্পন। শপথের আগেই প্রকাশিত রাজ্য বিজেপির থিম সংগীত যেন শুধু বিজয়ের ঘোষণা নয়, বরং প্রথমবার ক্ষমতায় ওঠার এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাংস্কৃতিক প্রতিচ্ছবি। স্বাধীনতার পর যে বাংলার মাটিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার বীজ রোপণ করেছিলেন, সেই ভূখণ্ডেই তাঁর মতাদর্শের উত্তরাধিকার বহনকারী দল আজ প্রথমবার সরকার গড়তে চলেছে। দীর্ঘদিন প্রান্তিক শক্তি হিসেবে থাকা, হাতে গোনা আসন নিয়ে পথচলা; সেখান থেকে সরাসরি ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছনো; এই উত্তরণ

নিছক রাজনৈতিক সাফল্য নয়, এটি এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের ইঙ্গিত। এই প্রেক্ষাপটেই থিম সংগীতের গুরুত্ব আলাদা হয়ে ওঠে। গানের কথায় উঠে আসে দেবী বন্দনা, 'জয় শ্রী রাম'-এর ধ্বনি, আর পরিবর্তনের সরাসরি বার্তা। কখনও কালো ছায়া কাটার কথা, কখনও নতুন আলোর প্রতিশ্রুতি; এই সব প্রতীকে ভর করেই গানটি একধরনের রাজনৈতিক আবহ নির্মাণ করছে। এক তরুণ সমর্থকের কথায়, এটা শুধু গান নয়, মনে হচ্ছে নতুন শাসনের শুরু। গানের ভিতরে লুকিয়ে আছে নস্টালজিয়াও; পুরনো স্লোগান, অতীতের সংগ্রামের স্মৃতি, আর সেই সঙ্গে আগামীর স্বপ্ন। প্রবীণদের কাছে এটি দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান, আর নতুন প্রজন্মের কাছে এটি এক নতুন পরিচয়ের ভাষা। বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গান বরাবরই প্রভাবশালী মাধ্যম। কিন্তু এই সংগীত যেভাবে ধর্মীয় অনুভূতি, সাংস্কৃতিক প্রতীক আর শাসন পরিবর্তনের বার্তাকে একসূত্রে গেঁথেছে, তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটি কেবল উৎসবের সংগীত নয়; এটি নতুন ক্ষমতার আত্মপ্রকাশের ভাষা। এখন প্রশ্ন, এই সুর কি শুধু মুহূর্তের উচ্ছ্বাস হয়ে থাকবে, না কি আগামী দিনের শাসনের ভিত গড়ার মানসিক শক্তি হয়ে উঠবে, তার উত্তর সময় দেবে।

স্বাস্থ্যভবনে কড়া নিরাপত্তা, ব্যাগ-ফাইল তল্লাশিতে বাড়ল নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নবান্নের পর এবার একই ধরনের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখা গেল স্বাস্থ্য ভবনেও। মঙ্গলবার থেকে স্বাস্থ্য ভবনে প্রবেশ ও বেরোনোর সময় আধিকারিক, কর্মী এবং বিভিন্ন কাজে আসা সাধারণ মানুষের ব্যাগ ও নথিপত্র তল্লাশি করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। স্বাস্থ্য ভবনের বাইরে নিরাপত্তারক্ষীদের বাড়তি তৎপরতা চোখে পড়ে। বুধবার স্বাস্থ্য ভবনে আসা বহু কর্মী ও সাধারণের দাবি, আগে এভাবে ব্যাগ বা ফাইল পরীক্ষা করা হত না। কিন্তু মঙ্গলবার থেকে হঠাৎ করেই নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কড়াকড়ি বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে যারা গুরুত্বপূর্ণ ফাইল নিয়ে ভবন থেকে বেরোচ্ছেন, তাঁদের ফাইল খুলে নথিপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে অভিযোগ। শুধু সাধারণ কর্মী, স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিরেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিকদের গাড়িও তল্লাশি করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। ভবনের ভিতরে এবং বাইরে নিরাপত্তাকর্মীদের অতিরিক্ত মোতায়েন করা হয়েছে। তবে এই বাড়তি নজরদারির কারণ সম্পর্কে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া মেলেনি। নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশের জেরেই এই তল্লাশি চলছে বলে প্রশাসনিক মহলের একাংশের অনুমান।

বিজয় মিছিলে বুলডোজার, উল্লাসের এক নতুন ভাষা!

নিজস্ব পরতিবেদন, কলকাতা: জয়ের রং শুধু আবিরে আটকে থাকেনি; রাস্তায় নেমে তা যেন অন্য এক বার্তা লিখছে। শহরের উত্তর প্রান্ত থেকে পুরনো কলকাতার গলি, সর্বত্রই বিজয় মিছিলে উঠে আসছে অদ্ভুত এক প্রতীক; বুলডোজার। তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ব্যঙ্গ, পুরনো রাজনৈতিক সুর, আর জনতার উত্তেজিত তালে তালে নাচ। সোদপুরের এক পথচারী বলছিলেন, উৎসব তো দেখেছি অনেক, কিন্তু এ যেন অন্যরকম; এখানে আনন্দের সঙ্গে একটু ভয়ও মিশে আছে। তাঁর কথায় ধরা পড়ে দ্বৈত অনুভূতি; উল্লাসের পাশাপাশি অস্বস্তিও। মিছিলে শোনা যাচ্ছে একসময়ের রাজনৈতিক গান, যা এখন অন্য অর্থে ফিরে এসেছে। নারীদেরও দেখা যাচ্ছে যন্ত্রের ওপর উঠে পতাকা হাতে উল্লাসে মেতে উঠতে। যেন উৎসব আর শক্তিপ্রদর্শন একাকার হয়ে গেছে। শ্যামপুকুরে বিজয়ী প্রার্থীর মিছিলে একই ছবি; হাতজোড় করে কৃতজ্ঞতা, আর তার চারপাশে প্রতীকী শক্তির প্রদর্শন। এই মিশ্রণই নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে বিরোধী শিবির প্রশ্ন তুলছে; এ কি শুধুই আনন্দ, না কি ক্ষমতার এক প্রচ্ছন্ন ভাষা? বাংলার রাজনৈতিক পরিসরে এই দৃশ্য নতুন নয়, কিন্তু তার রূপান্তর স্পষ্ট। উৎসবের আড়ালে যে বার্তা লুকিয়ে থাকে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় খবর।

মাদ্রাসা থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ছাত্র, চাঞ্চল্য ফাঁসিদেওয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়ার তুফানডাঙ্গি এলাকায় অবস্থিত একটি মাদ্রাসার ছাত্রাবাস থেকে এক ছাত্র রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নিখোঁজ ওই ছাত্রের নাম মোসাব্বিফ রেজা। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত ২ মে মোসাব্বিফ ওই মাদ্রাসায় গিয়েছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৬টা নাগাদ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তার মাকে ফোন করে জানায় যে, মোসাব্বিফকে চত্বরের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত সেখানে পৌঁছান। দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালানোর পরেও তার কোনো হদিস মেলেনি। তবে ওই মাদ্রাসার এক শিক্ষক, আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে ছাত্রটির মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করা হয়েছে, যা নিয়ে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। ছাত্রের মা শফাকত জাহান জানিয়েছেন, আত্মীয়স্বজনের বাড়ি থেকে শুরু করে সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় খোঁজ নেওয়া হলেও ছেলের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। তিনি মাদ্রাসা কর্মীদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং ফাঁসিদেওয়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

NAME CHANGE

I SYED JAVED AHMED, S/O Abul Kalam Azad and Nilufa Begam residing at bc 79, Flat No 102, Abahani Co. Op. Housing Society Ltd, Street No 157, 4 No. Tank, Action Area 1B VTC Newtown, Sub-District New Town, Dist- North 24 Pgs, Pincode: 700156 vide an Affidavit No 2438 before the 1st class Judicial Magistrate Bidhannagar on 15.10.2020 that Nilufa Begam and Smt. Nilufa Begum, and Syed Javed Ahamed and Syed Javed Ahmed are same and identical person not different person.

CHANGE OF NAME

I, **Matior Rahaman,** son of Ali Hossain and Hasna Banu, residing at Vill-Babarpur, Post and PS-Burwan, Dist-Murshidabad, Pin-742132. Declare that my mother's name spelling is wrongly recorded in my passport as Hasina Banu. Passport no.-B9032126. The correct name spelling of my mother is Hasna Banu. Both refer to the same person. Affidavit sworn before 1st class judicial Magistrate, at Kandi, District-Murshidabad, on 22-04-2026.

NAME CHANGE

I NILUFA BEGAM, W/O Abul Kalam Azad residing at bc 79, Flat No 102, Abahani Co. Op. Housing Society Ltd, Street No 157, 4 No. Tank, Action Area 1B Newtown - 700156 vide an Affidavit No 10623 before the 1st class Judicial Magistrate Alipore on 20.04.2026 that Syed Nilufa Ahmed, W/O Abul Kalam Azed and Nilufa Begam W/O Abul Kalam Azad are same and identical person and not two different person.

NAME CHANGE

I SYED ASIF AHMED, S/O Abul Kalam Azad and Nilufa Begam residing at bc 79, Flat No 102, Abahani Co. Op. Housing Society Ltd, Street No 157, 4 No. Tank, Action Area 1B VTC Newtown, Sub-District New Town, Dist- North 24 Pgs, Pincode: 700156 vide an Affidavit No 2437 before the 1st class Judicial Magistrate Bidhannagar on 15.10.2020 that Nilufa Ahemed and Mrs. Nilufa Begam, and Mr. A.K. Azad and Abul Kalam Azad are same and identical person not different person.

NAME CHANGE

I Abul Kalam Azad, S/O Late Syed Ahmed residing at bc 79, Flat No 102, Abahani Co. Op. Housing Society Ltd, Street No 157, 4 No. Tank, Action Area 1B VTC Newtown, Sub-District New Town, Dist- North 24 Pgs, Pincode: 700156 vide an Affidavit No 2435 before the 1st class Judicial Magistrate Bidhannagar on 15.10.2020 that Abul Kalam Azed and Syed Ahmed and Abul Kalam Azad Son of Late Syed Ahmed are the same and one identical person not two different person.

NAME CHANGE

I, DIPAK KAMDAR, S/O Late Jayantilal A. Kamdar, aged about 67 years, by faith Hindu, residing at 20A, Hazra Road, 3rd Floor, Flat No. 3R, P.O. - Kalighat, Circus Avenue, Kolkata, West Bengal - 700 026, do hereby declare that That I am a holder of Old Passport vide No. P0218213 wherein my name appears as DIPAK KUMAR JAYANTILAL KAMDAR, but my correct name is DIPAK KAMDAR which appears in my Pan Card and in my Aadhaar Card. That both the DIPAK KAMDAR and DIPAK KUMAR JAYANTILAL KAMDAR the same and identical person vide affidavit no. 42 sworn before the Judicial Magistrate, Calcutta on 05th May, 2026.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭ই মে। ২৩শে বৈশাখ। বৃহস্পতি বার। পন্ঞ্চমী যুক্ত ষস্ঠি তিথি। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র ও বিংশত্তরী শুক্রে র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই, বেলা ৩/৫২ র পর দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(আজ শুভ কর্ম - বিবাহ । লগ্ন সন্ধ্যা ৬/৩ থেকে ৬/৩৪ র মধ্যে)

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, Sandhya Das D/o. Pashupati Das গত ইংরাজীর 20/06/2025 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া ও নাম পরিবর্তন করিয়া Sandhya Das হইতে Sohana Mallick নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর 01/04/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে 15 নং এফিডেভিট বলে Sohana Mallick & Sandhya Das D/o. Pashupati Das, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 22/04/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 7284 নং এফিডেভিট বলে আমি Pritam Debnath ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gopal Debnath ও C. Debnath সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 22/04/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 7281 নং এফিডেভিট বলে আমি Shambhu Charan Koley S/o. Gobindra Charan Koley ও Sambhu Charan Koley S/o. Lt. G. C. Koley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 13/04/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 6985 নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjay Das S/o. Jagabandhu Das ও Sanjay Kr Das S/o. J. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Shaikh Salehin Ali S/o. Shaikh Aftab Uddin (old name), R/o. Iswarbaha, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B. do hereby declare that I have changed my name from Shaikh Salehin Ali S/o. Shaikh Aftab Uddin to Sk. Salehin Ali S/o. Sk. Aftabuddin (New Name) and henceforth I shall be known as Sk. Salehin Ali in all purpose, vide an affidavit no. 06 sworn before Notary Public, Sadar, Hooghly Court on 05/05/2026. Sk. Salehin Ali S/o. Sk. Aftabuddin & Shaikh Salehin Ali S/o. Shaikh Aftab Uddin, all are the same & one identical person.

I, Shaikh Aftab Uddin (old name) S/o. Late Sk. Based Ali, R/o. Iswarbaha, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B. do hereby declare that I have changed my sname from Shaikh Aftab Uddin to Sk. Aftabuddin (New Name) and henceforth I shall be known as Sk. Aftabuddin in all purpose, vide an affidavit no. 05 sworn before Notary Public, Sadar, Hooghly Court on 05/05/2026. Sk. Aftabuddin & Shaikh Aftab Uddin, all are the same & one identical person.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **শ্রী বিদ্যাবিদ বন্দ্যোপাধ্যায়,** পিতা ৺সুবিদ ব্যানার্জী ওরফে সুবিদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাকিম আয়দা, আয়দা কিসমত, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২, মহাশয় বিগত ইং ২১/০৭/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-08971/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সৌমেন ভড়,** পিতা শ্রী মুক্ত ভড়, সাকিম গুপ্তিপাড়া, ঘোষপাড়া, গুপ্তিপাড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছেন। তপশীল- জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা আয়দা কিসমত, জে.এল. নং ৬, হাল এল.আর. ২৬৪৭ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ৩১৯ তথা হাল এল.আর. ৬১৯ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩০ শতকের মধ্যে ০.৭০০০ অংশে ২১ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। প্রকাশ থাকে যে, আমার মক্কেল **শ্রী সৌমেন ভড়** মহাশয় উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের পর বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও বলাগড় ব্লক জিরাট, হুগলী অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন/করিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন

সন্তোষ কুমার সিং

হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,

ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১

ইমেইল- adconnexon@gmail.com

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৭ মে ২০২৬, ২৩ বৈশাখ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার

শপথের কার্ড ভুয়ো

■ মুখ্যমন্ত্রী বাছাইয়ের আগেই শপথের আমন্ত্রণপত্র! সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কার্ডে চাঞ্চল্য। তাতে লেখা, 'মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী'-র শপথ ব্রিগেডে, বিকেল চারটেয়। রাজ্য বিজেপি সাফ জানাল, পুরোটাই মিথ্যা। পশ্চিমবঙ্গে ২০৭টি আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা ঠিক করতে পর্যবেক্ষক হয়ে আসছেন অমিত শাহ। সহকারী ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি। ২০৬ জন জয়ী বিধায়ককে নিয়ে বৈঠক, সেখানেই পরিষদীয় দলনেতা বাছাইয়ের কথা। এরই মধ্যে ছড়ায় ভুয়ো কার্ড। রাজ্য বিজেপির বার্তা, এই খবর ভিত্তিহীন। বিভ্রান্ত হবেন না, গুজব এড়িয়ে চলুন। সূত্রের খবর, ৯ মে, রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিন শপথ হতে পারে নতুন মন্ত্রিসভার। বাঙালি আবেগ ছোঁয়ার কৌশল হিসেবেই ওই দিন বেছে নেওয়া। কিন্তু তার আগেই শুভেন্দুকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে কার্ড ছাপানো স্পষ্টতই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। জয়ের পর দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে মরিয়া বিজেপি। ভুয়ো খবর রুখতে কড়া অবস্থান নিল গেরুয়া শিবির। রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন বা কবে শপথ গ্রহণ হবে, এই নিয়ে জনমানসে প্রবল কৌতূহল রয়েছে। সেই কৌতূহলকে হাতিয়ার করেই কেউ বা কারা রাজ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, শপথ গ্রহণ বা প্রশাসনিক কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তা যথাসময়ে দলের পক্ষ থেকেই জানানো হবে। তার আগে এই ধরনের কোনও পোস্ট শেয়ার না করার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

হাইকোর্টের দ্বারস্থ হুমায়ুন

■ হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন আমজনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর। দলের কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা-সহ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন করেন হুমায়ুন। কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। চলতি সপ্তাহে মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। আমজনতা উন্নয়ন পার্টির কর্মীদেরও হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি বলে অভিযোগ হুমায়ুনের। এছাড়াও নির্বাচন-পর্বে মুর্শিদাবাদে তাঁর দলের একাধিক কর্মী আক্রান্ত হন। তাঁদের বাড়িতে ঢুকে মারধর-সহ ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। আদালতের কাছে নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দলের কর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার আবেদন করেছেন হুমায়ুন। পরিকল্পিতভাবে এই হিংসার ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ বিতর্ক হওয়ার পরই তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে আলাদা দল গঠন করেন, ২৬ এর নির্বাচনে রেজিনগর ও নওদা কেন্দ্র থেকে জয়ী হন তিনি।

ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা

■ ভোট-উত্তাপ কমলেও প্রকৃতি শান্ত নয়। বুধবারের পর আজকেও রাজ্যজুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ আর ঝোড়ো হাওয়ার দাপট থাকবে। আলিপুর হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, আপাতত গরমের ছুটি। মধ্যপ্রদেশের উপর তৈরি ঘূর্ণাবর্ত আর বঙ্গোপসাগরের জলীয় বাষ্প; এই দুইয়ের জোড়া ধাক্কায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতিবার বেশ কিছু জেলায় বজ্রপাতের সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে হাওয়া বইতে পারে। উত্তরবঙ্গও বাদ যাচ্ছে না। মালদা ও দুই দিনাজপুরে ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়ার গতি পৌঁছতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটারে। বাকি জেলাতেও আকাশ থাকবে মেঘলা, সঙ্গে বিক্ষিপ্ত বর্ষণ। শুক্রবার থেকে ধীরে ধীরে কমবে বৃষ্টি। রবিবার থেকে ফের চড়তে পারে পারদ। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.০৮ ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৬ ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন ২২ ডিগ্রি। বুধবার তাপমাত্রা ছিল ৩৩ ডিগ্রি। বাতাসে আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ৯৪ শতাংশ। ফলে রাজনীতির পারদ চড়লেও আপাতত স্বস্তি দিচ্ছে প্রকৃতি।

দলবদলুদের জন্য দরজা বন্ধ, দুর্নীতির দাগ নিয়ে দলে নয়, অবস্থান স্পষ্ট করল রাজ্য বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জয়ের পরেই শুদ্ধিকরণের পথে হাঁটল রাজ্য বিজেপি। দলবদল করে এলেই যে পদ্ম-শিবিরে জায়গা মিলবে না, সাফ জানিয়ে দিলেন মুখ্য মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার। বুধবার সল্টলেকের দলীয় দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, অন্য দল থেকে এসে নিজেকে বিজেপি বললেই হবে না। দুর্নীতি, হিংসা বা সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারে যুক্তদের জন্য দরজা বন্ধ। মতাদর্শের সঙ্গে আপস করবে না দল। তৃণমূলের আগের কাজের ধারা থেকে শিক্ষা নিয়ে, বিজেপি এবার দলবদলের হিড়িক লাগামছাড়া করতে নারাজ। এমনকী, অন্য দলের নেতারা যোগদানের জন্য যোগাযোগ করলেও তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ, কিছু অসৎ ব্যক্তি ও মাদক ব্যবসায় যুক্ত লোকজন

বিজেপির পতাকা ব্যবহার করে নিজেদের কর্মী বলে চালাচ্ছে। দেবজিতের কড়া বার্তা, এদের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের নির্দেশে আপাতত দলে যোগদান স্থগিত। শমীক ভট্টাচার্য বলেন,দলের পতাকা ব্যবহার করে কেউ হিংসা চালালে তাঁকে রেয়াত করা হবে না। শাসকদলের ভাঙন থেকে উঠে আসা কিছু অংশ নতুন পরিচয়ে অশান্তি ছড়াচ্ছে, যার দায় বিজেপি নেবে না। আসন্ন পুরভোটে নিজস্ব সংগঠনের জোরেই লড়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। কটাক্ষ করে বলেন, বছরের পর বছর লুঠ করে হঠাৎ পতাকা ধরলেই কেউ শুদ্ধ হয়ে যায় না। তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্বের দায় বিজেপির ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা চলছে বলেও দাবি তাঁর। কর্মীদের সংযম রাখার আবেদন জানিয়ে প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে বলেছেন। বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে 'হার মানতে না পারার হতাশা' বলে কটাক্ষ করে দেবজিতের ঘোষণা, সংবিধান মেনে বাংলার সেবায় থাকবে বিজেপি।

পুর-তদন্তে ইডির ডাকে গরহাজির সুজিত-রথীন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সমন সত্ত্বেও সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে দেখা মিলল না রাজ্যের দুই প্রভাবশালী প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু ও রথীন ঘোষের। পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বুধবার তাঁদের তলব করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কিন্তু পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির কারণ দেখিয়ে দুজনেই হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন।

ইডির একটি সূত্রে খবর, প্রাক্তন মন্ত্রী রথীন চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, শৌচাগারে পড়ে গিয়ে তিনি পায়ে চোট পেয়েছেন। চিকিৎসক তাঁকে দিন দশেকের জন্য বিশ্রাম নিতে বলেছেন। আর এক প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত ইডিকে জানিয়েছেন, ভোট-পরবর্তী হিংসায় তাঁর দলের অনেক কর্মী আক্রান্ত। তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি ব্যস্ত। তাঁকে যেন আরও কিছু দিন সময় দেওয়া হয়।

তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে পুর নিয়োগ সংক্রান্ত যে পাহাড়প্রমাণ নথিপত্র উদ্ধার হয়েছে, তার সূত্র ধরেই এই দুই হেভিওয়েটকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে নিয়োগের সময়কার আর্থিক লেনদেন এবং প্রভাবশালী যোগসূত্র নিয়ে তৈরি হওয়া একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন গোয়েন্দারা। তবে হাজিরা না দেওয়া নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হতে সময় লাগেনি। তৃণমূল শিবিরের দাবি, বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটি কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার চেষ্টা মাত্র। মন্ত্রীদের ঘনিষ্ঠ মহলের বক্তব্য, হঠাৎ করে তলব করলে ব্যস্ত সূচির কারণে পৌঁছানো সম্ভব হয় না, আইনি পথেই এর মোকাবিলা করা হবে। অন্যদিকে, বিরোধীদের খোঁচা; চোরের মনে যে পুলিশি ভয় থাকবেই, তা আরও একবার প্রমাণিত হল। তদন্তের গতিপ্রকৃতি যে থমকে নেই, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে ইডি। সূত্রের খবর, তাঁদের বয়ান নথিভুক্ত করতে খুব শীঘ্রই পুনরায় আইনি নোটিস পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে সংস্থা। এখন দেখার, পরবর্তী সমনে তাঁরা হাজিরা দেন নাকি আইনি রক্ষাকবচের পথে হাঁটেন।

সংখ্যালঘু গড়েও পদ্মের দাপট, তৃণমূলের পুঁজিতে ভাঙন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূলের ভোটব্যাংক বলে পরিচিত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আসনেও এবার ফুটেছে পদ্ম। রাজ্যে যে ৮০টি কেন্দ্রে তৃণমূল জিতেছে, তার ৭৩টিতেই মুসলিম ভোটার ২৫ শতাংশের বেশি। অর্থাৎ, জয়ের ৯১ শতাংশই এসেছে সংখ্যালঘু-প্রভাবিত এলাকা থেকে। প্রশ্ন উঠছে, এই ভোট না থাকলে কি আদৌ টিকে থাকত ঘাসফুল?

ছাব্বিশের রায় বলছে, সংখ্যালঘু ভোটার ২৫ শতাংশের বেশি এমন ১৪৬টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৬৬টি। একুশে সংখ্যাটা ছিল মাত্র ১৬। আরও তাৎপর্যপূর্ণ, যেখানে মুসলিম ভোটার ৪০ শতাংশের বেশি, এমন ১৭টি কেন্দ্রেও জিতেছে বিজেপি। জঙ্গিপুর, নবগ্রাম, বড়ঞাঁ, মানিকচক, করণদিঘি, হেমতাবাদ; নামগুলো চমকে দেওয়ার মতো। মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর তৃণমূলের একদা গড়ে এবার ভাগ বসিয়েছে বিজেপি। মুর্শিদাবাদে ২২টির মধ্যে ৮টি, মালদার ১০টির মধ্যে ৪টি আসন গিয়েছে পদ্ম-শিবিরে। দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও প্রথমবার চারটি আসন জিতেছে বিজেপি। সাতগাছিয়ার মতো অভিষেকের লোকসভার অংশও হাতছাড়া।

পরিসংখ্যানবিদদের মতে, দুটো স্রোত একসঙ্গে বয়েছে। এক, সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হয়েছে তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিএম, আইএসএফ, হুমায়ুন কবীরের এজেইউপি-র মধ্যে। দুই, হিন্দু ভোট অভূতপূর্বভাবে এককাট্টা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এবারের মেরুকরণ উত্তর বা পশ্চিম ভারতের থেকেও তীব্র। বিজেপি একজনও সংখ্যালঘু প্রার্থী না দিয়েও ৪৫ শতাংশ সংখ্যালঘু আসন দখল করেছে। আর তৃণমূল ৪৭ জন সংখ্যালঘুকে টিকিট দিয়েও ধরে রাখতে পারেনি পুরনো দুর্গ। ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনকে হাতিয়ার করেও লাভ হয়নি। মমতার হারের পিছনে কি শুধুই মেরুকরণ? নাকি সংখ্যালঘুদের একাংশের মোহভঙ্গ? ২০২৯-এর লোকসভাই প্রকৃত চিত্র তুলে আনবে।

শহুরে মধ্যবিত্ত মুখ ফিরিয়েছে, বামেদের সমর্থন ঠেকেছে তলানিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাদবপুর থেকে বালিগঞ্জ মানচিত্রে লালের দাগ মুছে যাচ্ছে দ্রুত। ছাব্বিশের ভোটে শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্তের দরজায় ফের ধাক্কা খেল বামফ্রন্ট। হার স্বীকার করে নিলেন নেতারাই। ২০০০ সালের পর

থেকে কলকাতা ও শহরতলির ভোটচিত্র বলছে, এই অংশের সমর্থন ক্রমশ তলানিতে। একদা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের গড় যাদবপুরে এবার সিপিএম প্রার্থী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য পেয়েছেন মাত্র ৯.৬৯ শতাংশ ভোট। ২০০৬-এ যা ছিল ৬১.৩০ শতাংশ। এন্টালি, বেলেঘাটা, টালিগঞ্জ; সবখানেই ছবিটা এক। জামানত জুটছে না বহু আসনে। রাজ্য কমিটির এক নেতার ক্ষোভ, আমাদের মিছিলে হাঁটা, মিটিংয়ে থাকা সরকারি কর্মীরাও ভোট দিয়েছেন বিজেপিকে। এদের বিশ্বাস করলে হবে না। ফিরতে হবে প্রান্তিক মানুষের কাছে। সিপিআই কলকাতা পরিষদের সম্পাদক প্রবীর দেব মানলেন, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভোট পাচ্ছি না। কেন, তা বিশ্লেষণ করতে হবে। সিপিএম কলকাতা জেলার সম্পাদক কল্লোল মজুমদারের কথায়, সংগঠন নেই, কর্মী নেই। ফল তো এমনই হবে। বামেদের একাংশের ফিসফাস প্রচার ছিল সরাসরি; তৃণমূলকে ভোট দিন। সেই কৌশলই বুমেরাং হয়ে ফিরেছে। প্রশ্ন উঠছে, শহরের বুদ্ধিজীবী ঘরানার দল কি তবে শহরেই ব্রাত্য হয়ে গেল?

শুনশান হরিশ মুখার্জি রোড, শান্তিনিকেতন থেকে উঠল পাহারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটে হারতেই নিরাপত্তার ঘেরাটোপ আলগা হল তৃণমূলের দুই শীর্ষ নেতার। বুধবার ভোর সাড়ে ছ'টায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হরিশ মুখার্জি রোডের 'শান্তিনিকেতন'-এর সামনে থেকে গুটিয়ে গেল পুলিশের অতিরিক্ত বাহিনী। চেয়ার, পাখা, কিয়স্ক সব তুলে নিয়ে চলে গেলেন রক্ষীরা। একই ছবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে, রাজ্ঞা স্তা এখন ফাঁকা। রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। বাংলার ভার এখন বিজেপির কাঁধে। স্বাভাবিকভাবেই বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা কাটছাঁট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুলিশ।

মঙ্গলবার সরেছিল সিজার ব্যারিকেড। যে রাস্তা দিয়ে এতবছর আমজনতা অনুমতি ছাড়া যাতায়াত করতে পারতেন না, এবার তা সর্বসাধারণের জন্য খুলে গেল। বুধবার ভোরে উধাও হল গলির মুখের বুথ, পাহারাদার। হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া কেউ নেই। পুলিশ সূত্রে খবর, দু'জনেই জেড প্লাস নিরাপত্তা পান। কিন্তু রিভিউতে দেখা গিয়েছে, নির্ধারিত মাত্রার চেয়েও বেশি বাহিনী মোতায়েন ছিল কালীঘাট, ক্যামাক স্ট্রিট ও হরিশ মুখার্জিতে। সর্বোচ্চ স্তরের বাইরে বাড়তি সেই প্রহরাই প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফল ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এই পদক্ষেপ। বার্তা স্পষ্ট, ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলাচ্ছে প্রশাসনিক অগ্রাধিকার। সিজার ব্যারিকেডের পাশাপাশি সরেছে বাড়তি নজরদারিও। প্রশ্ন উঠছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ না করলেও কি সুরক্ষা ছাঁটাইয়ের এই গতি বহাল থাকবে? রাজনৈতিক মহল বলছে, এটা নিছক নিয়মের পুনর্বিন্যাস নয়, বদলে যাওয়া সময়ের ইঙ্গিত।

৯ মে রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ, তারই আগে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। ছবি: অদিতি সাহা

সুরক্ষা কমল ববি-অরূপের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোরের আলো ফোটার আগেই কালীঘাটে দৃশ্যটা বদলে গিয়েছিল। বহুদিনের চেনা কড়া পাহারার জায়গায় হঠাৎই যেন হালকা হাওয়া; ব্যারিকেড উধাও, নজরদারির কড়াকড়ি শিথিল। ক্ষমতার পালাবদলের বাস্তব ছবি এভাবেই স্পষ্ট হয়ে উঠল শহরের রাস্তায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে তখন দলীয় বৈঠক চলছে। সেই সময়েই নীরবে সরে গেল ফিরহাদ হাকিমের কনভয়ের একাধিক গাড়ি। একই পরিণতি অরূপ বিশ্বাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও। প্রশাসনের যুক্তি স্পষ্ট; পদ বদলালে প্রোটোকলও বদলায়। ফলে অতিরিক্ত নিরাপত্তা আর প্রযোজ্য নয়। তবে পুরো ছবিটা এত সরল নয়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতার সর্বোচ্চ স্তরের সুরক্ষা অটুট

রাখা হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-ও সাংসদ হিসেবে তাঁর প্রাপ্য সুরক্ষা বজায় রাখছেন। অর্থাৎ নিয়মের কাঠামো অক্ষত, কিন্তু তার বাইরের আবরণ দ্রুত খসে পড়ছে। স্থানীয়দের কথায়, এতদিন এখানে ঢোকাই যেত না, এখন রাস্তা প্রায় ফাঁকা। এই পরিবর্তন কেবল প্রশাসনিক নয়; এটা রাজনৈতিক সংকেতও। ক্ষমতা হারালে কেবল মন্ত্রিসভাই ভাঙে না, ভেঙে যায় প্রভাবের দৃশ্যমান পরিধিও।

ক্ষমতা গেলেও ঘেরাটোপ থাকছে, মমতার জেড প্লাসে কাটছাঁট নয়: ডিজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নবান্ন হাতছাড়া হলেও নিরাপত্তার বর্ম অটুট থাকছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রাজ্য পুলিশের প্রধান সিদ্ধিনাথ গুপ্ত বুধবার সাফ জানালেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি সর্বোচ্চ স্তরের 'জেড প্লাস' সুরক্ষাই পাবেন। সেই মতোই নির্দেশ গিয়েছে বাহিনীর কাছে। বুধবার ভোরে হঠাৎ বদলে যায় কালীঘাটের চেনা ছবি। সাড়ে ছ'টায় হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট ও হরিশ মুখার্জি রোডে সরিয়ে নেওয়া হয় অতিরিক্ত রক্ষীদল। তুলে নেওয়া হয় কিয়স্ক, চেয়ার-পাখা, সিজার ব্যারিকেড। 'শান্তিনিকেতন'-এর সামনে আর দেখা নেই বাড়তি পুলিশের। তবে ডিজির ব্যাখ্যা, এটা নিছকই নিয়মমাফিক পুনর্বিন্যাস। কিছু পুলিশকর্মীকে অন্য দায়িত্বে পাঠানো হয়েছে। প্রোটোকল অনুযায়ী মমতা ও সাংসদ অভিষেক যে নিরাপত্তা পাওয়ার কথা, তা পুরোপুরি থাকছে। বাড়তি অংশটুকুই গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের চোখে, এতদিনের কড়া প্রহরার পর হঠাৎ খোলা হাওয়া। গলির মুখে আর লম্বা ব্যারিকেড নেই, যান চলাচলও স্বাভাবিক। পালাবদলের প্রথম সকালেই প্রশাসনের এই বার্তা স্পষ্ট, রাজনীতি বদলালেও প্রাক্তন শাসকের সুরক্ষায় ফাঁক রাখবে না রাজ্য। নিয়ম মেনেই বহাল থাকবে জেড প্লাসের ঘেরাটোপ।

বিমানবন্দরে কার্তুজ-কাণ্ডে গ্রেপ্তার তৃণমূল কাউন্সিলর

দেবাশিস দে

রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে ফের চাঞ্চল্য ছড়াল আগ্নেয়াস্ত্র সংক্রান্ত এক ঘটনাকে ঘিরে। কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কার্তুজ-সহ ধরা পড়ার ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হল পুজালি পুরসভার এক তৃণমূল কাউন্সিলরকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত আমিরুল শেখ বৈধ লাইসেন্স সংক্রান্ত নথি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি গত ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের। সেদিন একটি বেসরকারি বিমান

সংস্থার ফ্লাইটে যাত্রার আগে নিয়মমাফিক নিরাপত্তা পরীক্ষার সময় তাঁর ব্যাগ থেকে একটি খালি ম্যাগাজিন ও ৭.৬৫ এমএম-এর ৬ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়। দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফ কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আমিরুল শেখ নিজেকে জনপ্রতিনিধি বলে পরিচয় দিয়ে দাবি করেন, উদ্ধার হওয়া অস্ত্র সামগ্রীর জন্য তাঁর কাছে বৈধ লাইসেন্স রয়েছে। সেই দাবি খতিয়ে দেখার জন্য বিমানবন্দর থানার পক্ষ থেকে তাঁকে ৭ দিনের সময়সীমা দেওয়া হয় প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেওয়ার জন্য। তবে তদন্তকারীদের দাবি, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও অভিযুক্ত কোনও বৈধ লাইসেন্স বা কাগজপত্র জমা দিতে পারেননি। এরপরই অস্ত্র আইনের ২৫(১)(এ) ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। মঙ্গলবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই ঘটনায় ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র ও বজবজ বিধানসভা এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী আবহে বিরোধী দলগুলি শাসক দলের বিরুদ্ধে সরব হয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূলের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। পুলিশ জানিয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে এবং প্রয়োজনে আরও তথ্য খতিয়ে দেখা হবে।

দু'বছর বাদে কাঁচরাপাড়া পুরসভায় পা রাখলেন উপ-পুরপ্রধান শুভ্রাংশু রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে। ঘাসফুল বিদায় নিয়ে ক্ষমতায় এখন পদ্মফুল। দু'বছর বাদে বুধবার কাঁচরাপাড়া পুরসভায় পা রাখলেন উপ-পুরপ্রধান শুভ্রাংশু রায়। নাগরিকদের পরিষেবার দেওয়ার লক্ষে তিনি কথা বললেন পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার সুব্রত কুমার মাইতির সঙ্গে। এদিন মুকুল পুত্র শুভ্রাংশু রায়ের সঙ্গে ছিলেন আলোরানি সরকার ও অশোক তালুকদার। এক্সিকিউটিভ অফিসারের সঙ্গে বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে উপ-পুরপ্রধান শুভ্রাংশু রায় বলেন, তিনি দু'বছর বাদে পুরসভায় হাজির হলেন। এতদিন পুরসভায় তাঁর কোনও দায়িত্ব ছিল না। তাই তিনি পুরসভায় আসতেন না। শুভ্রাংশু জানান, নাগরিক পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। নাগরিকদের পরিষেবা দিতে এদিন তিনি পুরসভায় এসে এক্সিকিউটিভ অফিসারের সঙ্গে কথা বলেন। উপ-পুরপ্রধানের কথায়, পুরপ্রধান কোথায় আছেন, তিনি জানেন না। তবে প্রাক্তন পুরপ্রধান, প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান, আইনজীবী, চিকিৎসক ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটা কমিটি গঠিত হবে। সেই

কমিটি পুর পরিষেবার ওপর নজর রাখবে। তিনি জানান, উক্ত কমিটি এলাকার উন্নয়নের নজরদারি করবে। তবে পুরপ্রধানের অবর্তমানে উক্ত কমিটির কাজ হবে উপ-পুরপ্রধান এবং এক্সিকিউটিভ অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। তাঁর দাবি, মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটলে পালাবদল হয়। সেটাই হয়েছে। তবে তাঁরা চান, নতুন বিধায়ক সুদীপ্ত দাসের নেতৃত্বে পুরসভার সকল কাউন্সিলররা মিলে কাঁচরাপাড়া পুরসভাকে মডেল পুরসভা হিসেবে গড়ে তোলা। উপ-পুরপ্রধান শুভ্রাংশু রায় জানান, বিধায়কের সঙ্গে তাঁর সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েছে। আগামীদিনে বিধায়কের সঙ্গে আলোচনা করেই সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। কাঁচরাপাড়ায় চাঁদার জুলুম বন্ধ করা তাঁদের একটা চ্যালেঞ্জ। তাঁর কথায়, একটা নতুন সরকার এসেছে। এখানে সুদীপ্ত দাস বিধায়ক হয়েছেন। তাছাড়া মাথার ওপর আছেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং। সবার সঙ্গে আলোচনা করেই কাঁচরাপাড়ার উন্নয়ন করা হবে। কোথাও ঘুঘুর বাসা তৈরি হয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হবে। উন্নয়ন প্রসঙ্গে শুভ্রাংশু জানান, বিধায়ক সুদীপ্ত দাসের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন। উন্নয়নের জন্য তাঁরা একটা গাইডলাইন তৈরি করবেন। নাগরিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, নতুন সূর্যোদয় হয়েছে। গেরুয়া জোয়ারে আপনারাও গা ভাসান।

সম্পাদকীয়

‘হঠাৎ বিজেপি’দের নিয়ে গোড়াতেই সতর্ক হওয়া দরকার

রাজ্য পালাবদলের পর এখন রাষ্ট্রবাদী সরকার গঠনের তৎপরতা শুরু হয়েছে। কবে, কোথায় নতুন সরকার, নতুন মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেবেন তা নিয়ে তুঙ্গে জল্পনা। এরই মধ্যে দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্যি যে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু হিংসার খবর সামনে আসছে। যা একেবারেই অনভিপ্রেত। একটা প্রায় একশো শতাংশ শান্তিপূর্ণ ভোট পর্ব মেটার পর এই সব ছবি দেখতে কারও ভালো লাগে না। তথ্য বলছে, ফল ঘোষণার পর থেকে নিয়ে গত প্রায় ৪৮ ঘন্টায় রাজ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষে ৫ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এরা কোন দলের, কী এদের রাজনৈতিক পরিচয়। সেটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। প্রশ্নটা হল এমন ঘটনা ঘটবে কেন? তবে আশার কথা হিংসা রুখতে শুরু থেকেই কড়া হাতে আসরে নেমেছে প্রশাসন। যেহেতু এই মুহূর্তে রাজ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি তাই প্রশাসনের রাশ রয়েছে কমিশনের হাতে। এই অবস্থায় একের পর এক কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রথমেই বুলডোজার নিয়ে মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে সবচেয়ে ইতিবাচক দিকটি হল রাজ্যের নতুন শাসক দলের মনোভাব। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও রাজ্যের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ দলীয় নেতৃত্ব এবং জনপ্রতিনিধিরাও কড়া বার্তা দিয়েছেন। তাঁরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, বিজেপির পতাকা হাতে কোথাও কোনও হিংসা ও ভাঙচুর করলে তাঁর দায় তাকেই নিতে হবে। বিজেপি এর দায় নেবে না। যদি কোনও বিজেপি কর্মীকে কোনও বিরোধী দলের পার্টি অফিস ভাঙতে দেখা যায়, তাহলে এই দলে তাঁর ঠাঁই হবে না। পুলিশকে বলা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা ৪ মে দুপুর বারোটার পর আর ওপর থেকে নিচ, কোনওস্তরে কাউকে বিজেপিতে নেওয়া হবে না। রাজ্য নেতৃত্ব কড়া ভাষায় একেবারে নিচুতলায় এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। রাজনেতিক মহলের মতে এটিই সবচেয়ে কার্যকরি পদক্ষেপ। কারণ। এখনও পর্যন্ত যে ঘটনাগুলি সামনে এসেছে, প্রায় সব ক্ষেত্রেই দায়ী এই ক্ষ্মহঠাৎ বিজেপি’রাই। যাদের কোনওদিন বিজেপির জমায়েত বা কর্মসূচিতে দেখা যায়নি। এখন পাড়ায় পাড়ায় তারাই বিজেপি। এই লুম্পেনদের ওপর রাশ না টানলে কিন্তু সমূহ বিপদ।

শব্দছক ১৫২

রবি দাস

১		২	■	৩			৪
	■	৫			■	■	
■	৬		■	৭		৮	
■	৯			■	■		■
■		■	■	১০	১১		■
১২			১৩	■	১৪		■
	■	■	১৫			■	১৬
১৭				■	১৮		

পাশাপাশি: ১. লৌহ আকর্ষণকারী ইস্পাত ৩. গরুর দুধ থেকে প্রস্তুত ঘৃত ৫. ঘনসন্নিবেশ ৬. দান করায় সুখ্যাতি ৭. ননি ৯. পর্যুদস্ত ১০. অনটন ১২. গানে সুর দেয় যে ১৪. শ্রীকৃষ্ণের মুখনিসৃত বানীর পুস্তক ১৫. দোক্তা শ্রেনীর পান মশলা ১৭. দর্শন-এর কাব্যরূপ ১৮. সৃষ্টিকর্ম

ওপর-নিচ: ১. তস্কর-কর্ম ২. চক্ষুমণি ৩. আদল ৪. সিংহাসন ৬. দানাযুক্ত মিষ্টান্ন ৮. নীরব-এর বিশেষ্য ১১. ভাগের অংশীদার ১২. শোভন হৃদয় যার ১৩. পাইনগাছের তেল নিষ্কাশনের পর গাছ অংশ ১৬. ক্রীত

সমাধান ১৫১ — পাশাপাশি: ১. পিচ্ছিল ৩. উৎসব ৬. হঠাৎ ৭. নক্ত ৮. লিটার ১০. পাখা ১২. কাক ১৩. বদনাম ১৫. লাবণিক ১৭. কচি ২০. টক ২১. আরক ২২. পদা ২৪. সহসা ২৫. মনোলোভা ২৬. মিরিক

ওপর-নিচ: ১. পিপীলিকা ২. লহর ৩. উৎপাদক ৪. সন ৫. বক্তব্য ৯. টাকলা ১১. খানা ১৩. বণিকসভা ১৪. মকর ১৬. বট ১৮. চিকচিক ১৯. সুগম ২১. আসামি ২৩. দানো

আজকের দিন

■ ১৮৯১— ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন ফ্রেডরিক লুগার্ড বুনিওরোর যুদ্ধে একটি মুসলিম বিদ্রোহ দমন করেন।

■ ১৯৪৫— জার্মানির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কার্যত সমাপ্ত হয়।

■ ২০০০— ভ্লাদিমির পুতিন রাশিয়ার নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

জন্মদিন

শান্তিদেব ঘোষ

১৯১০ *বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শান্তিদেব ঘোষের ন্মদিন।*

১৯৩০ *বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় চার্লস স্টিফেনের জন্মদিন।*

১৯৮৫ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় কিংশুক দেবনাথের জন্মদিন।*

ফ্রি বার্ড মমতা যথার্থ কহিলেন, ‘আই চিটেড’

সুবীর পাল

গণদেবতার তিরানব্বই শতাংশ বনাম মাননীয়ার পনেরো বছর। তুল্যমূল্য বিশ্লেষণ করলে একটাই কথা সর্বাগ্রে মনে আসে, ‘বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে।’

সূচনার সূচনা পর্বের সেই ঐতিহাসিক তারিখটা ছিল ২০১১ সালের ২০ মে। সেদিনের কলকাতার রাজপথ যেন থিকথিক করছিল উদ্বেলিত জনসমাগমে বাঁধ ভাঙ্গা উচ্ছ্বাসে। শুধু জনসমাগম ছিল তা নয়। বরং বলা ভালো গণদেবতার সম্মিলিত মহামানবের সাগরতীর আচমকা হয়ে উঠেছিল তিলোত্তমা মহাগনরী। তাঁদের হাজার হাজার পায়ে পায়ে ছন্দে ‘কদম কদম বাড়ায়ে যা’ ছন্দ মিলিয়ে এগিয়ে চলেছিলেন এক মহিলা। মধ্যমনি হয়ে। পরণে নীল পাড় সাদা শাড়ি। একেবারে আটপৌড়ে গোছের। পায়ে তস্য গরিবী হাওয়াই চপ্পল। তিনি গুটি গুটি পায়ে প্রথম দুপুরে এগিয়ে চলেছেন রাজভবণের উদ্দেশ্যে। রাজতিলক গ্রহণ করতে। মুখ্যমন্ত্রীত্বের সিংহাসনে বসে। তিনি যে সেদিনের সবার মনিকোঠার ভালোবাসার প্রতীক বাংলার অগ্নিকন্যা। তিনি যে সিপিএম জমানার ৩৪ বছরের নাগরিক ঘৃণা বিদ্রোহের লড়াকু প্রতীক বাংলার নিজের আপন করা মেয়ে। তিনি যে একাংশ বাম নেতাদের আর্থিক সিস্টেম-সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা সততার প্রতীক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

হ্যাঁ সেদিন বাংলার অবিসংবাদী বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমবারের মতো শপথ গ্রহণ করলেন। রাজ্যের প্রথম এবং এযাবৎ একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে। তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান তদানীন্তন রাজ্যপাল এম কে নারায়ণন। দুপুর একটার ধারে পাশে। ওই রাজকীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদ্য মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে প্রাক্তন হওয়া বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সহ তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ও পি চিদম্বরম প্রমুখ। তিনি বাংলা ভাষায় ওই শপথ গ্রহণ করেন। সেদিন তিনি ৪৩ জনের মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন।

এরপরেও তিনি দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করেন ২০১৬ এবং ২০২১ সালে। ২০১৬ সালের ২৭ মে রেড রোডের এক অস্থায়ী মুক্তমঞ্চে তিনি ফের শপথ নেন তখনকার রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর কাছ থেকে। বিপুল জনসমাবেশের সাক্ষীতে। এরপর ২০২১ সালের ৫ মে পুনরায় তিনি শপথ নেন একই সাংবিধানিক পদে। তবে রাজভবণে। কোভিড কালিন পরিস্থিতিতে তখন অবশ্য ওই অনুষ্ঠানের আকার প্রত্যাশিত ভাবেই সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল। রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় তাঁকে মন্ত্রগুপ্তি দিয়েছিলেন।

আরও একটি তারিখ অবশ্য এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। সেই তারিখ যে এক নয়া ইতিহাস রচনার। তারিখটা হলো ২০২৬ সালের ৪ এপ্রিল। এই তারিখটি হলো নব গৈরিক বাংলার নতুন প্রত্যাশার নবীন সূর্যোদয়ের। আর পাশাপাশি ইতিহাসের হিমঘরে মহাপ্রস্থানের পাতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সম্ভবত লেখা হয়ে গেল চিরতরে। একই দিনে। ওই রাতে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সেকি তাঁর অসহায়তার আর্তি। সেই একই মহানগরের রাজপথে। অথচ কি নিঃসঙ্গতার হাহাকারে। কোনরকমের পারিষদ বর্গের অনুপস্থিতিতে। ততক্ষণে ছাব্বিশের ভোট গণনায় হেরে বসে আছেন তাঁরই মন্ত্রীসভার ১৮ জন হেভিওয়েট মন্ত্রী। বিধ্বস্ত চেহারায় একা তিনি বলেছেন, ‘লুঠ লুঠ লুঠ। আমাকে জোর করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাকে মেরেছে। লাথিও মেরেছে। আই চিটেড।’ ততক্ষণে দক্ষিণ কলকাতার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের ভোটগণনা কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, ‘শুভেন্দু অধিকারী জয়ী। পরাজিত ঘরের মেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।’ যদিও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এটাই তাঁর প্রথম পরাজয় নয়। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম আসনেও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে হেরে গিয়েছিলেন ওই কেন্দ্রের আপন মানুষ সেই শুভেন্দু অধিকারীর কাছে। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন পরপর দুটি বিধানসভা ভোটে একই ব্যক্তির মুখোমুখি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন ভাবে ল্যাজে গোবরে হবার দৃষ্টান্ত এই রাজ্যে তো কখনই এর আগে ঘটেনি, এমনকি সারা দেশের নিরিখে এমন উদাহরণ এই একটাই।

উল্টে এবারের নির্বাচনে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর এমন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এক শ্রেণির রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা তাঁর তুমুল সমালোচনা করতে শুরু করেছেন। তাঁদের মতে, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন আপাদমস্তক প্যাথোলজিকাল লায়ার। উনার গায়ে কেউ হাত দিয়েছেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। এমন অভিযোগ নির্বাচন কমিশন অফিসিয়ালি অসত্য বলেছে। আসলে জনগণ উনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভুলভাল ইংরেজি বলেন। তাই মুখ ফস্কে আসল সত্যটা বেড়িয়ে গেছে যখন উনি বলেছেন ‘আই চিটেড’। আসলে এটাই সত্যি। উনি পনেরো বছর ধরে বঙ্গবাসীর সঙ্গে প্রতারণাই করে গেছেন ধারাবাহিক ভাবে।’

যদিও পরের দিন কালিঘাটে প্রেস কনফারেন্স ডাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সেখানে মন্তব্য করেন, ‘নাও আই অ্যাম ফ্রি বার্ড। আমি আদতে হারিনি তাই মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগের প্রশ্নই ওঠে না। আমি রাস্তায় ছিলাম। রাস্তায় আছি। রাস্তায় থাকবো।’

উনার এই বক্তব্যের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন সমাজ মাধ্যমে ব্যাপক ট্রোল শুরু হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ তো এমনও পোস্ট করছেন এই বলে যে, এমন নির্লজ্জ মুখ্যমন্ত্রী ভারতে এই প্রথম। হেরো মুখ্যমন্ত্রী কখনই রাস্তায় থাকেননি। বরং রাজ্যবাসীর ভবিষ্যৎ উনি গত পনেরো বছর ধরে নামিয়ে নিয়ে এসেছেন রাস্তার পাশে থাকা নর্দমায়।’ প্রত্যাশিত ভাবেই প্রশ্ন উঠে আসে, যে রাজ্যবাসীর নয়ণের মনি তিনি ছিলেন একদিন, যে বঙ্গ অধিবাসীর হৃদয়ে তিনি ছিলেন একমাত্র ভরসার প্রতীক একদা, যে সমগ্র বাঙালি সমাজ ভোট বাক্সে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে অতীতে তাঁর হাতে পশ্চিমবঙ্গ শাসনের ব্যাটন তুলে স্বস্তি চেয়েছিলেন, সেই অকৃত্রিম ভরসা পনেরো বছর পর কেন এতো ফিকে হয়ে গেল? কেন এতো আজকের ভরসাহীনতা? কেন এতো ঘৃণা ভরা ধিক্কার ও আস্থাহীনতা? প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে একটা গান বারেবারে মনে উঁকি দেয়, ‘প্রশ্নগুলো সহজ আর উত্তর তো জানা।’ আসলে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাতারাতি বদলে যান। যদিও তিনি ক্ষমতায় আসেন পরিবর্তনের ডাকে ‘বদলা নয় বদল চাই’ স্লোগানকে হাতিয়ার করে। অথচ তিনিই ক্ষমতায় এসে কেমন যেন অচেনা হয়ে গেলেন আপামর বাংলাবাসীর চোখে। তাই তাঁর স্লোগানকেই পুঁজি করে বিজেপি আওয়াজ তুললো পরিশেষে, ‘পরিবর্তন দরকার। বদলা নয় বদল চাই। ভয় নয় ভরসা চাই।’ আর তাতেই তিনি গদিচ্যুৎ হয়ে গেলেন একেবারে মসৃণ উপহাসের ভোট সরণিতে।

পনেরো বছরের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি আদতে কখনই সার্থক প্রশাসক হতে পারেননি, এটা বাস্তব। বরং স্বাধীনোত্তর কালের মধ্যে তিনি এই রাজ্যের সবচেয়ে কলঙ্কিত ও ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেন। পায়ে পায়ে লাগিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বিরোধ সর্বদা জিইয়ে রাখতেন নিজস্ব ইগোর তাঁতে আঁচ দিয়ে। তাঁর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে লালিত হয়েছে সীমাহীন দুর্নীতি। নেতা মন্ত্রীরা জেলে গেলেও তাঁদের প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন বরাবর। একাধিক ধর্ষণে অভিযুক্তদের প্রতিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহানুভূতি ছিল প্রশ্নাতীত ভাবে সন্দেহজনক। কামদুনি কাণ্ড, পার্ক স্ট্রিট কাণ্ড, আরজিকর কাণ্ড তো এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

এর উপর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো শিক্ষক নিয়োগে নজীরবিহীন আর্থিক দুর্নীতি সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের স্বেচ্ছাচারী তোলাবাজি বঙ্গদেশের মাথা হেঁট হয়ে গেছে অনেক আগে থেকেই। তার উপর সারদা কাণ্ডের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তো এই সরকারের অন্যতম শিরঃপীড়ার কারণ। রাজ্য সরকারী কর্মীদের মহার্ঘ্য ভাতা থেকে ইচ্ছে করে বঞ্চিত করা, প্রায় প্রতিদিনের আদালতের গলা ধাক্কা খাওয়া প্রশাসনের অপদার্থতা, শিল্পে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা, বোমা শিল্পকে খোলা ছাড় দেওয়া, কয়লা, বালি, গরু পাচার সহ রেশন দুর্নীতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে ক্রমেই বাংলার আমজনতা দূরত্ব সৃষ্টি করে নেয় চুড়ান্ত গণ অনীহায়। এরসঙ্গে উনার রাজত্ব কালে চরম ভাবে লালিত হয়েছে হিন্দু ও মুসলিম বিভেদের বিষ। উনি যে অনেকটাই সংখ্যালঘুদের প্রতি একপেশে মনোভাব নিয়ে চলতেন তা কিন্তু সংখ্যাগুরুদের নজর এড়ায়নি। ফলে রাজ্যে প্রায় সত্তর শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শেষদিকে উষ্মায় ফেটে পড়েন।

এছাড়া, রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নকে পাখির চোখ না করে তিনি স্রেফ আঁকড়ে থেকেছেন দৈনন্দিনের স্থানীয় ছেঁদো রাজনীতি পরিবৃত্তে। যা মুখ্যমন্ত্রী পদের গড়িমাকে ছোট করে এসেছে লাগাতার। প্রশাসনিক গদিতে বসে তিনি কখনই দূর সময়ের নিরিখে উন্নয়ণ লক্ষ্য স্থির করেননি বরং অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি, সর্ব বিষয়ে অনর্থক নাক গলানো, রাষ্ট্রপতি থেকে প্রধানমন্ত্রীকে অসংসদীয় ভাষায় অ্যাখ্যা দেওয়াই ছিল উনার নিত্য দিনের কাজের প্রাথমিক প্রতিপাদ্য।

একদিকে অনুদান, ভাতা, মেলা অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক তোষণ নীতি। সঙ্গে সরকারের প্রশাসনিক আমলা থেকে পুলিশি পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে অনৈতিক ‘গিভ এন্ড টেক’ পলিসিতে তিনি ব্যক্তিগত স্তরেও প্রতিনিয়ত অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিলেন। এর উপর তো তাঁর আত্মীয় পরিজনদের আয় বহির্ভূত সম্পদ নিয়েও রাজ্য জুড়ে তুমুল চর্চা চলতে থাকে নানা অলিগলির বিভিন্ন হাটে বাজারে। এইসবের যোগ ফলে বেশ কয়েকবার নির্বাচনী জয় পেয়েছেন ঠিকই। কিন্তু পাইয়ে দেবার ভাতার রাজনীতির মেয়াদ প্রকৃতই যে ক্ষণস্থায়ী। নাগাড়ে দুধেল গাইয়ের তোষণ রাজনীতির ফলে সংখ্যাগুরুরা একদা একজোট হয়ে উঠতে পারে একসময়, তা হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। সুতরাং কর্মসংস্থান, সরকারি চাকরি, শিক্ষা মতো জ্বলন্ত ইস্যু সব পিছনের সারিতে চলে যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কের গ্রে সেলের ভাণ্ডার থেকে। ভোটের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে। ক্ষমতায়ণের কোঠারিতে বসবাস করতে করতে কখন যে তিনি ভুলে গেলেন, রাজনৈতিক ভোটের মানদণ্ডে চিরকাল সযত্নে রক্ষিত থাকে গণদেবতার হাতের আস্তিনে লুকিয়ে থাকা ‘নেচার’স রিভেঞ্জ’ নামক একটি ইস্কাবনের টেক্কা। যা এবার সত্যি সত্যি প্রয়োগ করে ফেললো তথাকথিত সেই বহুল চর্চিত বাংলার অস্মিতা। হ্যাঁ শেষমেষ তিনি একটি কথা বলে ফেললেন বটে সাংবাদিকদের সামনে, ‘আমি আবার আসিব ফিরে।’ কিন্তু সেই ফিরে আসার দিনটা যে কবে তা দূরবীন হাতে নিয়ে কেউ কেউ হয়তো খুঁজতে ব্যস্ত থাকতেই পারেন। তবে আপাতত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চ্যাপ্টারকে ‘সায়োনারা’ শুনিয়ে দিয়েছেন তিরানব্বই শতাংশ বঙ্গ আমআদমি, এটা কিন্তু নিশ্চিত।

আচ্ছা এবারের ভোটের ফলাফল এমনতর হলো না তো, ‘মার ঝাড়ু, মার ঝাড়ু, মেরে ঝেটিয়ে বিদায় কর’এর মতো? আপনারা কি বলেন?

খেলা শেষ

মনোজ কুমার হালদার

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ‘খেলা হবে’ কদিন আগেও শাসকদলের কাছে শুধু আত্মবিশ্বাসের স্লোগান ছিল না; বরং তা ছিল ক্ষমতার উদ্ধত প্রদর্শন;এক ধরনের নগ্ন রাজনৈতিক দম্ভের ভাষ্য। সেই স্লোগান রাজনীতিকে নীতিনির্ভর বিতর্ক থেকে সরিয়ে এনে আবেগ, সংঘর্ষ এবং ক্ষমতার প্রদর্শনীতে পরিণত করেছিল। কিন্তু এবছরেরে বিধানসভা নির্বাচনের ফল সেই স্লোগানের অন্তিম ব্যাখ্যা নির্দ্বিধায় স্পষ্ট করে দিয়েছে; খেলা শেষ। ৪ঠা মে ঘোষিত এই রায় কেবল সরকার পরিবর্তনের পরিসংখ্যান নয়; এটি দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, অবিশ্বাস ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে এক সুসংহত গণতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া;যেখানে শাসক দলের দুর্নীতি, প্রশাসনিক অপব্যবহার ও ক্ষমতার অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে জনতার ক্ষোভ বিস্ফোরিত হয়েছে, এবং সেই ক্ষোভই বিজেপিকে দুই-তৃতীয়াংশের অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এনে এক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পালাবদলের সাক্ষী করেছে।

এই ফলাফলকে শুধুমাত্র জয়-পরাজয়ের সরল সমীকরণে ফেলার অর্থ রাজনৈতিক বাস্তবতাকে খাটো করে দেখা। বরং এটি এক নীরব গণভোট;যেখানে মানুষ তাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার নিরিখে শাসনের মূল্যায়ন করেছে। আবেগনির্ভর স্লোগান নয়, বাস্তব জীবনযাত্রা, প্রশাসনিক কার্যকারিতা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাই ভোটের কেন্দ্রে উঠে এসেছে। এই নির্বাচন তাই কেবল একটি রাজনৈতিক ফলাফল নয়, বরং গণতন্ত্রের পরিণত, আত্মসচেতন এবং নির্ভীক রূপের স্পষ্ট প্রতিফলন।

এবারের নির্বাচনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক; নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি ভোটারদের আস্থার পুনরুদ্ধার। নির্বাচন কমিশনের কঠোর ও কার্যকর পরিচালনার ফলে বহু দশকের প্রাতিষ্ঠানিক ভোট-হিংসার সংস্কৃতিতে একটি দৃশ্যমান ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। যে মানুষ একসময় ভয়ের কারণে ভোট দিতেন না, কিংবা বাধ্য হয়ে ভোট দিতেন, তারাই এবার নির্ভয়ে ভোট দিয়েছেন। প্রায় ৯৩ শতাংশ ভোটদানের নজির শুধু সংখ্যাগত সাফল্য নয়; এটি গণতান্ত্রিক আত্মবিশ্বাসের পুনর্জাগরণ। এক অর্থে, এই নির্বাচন প্রমাণ করেছে;ব্যালট অবশেষে বুলেটকে পরাস্ত করেছে।

তবে এই ইতিবাচক পরিবর্তনের সাথে রয়েছে শাসক দলের বহুল প্রচারিত উন্নয়নের বিপরীতে তাদের বিরুদ্ধে জনগণের বিস্তর অসন্তোষ। দুর্নীতি ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা আর বিচ্ছিন্ন অভিযোগে সীমাবদ্ধ থাকেনি; তা এক প্রাতিষ্ঠানিক সংকটে রূপ নিয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ, পৌর নিয়োগ, আর্থিক কেলেঙ্কারি;প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনিয়মের অভিযোগ মানুষের মনে স্থায়ী ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। বিশেষত শিক্ষিত তরুণদের কাছে এটি শুধু দুর্নীতি নয়, তাদের ভবিষ্যৎ কেড়ে নেওয়ার প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই বঞ্চনা ব্যক্তিগত হতাশা থেকে রাজনৈতিক প্রতিবাদে রূপান্তরিত হয়েছে;যার সরাসরি প্রতিফলন দেখা গেছে ভোটবাক্সে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাটমানি, সিন্ডিকেট এবং তোলাবাজির অভিযোগ;যা শাসনের নৈতিক ভিত্তিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। যখন সরকারি সুবিধা পেতে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়, যখন স্থানীয় স্তরে দলীয় নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কোনো কাজ এগোয় না, তখন শাসনব্যবস্থা জনকল্যাণের পরিবর্তে নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রে পরিণত হয়। এই অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিন ধরে জমে থেকে শেষ পর্যন্ত ভোটের মাধ্যমে বিস্ফোরিত হয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক সহিংসতার প্রশ্ন এই নির্বাচনে নির্ণায়ক হয়ে ওঠে। বিরোধী কণ্ঠ দমনের অভিযোগ এবং ভয়ের পরিবেশ গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে;এই ধারণা জনমানসে গভীর হয়েছে। ফলে ভোট আর কেবল সরকার পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকেনি; এটি পরিণত হয়েছে নিরাপত্তা, মর্যাদা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের এক শক্তিশালী গণঅভিব্যক্তিতে।

তোষণের রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের নির্বাচনী কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে; যেখানে শাসকদল ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে একটি সুসংগঠিত ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। বিশেষত এসআইআর -এর বিরোধিতার মাধ্যমে সেই সংখ্যালঘু ভোটকে আরও সংহত করার কৌশল নিয়েছিল শাসকদল । কিন্তু এই নির্বাচনে এই কৌশল শাসকদলকে প্রত্যাশিত সাফল্য এনে দিতে পারেনি। বরং এর একটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে; এই ধরনের রাজনীতি গরিষ্ঠ হিন্দু ভোটারদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল ঐক্যের জন্ম দিয়েছে। ফলে ভোটের ময়দানে একটি পাল্টা মেরুকরণ স্পষ্ট হয়েছে, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের একাংশ নিজেদের স্বার্থ ও পরিচয়ের প্রশ্নে আরও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এই পরিবর্তন দেখিয়ে দেয় যে, দীর্ঘমেয়াদে তোষণনির্ভর রাজনীতি কার্যকর নাও হতে পারে; বরং তা সামাজিক বিভাজনকে তীব্র করে তুলতে পারে এবং নির্বাচনী ফলাফলে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

অন্যদিকে, বিজেপির উত্থান শুধুমাত্র শাসকবিরোধী ক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ নয়; এটি দীর্ঘমেয়াদি, পরিকল্পিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ফল। গত কয়েক বছরে দলটি বুথ স্তর পর্যন্ত সংগঠন বিস্তার করে এক শক্তিশালী কাঠামো গড়ে তুলতে সফল হয়েছে । অনুপ্রবেশের সমস্যার পাশাপাশি জনবিন্যাস পরিবর্তন এবং স্থানীয়দের কাজের সুযোগ সংকুচিত হওয়ার আশঙ্কা; এই ইস্যুগুলিকেও তারা ধারাবাহিকভাবে রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। প্রান্তিক ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ, এবং নির্বাচন পরিচালনায় দক্ষতা;এই কয়েকটি কারণেই বিজেপির উত্থান শক্তিশালী হয়েছে। পাশাপাশি বিরোধী ভোট একদিকে আসা এবং একটি স্পষ্ট বিকল্প ভাবনা তুলে ধরার ক্ষমতা তাদের সাফল্যকে আরও এগিয়ে দিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উন্নয়নমুখী শাসনের প্রতিশ্রুতি, কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের সম্ভাবনা এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতার বার্তা;যা একাংশ ভোটারের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। একইসঙ্গে এই ফলাফল অনেকের কাছে এক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ধারার পুনরাবির্ভাব হিসেবেও প্রতিভাত; যেখানে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী-র ভাবনার প্রতিধ্বনি আবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলায় একটি ভিন্ন রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে সরকার প্রতিষ্ঠার যে আকাঙ্ক্ষা তিনি একসময় ব্যক্ত করেছিলেন, এই রায়কে তারই আংশিক বাস্তবায়নের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি বৃহত্তর হিন্দু সমাজের একাংশের কাছে এটি তাদের সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা, আত্মপরিচয় এবং অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশার প্রতীক হিসেবেও বিবেচিত হয়েছে।

এছাড়াও, ভোটারদের মধ্যে একটি স্পষ্ট মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। তোষণনির্ভর রাজনীতি থেকে সরে এসে মানুষ ক্রমশ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতার দিকে ঝুঁকেছে। এই পরিবর্তনকে ‘অ্যাসপিরেশন পলিটিক্স’ বা ‘প্রত্যাশানির্ভর রাজনীতি’ র উত্থান হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়;যেখানে মানুষ সুবিধাভোগী নয়, অংশীদার হতে চায়।

নারী ভোটারদের মনোভাবেও পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। শুধু আর্থিক সহায়তা নয়, শিক্ষা, নিরাপত্তা, সামাজিক মর্যাদা, নারীদের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি, এবং আইনের শাসনের প্রশ্ন তাদের ভোটের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলেছে। একইভাবে, তরুণ ভোটারদের মধ্যে কর্মসংস্থান ও দুর্নীতির ইস্যু বিজেপির পক্ষে স্পষ্ট স্রোত তৈরি করেছে।

এই নির্বাচনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের প্রশ্ন। কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের সরকার থাকলে উন্নয়নমূলক প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়িত হবে; এই ধারণা ভোটারদের একাংশকে প্রভাবিত করেছে। দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক স্থবিরতা, শিল্পায়নের অভাব এবং বিনিয়োগের ঘাটতির প্রেক্ষিতে বিজেপির উন্নয়নমুখী বয়ান গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

শাসক দলের রাজনৈতিক ভাষা ও কৌশল এই পরাজয়ের অন্যতম কারণ। উত্তেজনাপূর্ণ স্লোগান ও প্রতিক্রিয়াশীল বক্তৃতা হয়তো সাময়িকভাবে সমর্থকদের হাততালি কুড়িয়েছে, কিন্তু তা দায়িত্বশীল শাসনের বিকল্প হতে পারেনি। বরং এই ভাষাই শাসনের অগভীরতা ও দূরদৃষ্টির অভাবকে উন্মোচিত করেছে।

এই রায় কেবল রাজনৈতিক পালাবদল নয়; এটি রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তনের সূচনা। এটি ক্ষমতার ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে জনতার সংযত কিন্তু দৃঢ় প্রত্যাখ্যান। গণতন্ত্রে জনমতকে উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অস্বীকার করা যায় না;এই সত্য আবারও প্রমাণিত হয়েছে।

নতুন সরকারের জন্য এই রায় যেমন বিরাট সুযোগ, তেমনি তা এক কঠিন দায়বদ্ধতার সূচনা। বিপুল জনসমর্থন প্রত্যাশার ভারও বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, আইনের শাসন;এই প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্যই নির্ধারণ করবে এই পরিবর্তনের স্থায়িত্ব।

অন্যদিকে, পরাজিত শাসক দলের সামনে এখন আত্মসমালোচনার শেষ সুযোগ। কিন্তু ব্যক্তিনির্ভর রাজনীতি ও রাজনৈতিক আদর্শহীনতা তাদের ভিত্তিকেই দুর্বল করেছে;ফলে অচিরেই অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, গণতন্ত্র কখনও শূন্যতা সহ্য করে না; তা দ্রুত নতুন বাস্তবতায় পূরণ হয়ে যায়। এই নির্বাচনের বার্তা তাই একেবারে স্পষ্ট;আবেগ নয়, জবাবদিহিতাই এখন রাজনীতির মাপকাঠি। জনদেবতা দেখিয়ে দিয়েছেন, তাদের রায়ই চূড়ান্ত। এবং সেই রায়;খেলা শেষ।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

চর্চাবাসর ১৪২

বাংলা শব্দ ‘চলচিত্র ‘ সংস্কৃত মূল থেকে উদ্ভূত, যা দুটি অংশ নিয়ে গঠিত চল (চল) চলমান, চলমান, বা হাঁটা। চিত্র অর্থ ছবি, প্রতিচ্ছবি বা চিত্রাঙ্কন। একত্রে, শব্দটির আক্ষরিক অনুবাদ হলো ‘চলন্ত ছবি’ বা ‘চলন্ত চিত্র’, যা বাংলায় সাধারণত চলচ্চিত্র বা সিনেমা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভোট পরবর্তী হিংসার জের

হিঙ্গলগঞ্জ ও সন্দেশখালির একাধিক বাড়ি ভাঙচুর, লুঠপাট, গ্রামছাড়া শতাধিক মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: উলট পুরান। সরকার পাল্টায়। কেউ অত্যাচারে গ্রাম ছাড়ে আবার কেউ অত্যাচারের দীর্ঘদিন বাড়ির বাইরে থাকার পর ঘরে ফেরে। তেমনই ঘটনা ঘটলো হিঙ্গলগঞ্জে। ভোট পরবর্তী হিংসা হিঙ্গলগঞ্জ ও সন্দেশখালির একাধিক বাড়ি ভাঙচুর লুঠপাট গ্রামছাড়া শতাধিক মানুষ। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালির সরবেড়িয়া আগারহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের দীর্ঘ আট বছর আগে শেখ শাজাহানের অত্যাচারে সন্দেশখালির মানুষ বাড়ির বাইরে ছিল কমবেশি ২০০ টি পরিবার। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে তারা বাড়ির বাইরে ছিল। তৃণমূলের অপশাসন শেষ হতেই, বিজেপি কর্মীদের হাত ধরে বাড়ি ফিরল ২০০টি পরিবার। হিঙ্গলগঞ্জের পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী আনন্দ সরকার বলেন, 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা হেরে গেছি। মানুষ আমাদের সমর্থন করেনি। মানুষের রায় মাথা পেতে নিয়েছি। কিন্তু ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত রয়েছে। একাধিক বাড়ি ভাঙচুর বাইকে আগুন, বহু তৃণমূলের নেতা, কর্মী সমর্থকরা প্রায় শতাধিক গ্রাম ছাড়া। যেখানে বারবার বিজেপির নেতৃত্ব বলছেন, বার্তা দিচ্ছেন, সংবাদ মাধ্যমে প্রচার চালানো হচ্ছে। তারপরেও কি করে ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত রয়েছে? আমরা চাই এগুলো বন্ধ হোক ২০১১ সালে ১১ সালে বামফ্রন্ট বিদায় নেওয়ার পরে আমরা কিন্তু শান্তির পক্ষে ছিলাম।' এই প্রসঙ্গে বিজেপি বলে, 'সোমবার থেকে যারা বিজেপি হয়েছে, তারাই অত্যাচার করছে। এর সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই। তাও আমরা পুলিশকে বলেছি রঙ না দেখে কড়া ব্যবস্থা নিতে। তবে তৃণমূল মানুষের উপর যে অত্যাচার করেছে, তাতে মানুষ ওদের উপর ক্ষেপে আছে। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। তৃণমূল গেরুয়া আবির মেখে বিজেপির দলীয় পতাকা নিয়ে বিজেপি সেজে তৃণমূল কংগ্রেসকে মারছে। আমরা প্রশাসন বলেছি ব্যবস্থা নিতে।'

বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এড়াতে মালদায় থাকছে ১৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভোটের ফলাফল ঘোষণা হয়ে গেলেও আপাতত বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এড়াতে মালদায় থাকছে ১৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। পাশাপাশি এখনও পর্যন্ত জেলার ৪১ জন নেতা নেত্রী পুলিশি নিরাপত্তায় নিয়ে রয়েছেন। সেক্ষেত্রে কাদের কতটা নিরাপত্তার প্রয়োজন সেটিও বিবেচনা করে দেখ বে জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। বুধবার দুপুরে মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনে বৈঠক করে এমনটাই জানিয়ে দিয়েছেন জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর এবং পুলিশ সুপার অনুপম সিং। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর পদস্থ কর্তারাও। জেলাশাসক জানিয়েছেন,'জেলায় শান্তিপূর্ণভাবে ভোট পর্ব মিটেছে। সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের কাছে অনুরোধ আপনারা কোনও প্রতিহিংসার মধ্যে জড়াবেন না। প্রশাসন এই নিয়ে কড়া সতর্ক রয়েছে। যেকোন হিংসার ঘটনা ঘটলে প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।' প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-নেত্রীদের কারোর দুই জন আবার কারোর সর্বোচ্চ চার জন সশস্ত্র পুলিশি নিরাপত্তা রয়েছে। পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করেপুরসভা, বিধায়ক থেকে শুরু করে সাংগঠনিক স্তরের নেতা-নেত্রীদের রীতিমতো এই পুলিশি নিরাপত্তা অব্যাহত রয়েছে। যদিও মালদার বিজেপি বিধায়ক সাংসদদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রয়েছে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী। মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, যদিও কোন মহল থেকেই নিরাপত্তা নতুন করে পাওয়া অথবা তুলে নেওয়ার ক্ষেত্রে আবেদন জানানো হয় নি। এখনও পর্যন্ত জেলায় ৪১ জনকে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া রয়েছে। এই পুলিশি নিরাপত্তা বহাল থাকার ক্ষেত্রে কাদের কি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেটিও বিবেচনা করে দেখা হবে। ভোটের ফলাফল পরবর্তী গোলমালের ক্ষেত্রে মালদার বিভিন্ন থানা এলাকায় পাঁচ জন গ্রেপ্তার হয়েছে।

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন

(২০০৮ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ধারা ১৩ এবং উপ ধারা (৩) এবং ২০০৯ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ রুলসের রুল ১৭ অধীনে) এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে এলএলপি এর রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনের বিজ্ঞাপন

কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা সমীপে
২০০৮ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ধারা ১৩ এবং উপ ধারা (৩) এবং ২০০৯ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ রুলসের রুল ১৭ বিষয় সম্পর্কিত
এবং
ডিয়ারগোল্ড ট্রেডলিংক এলএলপি (এলএলপিআইএন-এসিই-২৭৯২) রেজিস্টার্ড অফিস ১-ই, ২য় তল, আশুতোষ অ্যাপার্টমেন্ট, ২৯৫/২, জিটি রোড, সালকিয়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭১১১০৬
... (আবেদনকারী)।

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, এলএলপি তাদের রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ"** রাজ্য থেকে **"উত্তর প্রদেশ"** রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য ২০০৮ সালের লিমিটেড লায়বিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ধারা ১৩(৩) অধীনে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট এলএলপি এর রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এবং / বা আপত্তি থাকলে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতার নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১(একুশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং বা রেজিস্টার্ড ডাকে এবং আবেদনকারী এলএলপি এর উল্লিখিত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড অফিসে একটি কপি সহ নোটিশ পাঠাতে পারেন।

ডিয়ারগোল্ড ট্রেডলিংক এলএলপি এর পক্ষে
স্বা/-
কমল কুমার আগরওয়াল
ডেজিগনেটেড পার্টনার
(ডিপিআইএন -০০৭৯৩৬১৩)
১-ই,২য় তল, আশুতোষ অ্যাপার্টমেন্ট, ২৯৫/২, জিটি রোড, সালকিয়া, হাওড়া পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০৬
স্থান : কলকাতা ইমেল : eco.roc14@gmail.com
তারিখ : ০৬.০৫.২০২৬

শেয়ারসমূহ এর হারানোর নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমি, জি রাজেন্দ্র প্রসাদ -সংশ্লিষ্ট হিমাদ্রি স্পেশালিটি কেমিক্যাল লি. (পূর্বতন হিমাদ্রি কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড) এর নিম্নোক্ত শেয়ার সার্টিফিকেট হারিয়েছি এবং বিকল্প শেয়ারসার্টিফিকেটের ইস্যুর জন্য আবেদনও করেছি :

ফেলিও নং	সার্টিফিকেট নং	ডিসটিংটিভ নং		শেয়ার সংখ্যা
পি০০৯২৩৮	৭৬৩১	৩৮২৫৭২১৭১	৩৮২৫৮৭১৭০	১৫০০০

এতদ্বারা সাধারণকে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওমতেই উল্লিখিত শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি ক্রম বা লেনদেন না করেন কোনওভাবেই এবং কোনও ব্যক্তির (গণ) উল্লিখিত শেয়ার সম্পর্কে কোনও দাবি থাকলে কোম্পানির নিকট রেজিস্টার্ড অফিস ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৯মতল, স্যুট নং ১৫, কলকাতা - ৭০০০০১ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে দাবি পেশ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্থান : কলকাতা **জি রাজেন্দ্র প্রসাদ**
তারিখ : ০৭.০৫.২০২৬ **শেয়ারহোল্ডার(গণের) নাম**

AXIS BANK **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.**
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পক্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী গৌরব চৌধুরী এবং শ্রীমতি সৃঞ্জনী রায়	ক) ১০,০০,২৬১ টাকা (দশ লাখ দুশো একষট্টি টাকা) লোন এ/সি নং PHR000500946539, ০৮.১২.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৮.১২.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং **২৯৪,১৪০ টাকা** (দুই লাখ চুরানব্বই হাজার একশ চল্লিশ টাকা) লোন এ/সি নং HTR000503019555, ০৮.১২.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৮.১২.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ০৯.১২.২০২৫ গ) ০৫.০৫.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ৬ কাঠা ১০ ছটাক কমবেশি তদস্থিত বহুতল ভবন মৌজা- পশ্চিম বড়িশা, তৌজি নং ১-৪, ৬-৮, ৮-০, ১২-১৬, ৫, জেএল নং ১৯, আরএস নং ৪৩, আরএস নং ৪৩, আরএস খতিয়ান নং ৮৭৭, ২১৩, দাগ নং ৩০৬, কলকাতা পৌর সংস্থা (এস এস ইউনিট), ওয়ার্ড নং ১২৬ অধীন, প্রেমিসেস নং ১৩/১, রাখাল মুখার্জি রোড, থানা - ঠাকুরপুকুর (পূর্বতন বেহালা), কলকাতা- ৭০০০৬১, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শিশু কল্যাণ স্কুল। **দক্ষিণে :** ব্লক -এ। **পূর্বে :** ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **পশ্চিমে :** ফ্ল্যাট নং ৬ (ব্লক-বি)।

তারিখ : ০৭.০৫.২০২৬, স্থান : পশ্চিমবঙ্গ স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

SBI এসবিআই নিউ টাউন শাখা **সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি**
দিনহাটা রোড, নিউ টাউন, জেলা - কোচবিহার (পব) পিন - ৭৩৬১০১

কিছু ব্যক্তি, যাঁরা স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই নিউ টাউন শাখা** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন, তাঁরা নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা নোটিশের যথাযথ জবাব দেননি অথবা নোটিশ ফেরত এসেছে, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি **১৫.০৫.২০২৬** তারিখের আগে গোল্ড লোন পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাংক পূর্ববর্তী দিন কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেবে। নিলামের দিন, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নোক্ত সময় ও তারিখে শাখা প্রাঙ্গণে/গোল্ড হাবে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। ব্যাংক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে অলঙ্কারের দখল নিতে পারবেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১৫.০৫.২০২৬	বিকেল ৪টে থেকে থেকে বিকেল ৫টা	১৮ ক্যারট	মোট ওজন ৮.০০ গ্রাম নিট ওজন ৭.০০ গ্রাম	৭টি চেন এবং দুল

তারিখ: ০৭.০৫.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: নিউ টাউন এসবিআই নিউ টাউন শাখা

SBI এসবিআই বানেশ্বর শাখা (১৩১২১) **সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি**
প্রযত্নে নিউ ভারতী ক্লাব, পুন্ডিবাড়ি রোড কোচবিহার - ৭৩৬১৩৩

কিছু ব্যক্তি, যাঁরা স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই বানেশ্বর শাখা** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন, তাঁরা নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা নোটিশের যথাযথ জবাব দেননি অথবা নোটিশ ফেরত এসেছে, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি **১৫.০৫.২০২৬** তারিখের আগে গোল্ড লোন পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাংক পূর্ববর্তী দিন কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেবে। নিলামের দিন, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নোক্ত সময় ও তারিখে শাখা প্রাঙ্গণে/গোল্ড হাবে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। ব্যাংক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে অলঙ্কারের দখল নিতে পারবেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১৫.০৫.২০২৬	বিকেল ৪টে থেকে থেকে বিকেল ৫টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ১৩.৮৪ গ্রাম নিট ওজন ১০.৩৮ গ্রাম	২টি কানের দুল ১টি পলা মুখ

তারিখ: ০৭.০৫.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: বানেশ্বর এসবিআই বানেশ্বর শাখা

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১) কলকাতা **ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ**
জীবনদীপ বিল্ডিং, ১২তম তল, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১,
শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি - sbi.05171@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬)-এর সাথে পঠিতব্য, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা নিম্নোক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিসমূহ, যার ভৌত দখল সুরক্ষিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা গ্রহণ করেছেন, তা নিম্নোক্ত তারিখে "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" এই ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০৯.০৬.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী কৌশিক মালাকার, পিতা শ্রী কমল মালাকার, ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৪এফ, ৫মতল, ১৪৯, সতীন সেন নগর, ওয়ার্ড নং ১০, নিউ বারাকপুর পুরসভা, কলকাতা - ৭০০০৬৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪এফ, ৫মতলায়, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯২৯ বর্গফুট কমবেশি, দুই বেড রুম, এক ডাইনিং, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এক ব্যালকনি, উক্ত ভবনে পরিচিত "**কমলা অ্যাপার্টমেন্ট**", সংযুক্ত হোল্ডিং নং ১৪৯, সতীন সেন নগর, ওয়ার্ড নং ১০, নিউ বারাকপুর পুরসভা অধীন, এডিএসআরও বারাকপুর, বর্তমানে সোদপুর, অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ জমির এবং সুবিধা এবং পরিষেবা মোট সংযুক্ত বাস্তু জমির পরিমাপ ৯ কাঠা ২ ছটাক ৩৬.৫ বর্গফুট কমবেশি তদস্থিত জি-৪ তলা ভবন মৌজা- আগাপুর, থানা : খড়দহ, বর্তমানে ঘোলা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, জেএল নং ৩২, ৩৩, আরএস নং ৯৪, তৌজি নং ১৭২, সিএস খতিয়ান নং ৭৬, এলআর খতিয়ান নং ১১৯১, ১১৯৫, ১১৯৪, ১১৯৩, ১১৯২, এবং ৫২১/৩, ৩৫০, বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ১১১৭, সিএস দাগ নং ৩৯০, আরএস দাগ নং ৩৯০, ৩৯০/৮২২, এলআর দাগ নং ১০৩৩, ১০৩৪, ১০৩৮,সংযুক্ত হোল্ডিং নং ১৪৯, সতীন সেন নগর ওয়ার্ড নং ১০, নিউ বারাকপুর পুরসভা অধীন, এডিএসআরও বারাকপুর, বর্তমানে সোদপুর। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৪-২০২২, পৃষ্ঠা ৩৫৬৯১৬-৩৫৬৯৪৪, দলিল নং ১৫২৪১০৯১৩-২০২২ সালের। সম্পত্তি **শ্রী কৌশিক মালাকার পিতা কমল মালাকার** এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১৭ ফুট চওড়া সতীন সেন নগর, । দক্ষিণে : উপেন রাজ। পূর্বে : কমল পাল। পশ্চিমে : এস মল্লিক। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।**	**২১,২৩,৭১১.০০ টাকা (একুশ লাখ তেইশ হাজার সাতশ এগার টাকা)** (চুক্তি মোতাবেক হারে উপরোক্ত পরিমাণের সহিত তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দত্ত পরিমাণ পরবর্তী)	ক) ৩১,৭৭,০০০.০০ টাকা খ) ৩,১৭,৭০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯৬৭৪৭৯১৩৩৫ পর্যবেক্ষণের তারিখ ২৮.০৫.২০২৬ এবং ০২.০৬.২০২৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৭.০৫.২০২৬ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

২০২৬ অর্থবর্ষের মূল কনসোলিডেটেড আর্থিক হাইলাইটস (বছর-ভিত্তিক)

১৩% মোট আয়
৪৬% ইবিআইটিডিএ
১৬৪% পিএটি
১০৯% মিশ্রিত ইপিএস

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

বিবরণ (লক্ষ-তে)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
	নিরীক্ষিত ৩১ মার্চ ২০২৬	অনিরীক্ষিত ৩১ ডিসে. ২০২৫	নিরীক্ষিত ৩১ মার্চ ২০২৫	নিরীক্ষিত ৩১ মার্চ ২০২৬	নিরীক্ষিত ৩১ মার্চ ২০২৫
কার্যাদি থেকে মোট আয়	২২৮৭৪.৫০	১৮,৯৯০.৫১	২০,৯৮৪.৮৮	৮৯,৬২৬.৯৭	৭৮,৯৬৫.৬৪
সুদ, অবচয় এবং করের পূর্বে আয়	১৫৬৩.৭৮	১,৮৫০.২১	১,৭১৩.১০	৯,২২০.৭৩	৬,৩০০.৮৬
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	৬৩৮.১৮	৯৬৪.১২	৬৭১.৯৪	৫,৩৭৪.১২	২,০৫৯.৪৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী	৫৩৭.২৪	৭৩৪.৭৯	৫০৩.৩৪	৪,০৬৮.৭৫	১,৫৩৮.৮২
মোট সমন্বিত আয় [কর-পরবর্তী লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য সমন্বিত কর-পরবর্তী আয়]	৬৩৮.৮৫	৭৫৬.৪৮	৫০২.৫৩	৪,২৫৩.৮৪	১,৫৮১.৮৩
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১০৫৮.৩৪	১,০৫৮.৩৪	৭৯৪.৬৯	১,০৫৮.৩৪	৭৯৪.৬৯
পূর্ব বর্ষের ব্যালান্স শীটে প্রদর্শিত মতো সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)				৩৩,৮৩৭.৩৪	২১,৮৭৪.৮২
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :					
(ক) মৌলিক	০.৬৬	০.৭৪	০.৬৮	৪.৪১	২.০৭
(খ) মিশ্রিত	০.৬৫	০.৭৩	০.৬৮	৪.৩২	২.০৭

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা

বিবরণ (লক্ষ-তে)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
	৩১ মার্চ ২০২৬	৩১ ডিসে. ২০২৫	৩১ মার্চ ২০২৫	৩১ মার্চ ২০২৬	৩১ মার্চ ২০২৫
কার্যাদি থেকে মোট আয়	২২,৮৭১.৮১	১৮,৯৮৭.৮২	২০,৯৮২.১৮	৮৯,৬১৪.৪৫	৭৮,৯৫৪.৮৬
সুদ, অবচয় এবং করের পূর্বে আয়	১,৫৬১.১৯	১,৮৪৭.৫৭	১,৭১০.৫২	৯,২১৩.৩৪	৬,২৯০.৫৭
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	৬৪৪.৫৩	৯৭০.৪৩	৬৭৮.৩১	৫,৪০২.৫২	২,০৮৪.৯৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী	৫৪৩.৫৯	৭৪১.১০	৫০৯.৭১	৪,০৯৭.১৫	১,৫৬৪.৩৩
পূর্ব বর্ষের ব্যালান্স শীটে প্রদর্শিত মতো সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)				৩৩,২৯৪.৭৯	২১,৪৬৭.৬৮

দ্রষ্টব্য-
১. ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ৬ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই ফলাফলগুলির নিরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন।
২. এই কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলগুলো মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠান মানাকসিয়া ইন্টারন্যাশনাল এফজেডই এবং জেপিএ স্ন্যাকস্ প্রাঃ লিঃ -এর সমন্বয়ে গঠিত। উপরের অংশটি এসইবিআই (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর ৩৩ নম্বর প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলোতে জমা দেওয়া ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের একটি সারাংশ মাত্র।
৩. সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiacoatedmetals.com -তেও পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৬ মে, ২০২৬

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
সুশীল কুমার আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00091793

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার : L27100WB2010PLC144409
রেজিস্টার্ড অফিস: ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, বিকানির বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল : info@mcmil.in
ওয়েবসাইট : www.manaksiacoatedmetals.com
দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪

Bank of India BOI Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস, এস্টেট ডিপার্টমেন্ট
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, সেক্টর -২এ, বিধাননগর - ৭১৩২১২
যোগাযোগ নং - ৮৯৬৭৮৪৬৭৬৬ ইমেল : Bardhaman.Estate@bankofindia.bank.in

ভাড়া/লিজের ভিত্তিতে প্রেমিসেস আবশ্যক

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বর্ধমান জোনাল অফিস কর্তৃক **বড়জোড়া, থানা : বড়জোড়া, জেলা বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২২২০২ অধীন একতলায় ১২৫০-১৭৭৫ বর্গফুট (আনুমানিক)** সুগঠিত বাণিজ্যিক প্রেমিসেস লিজের ভিত্তিতে আহূত হচ্ছে। আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট টেন্ডার বা আমাদের জোনাল অফিস উক্ত ঠিকানায় আমাদের ওয়েবসাইট **www.bankofindia.bank.in** দেখুন।
দুই মুখবন্ধ খামে আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ **২৫ মে ২০২৬ বিকেল ৪ টা** পর্যন্ত।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ ব্যতীতই যেকোনও বা সকল ডাক বাতিলের অধিকার রাখে।

জোনাল ম্যানেজার
বিওআই বর্ধমান জোন

SBI এসবিআই বানেশ্বর শাখা (১৩১২১) **সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি**
প্রযত্নে নিউ ভারতী ক্লাব, পুন্ডিবাড়ি রোড কোচবিহার - ৭৩৬১৩৩

কিছু ব্যক্তি, যাঁরা স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই বানেশ্বর শাখা** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন, তাঁরা নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা নোটিশের যথাযথ জবাব দেননি অথবা নোটিশ ফেরত এসেছে, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি **১৫.০৫.২০২৬** তারিখের আগে গোল্ড লোন পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাংক পূর্ববর্তী দিন কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেবে। নিলামের দিন, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নোক্ত সময় ও তারিখে শাখা প্রাঙ্গণে/গোল্ড হাবে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। ব্যাংক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে অলঙ্কারের দখল নিতে পারবেন।

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১৫.০৫.২০২৬	বিকেল ৪টে থেকে থেকে বিকেল ৫টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ১৮.৪৪ গ্রাম নিট ওজন ১৩.৮০ গ্রাম	১টি নেকলেস ১টি চেন ১টি কানের দুল

তারিখ: ০৭.০৫.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: বানেশ্বর এসবিআই বানেশ্বর শাখা

Bank of India BOI Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস, এস্টেট ডিপার্টমেন্ট
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, সেক্টর -২এ, বিধাননগর - ৭১৩২১২
যোগাযোগ নং - ৮৯৬৭৮৪৬৭৬৬ ইমেল : Bardhaman.Estate@bankofindia.bank.in

ভাড়া/লিজের ভিত্তিতে প্রেমিসেস আবশ্যক

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বর্ধমান জোনাল অফিস কর্তৃক **সিটি সেন্টার দুর্গাপুর এলাকায় থানা : ফরিদপুর, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩২১৬ একতলায় ১৫০০-২০৫০ বর্গফুট (আনুমানিক)** সুগঠিত বাণিজ্যিক প্রেমিসেস লিজের ভিত্তিতে আহূত হচ্ছে। আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট টেন্ডার বা আমাদের জোনাল অফিস উক্ত ঠিকানায় আমাদের ওয়েবসাইট **www.bankofindia.bank.in** দেখুন।
দুই মুখবন্ধ খামে আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ **২৫ মে ২০২৬ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত।**
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ ব্যতীতই যেকোনও বা সকল ডাক বাতিলের অধিকার রাখে।

জোনাল ম্যানেজার
বিওআই বর্ধমান জোন

Bank of India BOI Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস, এস্টেট ডিপার্টমেন্ট
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, সেক্টর -২এ, বিধাননগর - ৭১৩২১২
যোগাযোগ নং - ৮৯৬৭৮৪৬৭৬৬ ইমেল : Bardhaman.Estate@bankofindia.bank.in

ভাড়া/লিজের ভিত্তিতে প্রেমিসেস আবশ্যক

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বর্ধমান জোনাল অফিস কর্তৃক দুর্গাপুর, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩২০৬ এর ফুলঝোর জেমুয়া জিপি অধীন একতলায় ১০০০-১৪০০ বর্গফুট(আনুমানিক) সুগঠিত বাণিজ্যিক প্রেমিসেস লিজের ভিত্তিতে আহূত হচ্ছে। আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট "টেন্ডার" বা আমাদের জোনাল অফিস উক্ত ঠিকানায় আমাদের ওয়েবসাইট **www.bankofindia.bank.in** দেখুন।
দুই মুখবন্ধ খামে আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ **২৫ মে ২০২৬ বিকেল ৪ টা** পর্যন্ত।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ ব্যতীতই যেকোনও বা সকল ডাক বাতিলের অধিকার রাখে।

জোনাল ম্যানেজার
বিওআই বর্ধমান জোন

SKIPPER
স্কিপার লিমিটেড
CIN: L40104WB1981PLC033408
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, ২য় তল কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন ০৩৩-২২৮৯৫৭৩১, ফ্যাক্স ০৩৩-২২৮৯৫৭৩৩
ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com, ওয়েবসাইট www.skipperlimited.com

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন")-এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এবং উক্ত আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানাবলী (যদি থাকে), কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং ২২ (তৎকালে বলবৎ এর যেকোনো বিধিবদ্ধ সংশোধন বা পুনঃপ্রবর্তন সহ)-এর সাথে পঠিতব্য এবং ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ সার্কুলার") কর্তৃক জারিকৃত সাধারণ সার্কুলার নং ৩/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, সাধারণ সার্কুলার নং ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এবং সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এর সাথে পঠিতব্য অনুসারে, সাধারণ সভা এবং প্রবিধান সংক্রান্ত সচিবালয় মান কার্যকর হবে। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") এর ৪৪ ধারা অনুসারে, স্কিপার লিমিটেড ('কোম্পানি') বুধবার, ৬ মে, ২০২৬ তারিখে সেইসব সদস্যদের একটি ই-মেইল পাঠিয়েছে, যারা কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ১ মে, ২০২৬ পর্যন্ত ডিপোজিটরি (এনএসডিএল/সিডিএসএল) বা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন। এই ই-মেইলের সাথে ২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পোস্টাল ব্যালটের নোটিশ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিও পাঠানো হয়েছে।
পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি শুধুমাত্র ই-মেইলের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে, যা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) থেকে কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **১ মে ২০২৬** পর্যন্ত প্রাপ্ত সদস্যদের রেজিস্টার/ বেনিফিশিয়াল ওনারদের তালিকা থেকে পাওয়া নাম অনুসারে সাজানো হয়েছে।
যে ব্যক্তি নির্ধারিত তারিখে সদস্য নন, তিনি এই বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে বিবেচনা করবেন। বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.skipperlimited.com-এ এবং যে সকল স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে, সেই সকল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com ও www.nseindia.com-এ পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিটি এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।
কোম্পানি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পোস্টাল ব্যালট পরিচালনার জন্য কলকাতার মেসার্স এমকেবি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি-এর অংশীদার, শ্রী রাজ কুমার বানথিয়া (সদস্যপদ নং- এ১৭১৯০/সিপি- ১৮৪২৮)-কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে এবং তিনি স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত হতে তাঁর সম্মতি জানিয়েছেন।
কোম্পানি তার সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছে এবং ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম প্রদানের জন্য কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ") কর্তৃক অনুমোদিত সংস্থা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল")-কে নিযুক্ত করেছে। এই পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তির সাথে প্রদত্ত নোটের অধীনে ই-ভোটিং-এর পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
ই-ভোটিং সুবিধা নিম্নলিখিত সময়কালে উপলব্ধ থাকবে :

ই-ভোটিং শুরু	৮ মে, ২০২৬ সকাল ৯টায়
ই-ভোটিং শেষ	৬ জুন, ২০২৬ বিকাল ৫টায়

সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন ৬ জুন, ২০২৬ তারিখ বিকাল ৫টার (আইএসটি) মধ্যে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁদের সম্মতি বা অসম্মতি নথিভুক্ত করেন। এর পরপরই এনএসডিএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং উক্ত তারিখ ও সময়ের পর এটি আর অনুমোদিত হবে না। এই সময়কালে, নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ ১ মে, ২০২৬ অনুযায়ী, কোম্পানির যে সকল সদস্যের শেয়ার ভৌত বা ইলেকট্রনিক আকারে রয়েছে, তাঁরা ইলেকট্রনিকভাবে তাঁদের ভোট প্রদান করবেন। নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী সদস্য(দের) নামে নিবন্ধিত শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের ভিত্তিতেও ভোটাধিকার গণনা করা হবে। কোনো সদস্য একবার কোনো প্রস্তাবের উপর ভোট প্রদান করলে, পরবর্তীকালে তিনি তা পরিবর্তন করতে পারবেন না।
কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, আপনি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০-এ ফোন করতে পারেন বা evoting@nsdl.com-এ একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।
ই-ভোটিং-এর নিরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর নিরীক্ষক তাদের প্রতিবেদন কোম্পানির কাছে জমা দেবেন এবং পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার তারিখ থেকে সর্বোচ্চ দুই কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.skipperlimited.com-এ ফলাফল ঘোষণা করা হবে। ফলাফল একই সাথে বিএসই এবং এনএসই-কে জানানো হবে। কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, আপনি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০-এ ফোন করতে পারেন বা evoting@nsdl.com-এ একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

স্কিপার লিমিটেডের পক্ষে
অনু সিং
স্থান : কলকাতা স্বা/-
তারিখ : ৬ মে, ২০২৬ **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার**

অভিষেক দলটাকে তিলে তিলে শেষ করে দিল, বিস্ফোরক কৃষ্ণেন্দু

সঙ্গে কাঠগড়ায় তুললেন 'আইপ্যাক'কে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলটাকে তিলে তিলে শেষ করে দিল।' বিধানসভার ভরাডুবির পর বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তথা ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের একান্তই সাক্ষাৎকারে কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী বলেন, 'আমার খুব কষ্ট লাগছে কালকে যখন টিভিতে দেখছিলাম যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে। এরকম দেখব কোনও দিন

আশা করিনি। দলটাকে কর্পোরেট হাউসের মতো নিয়ে গেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও উপায় ছিল না, তাকে ধৃতরাষ্ট্রের মতো আটকে রাখা হয়েছিল। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেকবার হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বলেছি। কিন্তু দিদি আমাকে বলেছেন, ভালো করে কাজ করো, আমি আছি দেখছি। দলটাকে এইভাবে শেষ হতে দেখে প্রচুর কষ্ট হচ্ছে।' তার পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, 'আইপ্যাক খুব বিপজ্জনক। নেতাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া, পোস্ট দেওয়া এটাই আইপ্যাকের কাজ। প্রার্থী বাছাই করেছে আইপ্যাক। ৪১ বছর ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আছি। সোমবারে বিজেপি কর্মীরা, যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লাঞ্ছিত করেছে তা খুব দুঃখজনক। বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই যেভাবে অত্যাচার শুরু করেছে তা একদমই কাম্য নয়। দল কোনদিন শেষ হয় না, কিন্তু কিছু ব্যক্তি শেষ হয়ে যায়। ঠিকমত যদি কাজ করা যায় দল আবার পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব থাকলে দল আবার পুনরায় ফিরে আসবে। আমরা চাই তৃণমূল দলটা মানুষের জন্য কাজ করুক। দালালদের হাতে যাতে দল না থাকে। আমি ইংরেজবাজারে এবার প্রার্থী হতে চাইনি। আমরা দেখেছি, গত তিন বার যেভাবে ফল হয়েছে, এখানে টাকা পয়সা খরচা করব, সবকিছু করব, জীবন দিয়ে লড়ব, তারপরেও গো হারা হারব, এটা চলে না।' দলের পরাজয়ে ভেঙে পড়ে এমনটাই মন্তব্য করলেন কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী।

অশান্তি রুখতে কঠোর প্রশাসন, দক্ষিণ দিনাজপুরে গ্রেপ্তার ৩০

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে এবং জেলার আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বড়সড় পদক্ষেপ গ্রহণ করল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। বুধবার জেলা সদর দপ্তরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে একগুচ্ছ কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে জনজীবন স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসন যে, কোনও প্রকার আপস করবে না, তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।জেলাশাসক বালাসুব্রমনিয়ান টি. জানান, 'জেলায় ভোট গ্রহণ এবং গণনার কাজ অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তবে ফল ঘোষণার পর বিজয় উল্লাসকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, সে বিষয়ে প্রশাসন সতর্ক রয়েছে। সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে এমন কোনও আচরণ বরদাস্ত করা হবে না।' অন্যদিকে, পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানিয়েছেন, 'নির্বাচন পরবর্তী গোলযোগের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে জেলা জুড়ে ইতিমধ্যেই ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা বা প্রতিহিংসামূলক আচরণের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে পুলিশ।' তবে তিনি স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'রাজনৈতিক পরিচয় যাই হোক না কেন, আইন ভাঙলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে।' একইসঙ্গে প্রশাসনের পক্ষ

থেকে জানানো হয়েছে, এখন থেকে যে কোনও ধরনের বিজয় মিছিল বের করতে হলে সংশ্লিষ্ট থানার আগাম অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। এছাড়া সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ছড়ানো বা উস্কানিমূলক পোস্টের ওপর কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা রাখতে সাধারণ মানুষকে প্রশাসনের পাশে থাকার এবং সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। উল্লেখ্য, এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বালাসুব্রামানিয়ান টি, জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল-সহ উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জেলা কোর্ডিনেটর নীতিন গুপ্তা প্রমুখ।

ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে কন্ট্রোল রুম আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভোট পরবর্তী অশান্তি ও হিংসাত্মক পরিস্থিতি মোকাবিলায় কড়া ও সুসংগঠিত পদক্ষেপ গ্রহণ করল হুগলি জেলা প্রশাসন। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে জেলার একাধিক প্রান্তে বিচ্ছিন্নভাবে উত্তেজনা ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটার অভিযোগ সামনে আসতেই দ্রুত সক্রিয় হয় প্রশাসন। পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে একাধিক প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হুগলি জেলা শাসক খুরশিদ আলি আলম এবং হুগলি গ্রামীণ পুলিশের পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ যৌথভাবে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। তাঁরা জানান, জেলার সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর নিবিড় নজরদারি চালাতে এবং যে কোনও জরুরি অভিযোগ দ্রুত গ্রহণ ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই কন্ট্রোল রুমের নির্দিষ্ট ফোন নম্বর, ৯৮৭৪২৬৬২৭৭ এবং ৯১৪৭৮৮৮৪৫২ জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকলকে আশ্বস্ত করা হয়েছে

যে, যে কোনও ধরনের হিংসা, হুমকি, ভাঙচুর বা আইনভঙ্গের ঘটনা ঘটলে দ্রুত এই নম্বরে যোগাযোগ করলে তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। জেলা প্রশাসন আরও জানিয়েছে, হুগলি জেলার বিভিন্ন সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর এলাকায় নজরদারি বহুগুণে বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে আরামবাগ মহকুমা-সহ যেসব এলাকায় উত্তেজনা লক্ষ্য করা গিয়েছে, সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। নিয়মিত রুট মার্চ, নাকা চেকিং এবং যৌথ টহলদারির মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জেলার বিভিন্ন প্রান্তে চলমান বিশেষ অভিযানে ইতিমধ্যেই ১৫০ জনকে আটক করা হয়েছে। এর মধ্যে আরামবাগ মহকুমা থেকেই ৯০ জনকে গ্রেপ্তার বা আটক করা হয়েছে বলে জানা গেছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনভঙ্গ, ভীতি প্রদর্শন, ভাঙচুর এবং জনশান্তি বিঘ্নিত করার অভিযোগে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করলে কাউকেই রেয়াত করা হবে না। একইসঙ্গে জেলা প্রশাসন সমস্ত রাজনৈতিক দল ও তাদের কর্মী-সমর্থকদের সংযম ও দায়িত্বশীল আচরণ করার আহ্বান জানিয়েছে। আগামী কয়েকদিন জুড়ে নজরদারি আরও জোরদার রাখা হবে।

অশান্তিতে 'জিরো টলারেন্স', বার্তা জামুড়িয়ার বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে জামুড়িয়ায় অশান্তি ও ভাঙচুরের ঘটনাকে ঘিরে কড়া বার্তা দিলেন বিজেপি বিধায়ক ড. বিজন মুখার্জি। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ বিজপুর গ্রামে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, বিরোধী দলের কার্যালয় ভাঙচুর, বাড়িঘর দখল বা শারীরিক নিগ্রহের মতো কোনও ঘটনাকে বিজেপি কোনওভাবেই সমর্থন করে না। বিধায়ক বলেন, 'যদি কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এই ধরনের কাজে যুক্ত থাকে, তাহলে তার সম্পূর্ণ দায় তাদের নিজেদের নিতে হবে। দল এর সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত নয়। পুলিশ প্রশাসনকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে আইন নিজের পথে চলবে।' তিনি জানান, ফলপ্রকাশের পর থেকেই জামুড়িয়ার একাধিক এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে আগুন লাগানো, ভাঙচুর বা দখলের অভিযোগ তাঁর কাছে এসেছে। এই বিষয়ে দলীয় স্তরে খোঁজখবর নিয়ে দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নতুনভাবে বিজেপিতে যোগ দেওয়া প্রাক্তন তৃণমূল বা সিপিএম কর্মীদের একটি অংশ এই ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে। পাশাপাশি, কিছু ক্ষেত্রে দলের কয়েকজন কর্মীও 'অতি উৎসাহে' এই ধরনের কাজে যুক্ত হয়েছে বলে স্বীকার করেন তিনি। এছাড়াও তিনি কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'কোনও অবস্থাতেই দাগি কয়লা মাফিয়া, বালি মাফিয়া বা সিন্ডিকেট চক্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের দলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। ৪ মে'র পর বিরোধী দলের কোনও নেতা-কর্মীকেও বিজেপিতে নেওয়া হবে না।' রাজনৈতিক মহলে এই বক্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে, বিশেষ করে নির্বাচন-পরবর্তী অশান্তির আবহে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার বার্তা হিসেবে।

অন্তর্ঘাত তৃণমূল প্রার্থীদের হারের অন্যতম কারণ: উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: হারের কারণ ব্যাখ্যা করলেন তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। 'বিধানসভা নির্বাচনে আমি হেরেছি, আমার এই হারের পেছনে রয়েছে অনেক কারণ।' বুধবার দুপুরে সিউড়ি পুরসভায় নিজের চেম্বারে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করে সেই কারণগুলিই ব্যাখ্যা করলেন তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। ২০২২ সালে পুরসভা ভোট হতে না দেওয়ায় তাঁর হারের প্রধান কারণ বলে মনে করছেন চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'সেই সময় তৃণমূল জেলা উচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশ মেনেই সিউড়ি পুরসভায় অনেক ওয়ার্ডে ভোট হয়নি, সেই সময় ভোট না হওয়ার পেছনে তাঁর ভূমিকাও ছিল বলে স্বীকার করছি। আর সেই ভোট দিতে না পারার সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে যা আমার পক্ষে হারের অন্যতম কারণ।' এবারের বিধানসভার

নির্বাচনের ফলাফল দেখার পর উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় 'ঘর শত্রু বিভীষণ'দের স্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে অন্তর্ঘাতের অভিযোগও আনলেন। পাশাপাশি সিউড়ি শহরে পুর পরিষেবার ক্ষেত্রেও শহরবাসী খুশি হতে পারেননি। এর ফলে তার অনুকূলে ভোট যায়নি বলেই মনে করছেন বিধানসভার পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী। উজ্জ্বল বাবু আরও বলেন, শহরে এবং রাজনগরে প্রায় ২২ হাজারেরও বেশি ভোটে তিনি পিছিয়ে পড়েছেন। সে ক্ষেত্রে দলেরই প্রভাবশালী নেতৃত্বের অঙ্গুলি হেলনে রাজনগর এবং শহরের অনেক কাউন্সিলর সঙ্গে থেকেও ভিতরে ভিতরে ভোটে অন্তর্ঘাত করেছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। তিনি আরও জানান, 'জেলায় যে সমস্ত জায়গায় তৃণমূল প্রার্থীরা হেরেছেন তার অন্যতম কারণ অন্তর্ঘাত।' মানুষের রায় মাথা পেতে নিলেও, আগামী দিনে সিউড়ি পুরসভা বা তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক জীবন কি হবে সে নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে উজ্জ্বল বাবু জানান, ১৫ দিন পর তাঁর পরামর্শদাতা সাংসদ শতাব্দী রায়ের সঙ্গে আলোচনা করে আগামী দিনে রাজনৈতিক পদক্ষেপ ঠিক করবেন। পাশাপাশি জয়ী বিধায়ক বিজেপির জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে উন্নয়নের পাশাপাশি সিউড়িতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন করেন তিনি।

বীরভূমে হিংসা রুখতে কড়া পদক্ষেপ প্রশাসনের

নানুরে হিংসার ঘটনায় গ্রেপ্তার ৪

মৃণালজিৎ গোস্বামী

নির্বাচন পরবর্তী হিংসাত্মক ঘটনা রুখতে এবার তৎপর হল বীরভূম জেলা পুলিশ প্রশাসন। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে জেলাশাসক স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'বীরভূম রবীন্দ্রনাথের শান্তির জায়গা, এখানে কোনও প্রকার পেশী শক্তি প্রদর্শন করা যাবে না।'

উল্লেখ্য, ছয় মাস আগে বীরভূমের জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্বভার যখন তিনি গ্রহণ করেন তারপরই শুরু হয় এসআইআর প্রক্রিয়া। সেই সময়ও জেলা জুড়ে কোন বড়সড় অশান্তি খবর মেলেনি। কিন্তু পরবর্তীতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অতিবাহিত হলেও ভোট পরবর্তী সময়ে জেলা জুড়ে বেশ কয়েকটি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। তারপরই নড়েচড়ে বসেছে বীরভূম জেলা প্রশাসন। বুধবার বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন, পুলিশ সুপার সূর্য প্রসাদ যাদব ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিক (ডিস্ট্রিক্ট ফোর্স কোঅর্ডিনেটর), নিগম'কে সঙ্গে নিয়ে জেলা প্রশাসনিক ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। জেলাশাসক স্পষ্টতই জানিয়ে দেন, 'কেউ যদি আইনকে হাতে তুলে নেন, তাহলে বরদাস্ত করা যাবে না এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হবে।' জেলাশাসক শুধু এখানেই থেমে থাকেননি, জেলার সমস্ত মানুষ এবং অভিভাবকের কাছে আবেদন করেছেন, 'আপনাদের ছেলেদের বোঝান বীরভূমে কোনোভাবেই হিংসা বরদাস্ত করা হবে না, কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কাউকে ছাড়া হবে না।' পাশাপাশি তিনি জানিয়ে দেন, 'কোনও প্রকার বাইক মিছিল, বিজয় মিছিল করা যাবে না, সরকারি সম্পত্তির কোনও ক্ষয়ক্ষতি করা যাবে না। এমনকি সরকারি কাজে হস্তক্ষেপ করাও যাবে না।' কেন্দ্রীয় বাহিনীর পক্ষে (ডিস্ট্রিক্ট ফোর্স কোঅর্ডিনেটর) নিগম

জেলাশাসকের কথার রেস ধরে জানান, 'নির্বাচন পরবর্তী সময়ে হিংসা রুখতে তাঁরা সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। এক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। কোন অবস্থাতেই দোষী কাউকে ছাড়া হবে না।' পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদব জানান, 'বীরভূম জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন এবং সিআরপিএফ একটি টিম হিসেবে ইলেকশনে কাজ করেছে এবং ইলেকশন পরবর্তী সময়েও একইভাবে টিম হিসাবেই আমরা কাজ করব। ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় এখনো পর্যন্ত ১৩ টি কেস রুজু করা হয়েছে এবং ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ৪৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছেও। জেলার প্রতি থানাতে এক কোম্পানি করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা আছে। ভোট পরবর্তী হিংসার কাজে এই কেন্দ্রীয় বাহিনী তৎপর রয়েছে।' ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় নানুরে বলি হয়েছেন একজন এবং সেই ঘটনায় চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান জেলা পুলিশ সুপার। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা এখন জেলা প্রশাসনের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তাই সম্মিলিতভাবেই সকলে সেই কাজই করে চলেছেন বলেই জানালেন জেলা পুলিশ সুপার।

ভোট পরবর্তী হিংসা ঠেকাতে 'জিরো টলারেন্স' বারাসাত প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: পোস্টপোল ভায়লেন্স ঠেকাতে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিল জেলা প্রশাসন। বুধবার সকালে বারাসাতে জেলাশাসকের দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন জেলাশাসক শিল্পা গৌরিসারিয়া। জেলাশাসক ছাড়াও এদিনের বৈঠকে ছিলেন বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার, বনগাঁর পুলিশ সুপার, বসিরহাট পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ব্যারাকপুর ও বিধাননগর কমিশনারেটের সিপি'রা। এদিন জেলাশাসক জানিয়ে দেন, 'ভোট পরবর্তী হিংসা কোনওরকম বরদাস্ত করা হবে না। আনন্দ করুন, কিন্তু আপনার আনন্দ কারও ক্ষতির কারণ না হয় সেটা দেখবেন। এরকম কোনও ঘটনা ঘটলে কোনও রং দেখা হবে না। কঠোর নির্দেশ আছে। তাঁদের গ্রেপ্তার করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও পুলিশের পাশাপাশি আধা সামরিক বাহিনীও রয়েছে। তারা রাস্তায় টহল দিচ্ছে। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' জানা গেছে, ভোট পরবর্তী হিংসায় বারাসাত পুলিশ জেলায় ৭টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১০ জনকে। তেমন বড় কোনও ঘটনা নেই বলেই জানিয়েছেন বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার। বসিরহাটে ৯টি এফআইআর হয়েছে, গ্রেপ্তার হয়েছে ৬ জনকে। সীমান্ত এলাকার দিকে বেশি নজর দেওয়া হয়েছে। বনগাঁ পুলিশ জেলায় এই পর্যন্ত ১২টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়াও আটক করা হয়েছে ৭৭ জনকে। বিপজ্জনক এলাকা বলে ৭৪টি এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্যারাকপুর কমিশনারেটে এই পর্যন্ত ৭টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৭ জনকে এবং আটক করা হয়েছে ৭ জনকে। বিধাননগর কমিশনারেটে ইতিমধ্যেই ৬টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১১ জনকে। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ানোর জন্য ৭৩ জনকে আটক করা হয়েছে বলে এদিন সাংবাদিক বৈঠকে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়।

কাঁকসায় ব্লক তৃণমূলের প্রধান কার্যালয় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ

পুলিশে অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয় বিজেপি। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিশৃঙ্খলা অশান্তি এবং হিংসার ঘটনা সামনে আসে। সেইমতো এবার কাঁকসা ব্লকের ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয়ে ভাঙচুর করার পাশাপাশি কার্যালয় দখল করার অভিযোগ এবং অগ্নিসংযোগ করার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার গভীর রাতে দরজার তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে সমস্ত জরুরি নথিপত্র এবং দলীয় পতাকা ও অন্যান্য সামগ্রী বাইরে বের করে পুড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি কার্যালয়ে রাখা টিভি এবং অন্যান্য সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়াও দলীয় কার্যালয়ের বাইরে দলীয় প্রতীকে কাদা লেপে দলীয় কার্যালয়ের উপর বিজেপির ঝান্ডা লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। বুধবার সকালে কাঁকসা ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি নব কুমার সামন্ত, জেলার সাধারণ সম্পাদক দেবদাস বক্সী ও জেলা নেতৃত্ব দলীয় কার্যালয় খুলতে এসে বিষয়টি জানতেপারেন। এরপরেই কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হলে। ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক দেবদাস বক্সী জানিয়েছেন, 'বিজেপি রাজ্যে জয়ী হয়েছে। মানুষ রায় দিয়েছে সেটা মেনে নিতে হবে। কিন্তু সেই জয়ের পর কিছু উৎশৃঙ্খল যুবক এলাকা জুড়ে তাণ্ডব চালিয়ে বেড়াচ্ছে। কোথাও বাড়ি ভাঙচুর, আবার কোথাও দলীয় কর্মীদের ওপর হামলা চালানোর পাশাপাশি দলীয় কার্যালয় দখল করে নিচ্ছে।' তিনি বলেন, 'মুসলিমদের কাছে দলীয় কার্যালয় যেমন মসজিদ, হিন্দুদের কাছেও সেটা মন্দির। দলীয় কার্যালয় কারোর সম্পত্তি না। কিন্তু কোনও কিছু না ভেবেই দলীয় কার্যালয় গুলির উপর হামলা চালানো হচ্ছে।' যদিও এই বিষয়ে বিজেপি নেতা রোহিত শর্মা জানিয়েছেন, 'দলের কড়া নির্দেশ রয়েছে বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে কেউ যদি কোনও অন্যায় কাজ করে, তার বিরুদ্ধে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নেবে। তবে যে সমস্ত জায়গা থেকে তৃণমূলের বা অন্যান্য দলের দলীয় কার্যালয় দখলের খবর আসছে সেগুলি বিজেপির কোনও কর্মী এই কাজ করতে পারে না। কিছু মানুষ হঠাৎ করে গেরুয়া আবির মেখে বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে এই সমস্ত কাজ করছে। প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে ঠিকই, তবে তারা সবাইকে সাথে নিয়ে রাজ্যে শাসন চালাবে এবং রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করবে।'

পালাবদলের পরও রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসা!

শান্তিরক্ষার বার্তা ফুরফুরা শরিফের পীর সাহেবদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: 'রাজ্যে পালা বদলের পর বিভিন্ন জেলায় ভোট পরবর্তী হিংসা ও অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও ভয়ঙ্কর। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই রাজ্যে যেটা অনভিপ্রেত। অবিলম্বে এই অশান্তি বন্ধ করে শান্তির আবরণ ফিরিয়ে আনতে হবে।' আবেদন করেছেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা ইমরান সিদ্দিকী, পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী, পীরজাদা শাহিম সিদ্দিকী, পীরজাদা মেহরাব সিদ্দিকী, পীরজাদা সওবান সিদ্দিকী। পীরজাদাগণ বলেছেন, 'গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হার জিত আছে, সেটা নিয়ে প্রতিহিংসার রাজনীতি করা অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক। এই ক্ষেত্রে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বরা আশ্বাস দিলেও, সেই অশান্তি কমেনি। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।' পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকী, পীরজাদা তামিম সিদ্দিকী, পীরজাদা মুজাহিদ সিদ্দিকী, পীরজাদা মিনহাজ সিদ্দিকী, পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা মোসফেকিন সিদ্দিকী ও পীরজাদা হোজায়ফা সিদ্দিকী-সহ অসংখ্য পীরসাহেব এই হিংসামুক্ত পরিবেশের বিরুদ্ধে সরব হয়ে শান্তি রক্ষা করতে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, 'বহু জেলায় মুসলমানরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। তারপরও পবিত্র মসজিদ ও খানকাহ ও ঈদগাহ ময়দানগুলোতে ভাঙচুর করা হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরাও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।' এই ভয়াবহ হিংসা ও অশান্তি বন্ধ করে শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে আবেদন করেছেন সীতাপুর, ধসা, পীরনগর ও প্রতাপপুর দরবার শরীফ-সহ একাধিক ধর্মীয়স্থান। রাজ্যের অতীত ঐতিহ্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে সকলেই আবেদন করেছেন।

গাইঘাটায় তৃণমূল কার্যালয় দখলমুক্ত করলেন সুব্রত ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: তৃণমূল পার্টি অফিস নিজের হাতে দখলমুক্ত করলেন গাইঘাটার বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর। পাশাপাশি তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানকে আশ্বাস দিলেন কোনও অসুবিধা হলে সরাসরি তাঁকে জানাতে। কোনও ভাবেই মানুষের পরিষেবা ব্যাহত করা যাবে না।

উল্লেখ্য, রাজ্যে ফল ঘোষণার পর দেখা গিয়েছিল বিজেপির পতাকা হাতে গেরুয়া আবির মেখে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা বিধানসভার একাধিক তৃণমূলের পার্টি অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দখল নেওয়া হয়। সেই খবর পেয়ে বুধবার পথে নামেন গাইঘাটার বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর। এদিন তিনি ঠাকুরনগরে রেল পার্কিং এবং চিকনপাড়ায় ও গাইঘাটাতে তৃণমূল পার্টি অফিসের তালা খুলে নিজের হাতে তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকে বিজেপির পতাকা খুলে দেন। পাশাপাশি ইছাপুর দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে দেখা করেন। সুব্রত ঠাকুর জানান, 'হঠাৎ করে বিজেপি হওয়া কিছু লোক বিভিন্ন জায়গায় পার্টি অফিস ভাঙচুর, দখল করা এবং অশান্তি করছে। এটা বিজেপির আদর্শ নয়। যদি কেউ এ কাজ করে তাহলে পুলিশ কঠোর হাতে ব্যবস্থা নেবে।' এই বিষয়ে গাইঘাটার পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী নরোত্তম বিশ্বাস বলেন, 'বিভিন্ন জায়গায় যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে, এটা গাইঘাটার সংস্কৃতি না। তারা ক্ষমতায় এসেছে, তাদের আরও সহিষ্ণু হাতে হবে। সুব্রত ঠাকুর যে কাজ করেছে তা প্রশংসার যোগ্য।'

অরূপ, স্বপন, রবীন্দ্রনাথের হার

রাজনৈতিক মানত পূরণে তিনটি পাঁঠা পুজো দিলেন তৃণমূলের তপন চ্যাটার্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভোটের ফল প্রকাশের পরেই তিনটি ছাগল নিয়ে জামালপুরের বুড়োরাজ মন্দিরে হাজির হন তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর অনুগামীরা। তিনটি ছাগলের গলায় ঝোলানো ছিল তিন নেতার নাম অরূপ বিশ্বাস, স্বপন দেবনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। নাকি আগে করা মানত পূরণ করতেই এদিন তাঁর এই মন্দিরে আগমন।

তপন চট্টোপাধ্যায় জানান, তৃণমূলের তিন হেভিওয়েট প্রার্থী পরাজিত হলে তিনি বুড়োরাজের কাছে পাঁঠা দিয়ে পুজো দেওয়ার মানত করেছিলেন। শুধু তিন প্রার্থীর পরাজয়ই নয়, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও পরিবর্তন এসেছে। তাই ফল ঘোষণার পরই সেই মানত পূরণ করতে তিনি মন্দিরে আসেন। মন্দির প্রাঙ্গণে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বুধবার তপন চট্টোপাধ্যায় আরও জানান, তৃণমূল দলকে শেষ করার পিছনে এই তিন নেতারই ভূমিকা রয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগসাজশ করেই দলকে দুর্বল করা হয়েছে।' তাঁর কথায়, 'দলটি উচ্ছন্নে চলে যাক, দল হারুক, এমনই মানত করেছিলাম।' এদিন তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না। তবে কোন দলে তিনি যোগ দেবেন, সে বিষয়ে এখনই স্পষ্ট করে কিছু বলতে চাননি। অন্যদিকে, জামালপুরের বুড়োরাজ মন্দিরের সেবাইতদের বক্তব্য, রাজনৈতিক মানত পূরণে এভাবে পাঁঠা নিয়ে মন্দিরে আসার ঘটনা তাঁদের কাছে একেবারেই নতুন। এমন দৃশ্য এর আগে তাঁরা কখনও দেখেননি। ভোট-পরবর্তী রাজনৈতিক উত্তাপের মধ্যেই তপন চট্টোপাধ্যায়ের এই পদক্ষেপ এবং তাঁর মন্তব্য নতুন করে পূর্বস্থলীর রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চার জন্ম দিয়েছে। অন্যদিকে বাংলায় যে সব জেলায় তৃণমূলের মধ্যে নেতারা বিক্ষুব্ধ ছিল সেই বিষয়টাও কিন্তু এই ঘটনা থেকেই প্রকাশ পেয়েছে।

জয়লাভের পর ঘাটালবাসীদের মিষ্টিমুখ করালেন শীতল কপাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: ঘাটাল বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী শীতল কপাট জয়লাভ করার পর এলাকাজুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে। জয়ের আনন্দ ভাগ করে নিতে তিনি ঘাটাল ব্লকের মনোহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নিজে

বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের মিষ্টিমুখ করান। বুধবার সকালে থেকেই মনোহরপুর এলাকায় উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যায়। বিজয়ী প্রার্থী শীতল কপাট সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি জানান, এই জয় ঘাটালবাসীর জয় এবং এলাকার উন্নয়নের জন্য তিনি সর্বদা কাজ করে যাবেন। স্থানীয় বাসিন্দারাও তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে কাছে পেয়ে খুশি হন এবং আগামী দিনে এলাকার উন্নয়নের আশা ব্যক্ত করেন। পুরো ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়।

সভাধিপতির কাজে ফিরলেন অশোকনগরের নারায়ণ গোস্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: সভাধিপতির কাজে ফিরলেন বিধানসভা ভোট পরাজিত অশোকনগরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নারায়ণ গোস্বামী। তিনি সেখানকার বিধায়ক থাকার পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতিও ছিলেন। সোমবার নির্বাচন মিটে যাওয়ার পর বুধবার সকালে নারায়ণ গোস্বামী জেলা পরিষদে গিয়ে কাজে যোগ দেন। সেখানে দীর্ঘক্ষণ কাজ করে বাড়ি ফিরে যান। এদিন তিনি জেলা পরিষদে কাজে আসা বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের সমস্যা শোনেন। তার পরাজয় সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি বিধায়ক হিসেবে আমার সর্বস্ব দিয়ে অশোকনগরের মানুষের সেবা করেছি। অশোকনগরের মানুষের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছি। নির্বাচনে মানুষ যা রায় দিয়েছে তা আমি মাথা পেতে নিয়েছি। রাজ্য জুড়ে যারা জয়ী হয়েছেন তাদের সকলের জন্যই আমার শুভেচ্ছা রইল। আশা করবো সবাই মানুষের জন্য কাজ করবেন, উন্নয়ন করবেন।' ইভিএম মেশিনে কারচুপির নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বিষয়টি দলের উচ্চ নেতৃত্ব দেখছেন, তারাই বিষয়টি বলতে পারবেন।' তিনি জানান, 'অশোকনগরে আমাদের বেশকিছু দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়েছে, আমাদের বেশকিছু মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। আমি শীঘ্রই অশোকনগর যাব। আক্রান্ত কর্মীদের সঙ্গে দেখা করব, তাদের পাশে থাকব। দলীয় কার্যালয়গুলি পরিদর্শন করব। এই অস্থির পরিস্থিতিতে দলীয় কর্মীদের পাশে দাঁড়ানো আমার কর্তব্য। আমি মানুষের সঙ্গে ছিলাম, আছি এবং আগামী দিনেও থাকব। দল যা নির্দেশ দেবে, আগামী দিনে সেভাবেই কাজ করে যাব।'

সরকার তৈরি করতে টিভিকে-কে শর্তসাপেক্ষে সমর্থন কংগ্রেসের

চেন্নাই, ৬ মে: তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর রাজ্যে সরকার গঠনের সমীকরণ অনিশ্চিত হয়ে ওঠায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস শর্তসাপেক্ষে পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করল তামিলগা ভেটরি কাজগম (টিভিকে)-কে। কংগ্রেস জানিয়েছে, এই জোটে কোনও সাম্প্রদায়িক বা সংবিধানবিরোধী শক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

বুধবার সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির (এআইসিসি) তামিলনাড়ুর দায়িত্বপ্রাপ্ত গিরিশ চোডাঙ্কর বলেন, রাজ্যের মানুষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও উন্নয়নমুখী সরকারের পক্ষে রায় দিয়েছে। সেই রায়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে টিভিকে নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনে সমর্থন দেওয়া হচ্ছে। তবে তিনি জানান, এই জোটে কেবলমাত্র সেই শক্তিগুলিকেই রাখা হবে যারা সংবিধান ও সামাজিক ন্যায়ের নীতিতে বিশ্বাসী। তিনি আরও বলেন, এই জোটের লক্ষ্য হবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে কামরাজের উন্নয়নমূলক শাসন, পেরিয়ারের সামাজিক ন্যায় এবং ড. বিআর আম্বেদকরের সাংবিধানিক মূল্যবোধকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বিবৃতিতে আরও দাবি করা হয়, এই রাজনৈতিক বোঝাপড়া ভবিষ্যতে স্থানীয় নির্বাচন থেকে শুরু করে লোকসভা ও রাজ্যসভা নির্বাচন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

থলপতি বিজয়ের জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় এমকে স্ট্যালিনের দল ডিএমকে-র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল কংগ্রেস। এবারের নির্বাচনে তামিলনাড়ুতে পাঁচটি আসন জিতেছে কংগ্রেস। বুধবার তামিলনাড়ুর কংগ্রেস নেতারা চেন্নাইয়ে টিভিকে-র সদর দপ্তরে গিয়ে থিবজয়ের সঙ্গে দেখা করেন। সরকার গঠনের জন্য টিভিকে-কে পূর্ণ সমর্থনের বার্তা দেন তাঁরা। টিভিকে-র সঙ্গে তাদের এই জোট শুধুমাত্র এই বারের সরকার গঠনের জন্য নয়। ভবিষ্যতে পুরসভা-পঞ্চায়েত ভোট, লোকসভা এবং রাজ্যসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তাদের এই জোট থাকবে।

উল্লেখ্য, তামিলনাড়ুতে একক দল হিসাবে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে বিজয়ের টিভিকে। জিতেছে ১০৭টি আসন। তবে সরকার গঠনের জন্য তা পর্যাপ্ত নয়। সরকার গড়তে হলে ১১৮ আসন চাই। এই অবস্থায় কংগ্রেস বিধায়কদের সমর্থনও বিজয়ের জন্য যথেষ্ট নয়। কংগ্রেসের সমর্থন পেয়ে বিজয়ের পক্ষে থাকছেন ১১২ বিধায়ক। কিন্তু সরকার গঠনের জন্য চাই আরও ৬ বিধায়কের সমর্থন। এ অবস্থায় জোটসঙ্গীর খোঁজে সিপিআই, সিপিএম এবং ভিসিকে-র মতো দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করছেন বিজয়।

জলন্ধরের পর এবার অমৃতসর, বিস্ফোরণে ফের আতঙ্ক পঞ্জাবে

অমৃতসর, ৬ মে: জলন্ধরে বিএসএফ সদর দপ্তরের বাইরে বিস্ফোরণের পর এবার অমৃতসরে বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জলন্ধরের ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর অমৃতসরের সেনা ছাউনির কাছে আরও একটি বিস্ফোরণ হয়। সেনাবাহিনী ও বিএসএফ তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে; কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

ঘটনাটি খাসা রোডে সেনা ছাউনি এলাকার সীমানা প্রাচীরের কাছে ঘটেছে। কম তীব্রতার এই বিস্ফোরণে ক্ষয়ক্ষতি তেমন হয়নি। বিস্ফোরণের সঠিক প্রকৃতি এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। অমৃতসর গ্রামীণ এসএসপি সোহেল কাসিম মীর ছাউনি এলাকার কাছে কম তীব্রতার বিস্ফোরণের শব্দ শোনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, 'মঙ্গলবার রাত প্রায় ১১টা ১৫ মিনিট নাগাদ খাসা রোডে একটি বিকট শব্দের খবর পাই, যার পর পুলিশের দল দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। আমরা দেখতে পাই যে সীমানা প্রাচীরে লাগানো একটি টিনের চাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নিচে পড়ে গেছে।'

পঞ্জাবে হিংসা একেবারেই বরদাস্ত করা হয় না, বিজেপির উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বার্তা দিলেন মন্ত্রী হরভজন সিং। পঞ্জাবে জোড়া বিস্ফোরণের ঘটনা প্রসঙ্গে পঞ্জাবের মন্ত্রী হরভজন সিং ইটিও বুধবার বলেন, 'বাংলার নির্বাচন শেষ। আমরা সবাই জানি বিজেপি সেখানে কী ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করে নির্বাচনে জিতেছে। আর এখন তারা বলছে, বাংলার পর পঞ্জাবের পালা। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তারা মনে করে বাংলায় যে ফর্মুলা ব্যবহার করেছি, পঞ্জাবেও তা ব্যবহার করবে। এই ছোট ছোট বোমা বিস্ফোরণগুলোকে ২০২৭ সালের আসন্ন পঞ্জাব নির্বাচনের জন্য বিজেপির প্রস্তুতি বলে মনে হচ্ছে। তারা মানুষকে ভয় দেখাতে চায়, হুমকি দিতে চায় এবং মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে তারা ২০২৭ সালের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। পঞ্জাব হল গুরুদের ভূমি।

এখানে হিংসা একেবারেই সহ্য করা হয় না। তাই আমি বিজেপির লোকদের এই ধরনের কাজ বন্ধ করতে বলতে চাই।'

এদিকে, পঞ্জাবে জোড়া বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেন, 'অমৃতসর ও জলন্ধরে দু'টি বিস্ফোরণ হয়েছে। এরপর পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান একটি বিবৃতি দেন, এর সঙ্গে বিজেপি জড়িত। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নির্দেশে কোনও তদন্ত রিপোর্ট ছাড়াই রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য ভগবন্ত মানের দেওয়া বিবৃতিটি নিন্দনীয়। পঞ্জাবের পুলিশ মহাপরিচালক গৌরব যাদব একটি বিবৃতি দিয়েছেন, যেখানে বলা হয়েছে, 'আমি আপনাদের জানাতে চাই, আইএসআই-এর একটি প্রচেষ্টা চলছে। আইএসআই একটি মিথ্যা আখ্যান তৈরি করছে এবং তারা দেখানোর চেষ্টা করছে যে পঞ্জাব অশান্ত।' পাকিস্তান ও আইএসআই সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে পঞ্জাব ও জম্মু কাশ্মীরে বারবার এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করেছে। আম আদমি পার্টির এই বিবৃতিটি ইন্ডি জোটের হতাশার চরম প্রকাশ।'

আজ বিহারে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ

পাটনা, ৬ মে: বিহারের নতুন মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরির নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ আজ। নতুন মন্ত্রীদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন, জেডি(ইউ) প্রধান তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার প্রমুখ। পাটনার গান্ধি ময়দানে হবে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। সাজিয়ে তোলা হচ্ছে পাটনার গান্ধি ময়দান। এই অনুষ্ঠানের কথা মাথায় রেখে গান্ধি ময়দানে জনসাধারণের প্রবেশ সীমিত করা হয়েছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

তামিলনাড়ুতে সরকার তৈরির দাবি পেশ বিজয়ের

কেরলমে সরকার গঠনের প্রস্তুতি তুঙ্গে, জোর প্রস্তুতি পুদুচেরিতেও

তিরুবনন্তপুরম, ৬ মে: তামিলনাড়ু ও কেরলমে সরকার গঠনের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে, জোরদার প্রস্তুতি চলছে পুদুচেরিতেও। তামিলনাড়ুতে ইতিমধ্যেই সরকার গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে চিত্রতারকা তথা রাজনীতিবিদ বিজয়ের দল টিভিকে। দলের অভূতপূর্ব জয়ের পর নবনির্বাচিত বিধায়করা বিজয়কে তাঁদের দলনেতা নির্বাচিত করেছেন। বিজয়ই যে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন, তা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

বুধবারই রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে সরকার গঠনের দাবি জানিয়েছেন বিজয়। অন্য দিকে, তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল রাজেন্দ্র আরলেকের ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে এমকে স্ট্যালিনের ইস্তফা গ্রহণ করেছেন।

কেরলমে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ জোট। সেখানেও সরকার গঠনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। ১৪০ আসনের কেরলম বিধানসভায় ইউডিএফ জিতেছে ১০২টিতে।

কংগ্রেস একাই ৬৩ আসনে জিতেছে। আবার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে বিধানসভা নির্বাচনে এবারও জিতেছে এনডিএ। সেখানেও সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া এবং সহ-পর্যবেক্ষক নির্মলকুমার সুরানার উপস্থিতিতে বিজেপি কার্যালয়ে ইতিমধ্যেই বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠকে বিজেপি পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচিত করা হয় এ নামাসিভায়মকে।

ময়দান

আইপিএল ২০২৬: ভেন্যু ঘোষণা হল প্লে-অফের

নয়াদিল্লি, ৬ মে: ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ড বুধবার ২৬ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের প্লে-অফের ভেন্যু ঘোষণা করেছে। লিগ পর্বের ৭০টি ম্যাচের পর পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ দুই দলের মধ্যে প্রথম বাছাইপর্বের ম্যাচটি ধর্মশালার এইচপিসিএ স্টেডিয়ামে হবে। নিউ চণ্ডীগড়ের নিউ ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ২৭ মে এলিমিনেটর অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে স্থানাধিকারী তৃতীয় ও চতুর্থ দল মুখোমুখি হবে। একই ভেন্যুতে ২৯ মে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারও অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে কোয়ালিফায়ার ১-এর পরাজিত দল এলিমিনেটরের বিজয়ী দলের মুখোমুখি হবে। ফাইনালটি ৩১ মে আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।

কিছু পরিচালনগত ও লজিস্টিক বিবেচনার কারণে এই মরসুমে আইপিএলের প্লে-অফ তিনটি ভিন্ন ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে। ফাইনাল হবে আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে। একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিসিআই একথা জানিয়েছে।

আইপিএল ২০২৬ প্লে-অফ সময়সূচী

কোয়ালিফায়ার ১- ২৬ মে
এইচপিসিএ স্টেডিয়াম, ধর্মশালা

এলিমিনেটর- ২৭ মে
নিউ ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম, নিউ চণ্ডীগড়

কোয়ালিফায়ার ২- ২৯ মে
নিউ ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম, নিউ চণ্ডীগড়

ফাইনাল- ৩১ মে
নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম, আমদাবাদ

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে আর্সেনাল

লন্ডন, ৬ মে: দীর্ঘ ২০ বছর অপেক্ষার পর ইউরোপ সেরার মঞ্চ ফাইনালের দেখা পেল আর্সেনাল। অন্যদিকে ১০ বছর পরও ফাইনালে জায়গা হল না অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের।

মঙ্গলবার (৫ মে) রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে অ্যাতলেতিকোর বিপক্ষে ১-০ ব্যবধানে জয়ের পর দুই লেগ মিলিয়ে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে ফাইনাল নিশ্চিত করে আর্সেনাল। বিরতির ঠিক আগে সাকার গোলই নির্ধারণ করে দেয় ম্যাচের ফলাফল।

দীর্ঘ ২০ বছর পর ইউরোপের শীর্ষ ক্লাব প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠল আর্সেনাল। সর্বশেষ ২০০৬ সালে তারা ফাইনালে খেলেছিল বার্সেলোনার সঙ্গে। সেবার তারা হেরে যায়। এবার ইতিহাস গড়ার সামনে তারা।

ফাইনালে আর্সেনালের প্রতিপক্ষ হবে পিএসজি ও বায়ার্ন মিউনিখের মধ্যেকার সেমিফাইনালের বিজয়ী। প্রথম লেগে ৫-৪ ব্যবধানে জয় পেয়েছে পিএসজি।

'ইন্ডি জোট এবার শেষ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে'

নয়াদিল্লি, ৬ মে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের ইন্ডি জোটের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। বুধবার সম্বিত বলেন, 'রাহুল গান্ধি, অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবাই এখন একজোট হয়েছেন। রাহুল গান্ধি টুইট করেছেন, ভোট চুরি এবং আসন চুরি তো হতই, কিন্তু পুরো সরকারটাই চুরি হয়ে গেছে। রাহুল গান্ধি বলছেন, হরিয়ানায় অনুপ্রবেশকারীদের সরকার বসেছে। রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশিদের পাশে দাঁড়িয়ে নির্বাচিত সরকারকে অনুপ্রবেশকারী বলছেন। রাহুল গান্ধি, যখন নির্বাচন চলছে, তখন আপনি ছুটিতে আন্দামান নিকোবরে গিয়ে চিনের নির্দেশে তাদের হয়ে অপপ্রচার চালান। রাহুল গান্ধি, আপনি একজন অযোগ্য নেতা। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইন্ডি জোট ধ্বংস হতে চলেছে। এর দায়ভার রাহুল গান্ধির মাথায়ই পড়তে চলেছে।'

'স্বস্থ ভারত' পোর্টাল চালু, এক প্ল্যাটফর্মেই সব স্বাস্থ্য পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ৬ মে: দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ডিজিটালভাবে আরও শক্তিশালী করতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক 'স্বস্থ ভারত' পোর্টাল চালু করেছে। ১০ম ন্যাশনাল সামিট অন ইনোভেশন অ্যান্ড ইনক্লুসিভিটির মঞ্চ থেকে এই পোর্টালের সূচনা করা হয়। এটি আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনের অধীনে তৈরি এবং 'আভা' আইডির সঙ্গে যুক্ত থেকে রোগীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যের নিরাপদ আদান-প্রদান নিশ্চিত করবে। বুধবার মন্ত্রকের মতে জানা গেছে, এই পোর্টাল বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচির বিচ্ছিন্ন সিস্টেমকে একত্রিত করে একটি একক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসবে। এতদিন একাধিক অ্যাপ ও পোর্টাল আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করায় ডেটা পুনরাবৃত্তি এবং সময় নষ্ট হচ্ছিল। এখন এক জায়গায় ডেটা এন্ট্রি করা যাবে, একাধিক লগইনের প্রয়োজনও থাকবে না এবং রিপোর্টিং ও মনিটরিং আরও সহজ হবে। এই উদ্যোগের ফলে আশা কর্মী, এএনএম, সিএইচও এবং মেডিক্যাল অফিসারদের আর একাধিক সিস্টেমে কাজ করতে হবে না। একটি প্ল্যাটফর্ম থেকেই সব কাজ সম্পন্ন করা যাবে, ফলে সময় ও শ্রম দুটোই সাশ্রয় হবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দাবি, এর ফলে পরিকাঠামোগত খরচ ২০-৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমবে, ডেটা এন্ট্রি ও কর্মী পুনরাবৃত্তি ২০-৪০ শতাংশ হ্রাস পাবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের গতি বাড়বে। ডিজিটাল হেলথ সিস্টেমকে একীভূত করার পথে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছে মন্ত্রক।

অবনমন: ফেডারেশনকে চিঠি দিল মহামেডান

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেতন সমস্যায় জর্জরিত মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবলাররা বয়কট করেছিলেন অনুশীলন। ১ মে ক্লাবের মাঠে কোচ মেহরাজুদ্দিন ওয়াডু সহ বাকি সাপোর্ট স্টাফরা এলেও আসেননি ফুটবলাররা। সোমবার থেকে বেতন দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হতেই মঙ্গলবার অনুশীলন শুরু করেছেন মহামেডান ফুটবলাররা। তবে ক্লাব সূত্রের খবর, এবার ফেডারেশনের কাছে এক আর্জি জানাবে মহামেডান। এবার আইএসএল সংক্ষিপ্ত মরশুমের। এই ফর্ম্যাটের লিগের অবনমন চালু করা অন্যায় এবং খেলাধুলার ন্যায্যতার বিরুদ্ধে বলে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠি পাঠিয়েছে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এই চিঠিতে ৭ দিনের মধ্যে অবনমন স্থগিত এবং জরুরি এক্সিকিউটিভ কমিটির বৈঠক ডাকার দাবি জানানো হয়েছে বলে ক্লাব সূত্রের খবর। যদি এআইএফএফ কোনও পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে মহামেডান আইনি পদক্ষেপ নেবে বলে জানিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। এদিকে মঙ্গলবার অনেক নাটকীয়তা পেরিয়ে অনুশীলনে নামল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবলাররা। বেতন বকেয়া থাকায় গত ১ মে অনুশীলন বয়কট করেছিলেন হীরা-অ্যাডিসনরা। স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচের পর মঙ্গলবারই প্রথম অনুশীলনে নামে সাদা-কালো ব্রিগেড। সোমবার থেকেই কিছু কিছু করে বেতন পেতে শুরু করেছিলেন ফুটবলাররা। মঙ্গলবার থেকে অনুশীলনে নামার কথা থাকলেও সেখানেও বেঁকে বসেন কয়েকজন ফুটবলার। বিকেল চারটে থেকে ক্লাবের ভিতরে চলে রুদ্ধদ্বার বৈঠক। ছিলেন ফুটবলার, কোচিং স্টাফ এবং ক্লাবকর্তা বেলাল আহমেদ খান। আলাদা করে বৈঠক করেন ফুটবলাররাও। ক্লাব সূত্রের খবর, প্রায় ১২-১৩ জন ফুটবলারের মে মাস পর্যন্ত বেতন মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। পদম ছেত্রী, গৌরব বোরা, জসিম, মাকান ছোটের মতো বেশ কয়েকজন ফুটবলারদের এখনও এপ্রিল মাস থেকে বেতন বকেয়া রয়েছে। ফলে তারাই বেঁকে বসেন অনুশীলনে নামবেন না। এমনকি সঙ্গে করে জার্সি, কিটও আনেননি তারা। সূত্রের খবর, গৌরব, পদমরা অনুশীলনে না নামলে ক্লাবের পক্ষ থেকে কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার হত। ক্লাব তাদের শোকজ করতে পারে বলে জানা যায়।

এরপরই ফুটবলাররা হোটেল থেকে জার্সি ও কিট নিয়ে এসে মাঠে নামেন। এই মরশুমের বেতন নিয়ে তো সমস্যা রয়েছেই, পাশাপাশি আগের ইনভেস্টর শ্রাচী স্পোর্টস থাকাকালীন বকেয়া বেতনও মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

সিবিএফসি-র নতুন চেয়ারম্যান শশী শেখর

নয়াদিল্লি, ৬ মে: কেন্দ্রীয় সরকার শশী শেখর ভেম্পতিকে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (সিবিএফসি) বা কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র শংসাপত্র পর্ষদের নতুন চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করেছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিনি আগামী তিন বছর এই পদের দায়িত্ব সামলাবেন। প্রসূন জোশীর স্থলাভিষিক্ত হলেন শশী শেখর ভেম্পতি। উল্লেখ্য, প্রসূন জোশীকে সম্প্রতি প্রসার ভারতীর চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়েছে, যার ফলে তিনি সিবিএফসি-র প্রধানের পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন।

শশী শেখর ভেম্পতি সংবাদমাধ্যম, সম্প্রচার এবং গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক ব্যক্তিত্ব। এর আগে তিনি প্রসার ভারতীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবেও অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। সাধারণভাবে 'সেন্সর বোর্ড' নামে পরিচিত এই সংস্থাটি ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান।

১৯৫২ সালের চলচ্চিত্র আইন অনুযায়ী, ভারতে চলচ্চিত্র, বিজ্ঞাপন এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠানের প্রকাশ্য প্রদর্শনের জন্য এই পর্ষদই শংসাপত্র প্রদান করে থাকে।

অর্থাৎ, দেশের মাটিতে কোনো চলচ্চিত্র কোন বিভাগে মুক্তি পাবে, তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় এই সংস্থা।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-২-২০২৬-২৭ তারিখঃ ০৪.০৫.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং. ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-২-২০২৬-২৭; কাজের নাম ঃ** ''শিয়ালদহ ডিভিশনের এসএসই/টিআর-ডি/বারাসাত-এর এখতিয়ারভুক্ত বারাসাত-বনগাঁ শাখার বিআর. নং. ৩৪টি (আপ লাইন), বনগাঁ-পেট্রাপোল শাখার বিআর নং. ৭৬টি, বারাসাত-বনগাঁ শাখার বিআর নং. ৩৪টি (ডাউন লাইন) এবং বনগাঁ-পেট্রাপোল শাখার বিআর নং. ৭৭টি-এর রি-গার্ডারিং'' সংক্রান্ত ২৫ কেভি ওএইচই ও সংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিক কাজের ডিজাইন, ড্রয়িং, সরবরাহ ও স্থাপন এবং ক্ষতিগ্রস্ত ওএইচই-তে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹ ৫৭,৭৮,১৭২.০০; **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ১,১৫,৬০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার মেয়াদ ঃ** এলওএ জারি করার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ** ০২.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায়। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে জারি করা সংশোধনীর বিশদ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে।
SDAH-27/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

ভোটে হার, ক্রিকেটে জয়!

শিবশঙ্করের কাঁধে এবার ভারতের ভবিষ্যৎ পেসারদের দায়িত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের জাতীয় দলে খেলার সুযোগ না পেলেও ঘরোয়া বাংলার ক্রিকেটে নিজের ছাপ রেখে গিয়েছেন শিবশঙ্কর পাল। একাধিকবার জাতীয় দলের ডাক পেলেও শেষ পর্যন্ত দেশের জার্সি গায়ে চাপানোর সুযোগ না পাওয়াটা তাঁর কেরিয়ারের আক্ষেপ হয়ে রয়েছে। তবুও দেশের বহু নামী ক্রিকেটারের সঙ্গে একই দলে খেলার অভিজ্ঞতা তাঁর ঝুলিতে আছে। বিশেষ করে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির মতো কিংবদন্তির সঙ্গে খেলার স্মৃতি তাঁর কাছে গর্বের বিষয়। ক্রিকেট জীবন শেষ হওয়ার পর তিনি কোচিংয়ে মন দেন এবং নতুনভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা শুরু করেন। অবসর নেওয়ার পর ধীরে ধীরে কোচিংয়ের জগতে নিজের জায়গা করে নেন শিবশঙ্কর। বাংলা দলের সহকারী কোচ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। সেই অভিজ্ঞতার জোরেই এবার বড় দায়িত্ব পেলেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা দেশের অনূর্ধ্ব ষোলো পেসারদের জন্য একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছে। রাজস্থানের জয়পুরে অনুষ্ঠিত হবে এই শিবির। সেখানে কোচ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শিবশঙ্কর পালকে। এই নিয়োগের খবর তাঁকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন জাতীয় ক্রিকেট একাডেমির প্রধান কোচ ভি ভি এস লক্ষ্মণ। এই সুযোগকে নিজের কেরিয়ারের নতুন অধ্যায় হিসেবে দেখছেন শিবশঙ্কর। তাঁর কথায়, এগারো মে থেকে ছয় জুন পর্যন্ত চলবে এই শিবির এবং তার জন্য দশ মে তাঁকে জয়পুরে পৌঁছতে হবে। তরুণ পেসারদের নিয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়ে তিনি যথেষ্ট আনন্দিত। তাঁর অভিজ্ঞতা আগামী দিনের ক্রিকেটারদের গড়ে তুলতে সাহায্য করবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ক্রিকেটের পাশাপাশি জীবনের আরেকটি অধ্যায়েও পা রেখেছিলেন তিনি। যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেস দলে এবং নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবেও দাঁড়ান। নিজের জন্মভূমি তুফানগঞ্জ থেকেই তাঁকে প্রার্থী করা হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক লড়াইয়ে জয় আসেনি। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কাছে পরাজিত হতে হয় তাঁকে। তবে এই হার তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে পড়ে থাকতে চান না তিনি। বরং তুফানগঞ্জের মানুষের জন্য কাজ চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাই প্রকাশ করেছেন। প্রচারের সময় একটি ঘটনা তাঁকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। এক বিশেষভাবে সক্ষম যুবক শারীরিক সমস্যার কারণে ভোট দিতে যেতে পারছিল না। বিষয়টি জানতে পেরে নিজেই উদ্যোগ নেন শিবশঙ্কর। তাঁর চেষ্টাতেই সেই যুবক হুইলচেয়ারে করে ভোট দিতে সক্ষম হয়। এই ছোট ছোট মানবিক মুহূর্তগুলোকেই জীবনের বড় প্রাপ্তি বলে মনে করেন শিবশঙ্কর পাল। ক্রিকেট হোক বা সমাজ, দুই ক্ষেত্রেই নিজের সেরাটা দেওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন তিনি।

গ্যালারির উল্লাসের পেছনে থাকে ময়দানের ‘অচেনা হিরো’দের লড়াই! চেনেন তাঁদের?

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার ময়দান; শুধু একটা খেলার জায়গা নয়, এটা এক গভীর আবেগ, এক ঐতিহ্য, এক ইতিহাসের ধারক। এখানেই জন্ম নেয় নায়ক, গড়ে ওঠে কিংবদন্তি, আর লিখিত হয় অসংখ্য জয়ের গল্প। কিন্তু এই আলো-ঝলমলে সাফল্যের আড়ালে থেকে যান কিছু মানুষ, যাঁদের কথা আমরা প্রায় ভুলেই যাই। অথচ তাঁদের অবদান ছাড়া এই ফুটবল সংস্কৃতি কখনও পূর্ণতা পেত না। তাঁরা হলেন গ্রাউন্ডসম্যান, বলবয়, কেয়ারটেকার; ময়দানের সেই ‘অচেনা হিরো’, যাঁরা নীরবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে চলেন।

ভোরের আলো ফোটার আগেই দিন শুরু হয় কালিঘাট ক্লাবের গ্রাউন্ডসম্যান শম্ভু দাসের। প্রায় ১৫ বছর ধরে তিনি এই মাঠের সঙ্গে যুক্ত। প্রতিদিনের মতোই তিনি হাতে নেন ঝাঁটা, জল দেওয়ার পাইপ, আর মাটি সমান করার যন্ত্র। তাঁর পরিশ্রমে তৈরি হয় সেই সবুজ কার্পেট, যেখানে নামেন বড় বড় ফুটবলাররা। দর্শকেরা যখন গ্যালারিতে বসে উত্তেজনায় গলা ফাটান, তখন কেউই ভাবেন না; এই নিখুঁত মাঠ তৈরির পেছনে কতটা পরিশ্রম লুকিয়ে আছে।

শম্ভু দাসের কথায়, তআমাদের কাজটা চোখে পড়ে না। সবাই শুধু খেলা দেখে, প্লেয়ারদের দেখে। কিন্তু মাঠ যদি ঠিক না থাকে, তাহলে তো খেলাই হবে না। বৃষ্টি হলে অনেক সময় সারারাত জেগে মাঠ ঠিক করতে হয়।দ তাঁর কণ্ঠে ক্লান্তির ছাপ থাকলেও, তাতে মিশে থাকে এক অদ্ভুত তৃপ্তি। কারণ, তিনি জানেন; তাঁর কাজের উপরই নির্ভর করে খেলার গতি, খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স, আর দর্শকদের আনন্দ।

শুধু শম্ভু নন, ময়দানের প্রতিটি মাঠেই এমন অসংখ্য শ্রমিক রয়েছেন, যাঁরা দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করেন। কেউ ঘাস কাটেন, কেউ লাইন টানেন, কেউ আবার ম্যাচের আগে-পরে মাঠ পরিষ্কার রাখেন। তাঁদের কাজের কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই। প্রয়োজন পড়লে গভীর রাতেও মাঠে থাকতে হয়। তবুও তাঁরা কাজ ছাড়েন না, কারণ ফুটবল তাঁদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকে ছোট্ট সায়ন। বয়স মাত্র ১৪। সে একজন বলবয়। খেলার সময় বল মাঠের বাইরে চলে গেলে সে ছুটে গিয়ে তা তুলে এনে দ্রুত খেলায় ফিরিয়ে দেয়। বাইরে থেকে এই কাজ সহজ মনে হলেও, ম্যাচের উত্তেজনার মধ্যে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তৎপর থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সায়নের চোখে স্বপ্ন ঝলমল করে। সে বলে, তআমি ছোট থেকেই এখানে খেলা দেখতে আসতাম। এখন বলবয় হিসেবে থাকতে পারছি, এটা আমার কাছে খুব বড় ব্যাপার। আমি একদিন ফুটবলার হতে চাই।দ তার কণ্ঠে লাজুক আত্মবিশ্বাস, কিন্তু সেই স্বপ্নই তাকে প্রতিদিন নতুন করে অনুপ্রাণিত করে।

বলবয়দের ভূমিকা অনেক সময়ই অবমূল্যায়িত হয়। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বল দ্রুত খেলায় ফেরানো মানে খেলার গতি বজায় রাখা, যা অনেক সময় ম্যাচের ফলাফলও বদলে দিতে পারে। তাই তাঁদের কাজও সমান গুরুত্বপূর্ণ, যদিও তা চোখে পড়ে না।

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের মতো বড় ম্যাচের দিন ময়দানের চেহারাই বদলে যায়। গ্যালারিতে হাজার হাজার দর্শকের ঢল নামে, ঢাকের শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে চারপাশ। সেই উত্তেজনার মাঝেই শম্ভু, সায়নদের মতো মানুষরা নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজেদের কাজ করে যান। তাঁদের কোনও স্পটলাইট নেই, নেই কোনও করতালি। তবুও তাঁদের দায়িত্বে কোনও ফাঁক থাকে না।

তবে এই মানুষগুলোর জীবন মোটেই সহজ নয়। শম্ভু দাসের মতো অনেক গ্রাউন্ডসম্যানই সীমিত বেতনে সংসার চালান। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, আর্থিক টানাপোড়েন; সবকিছু সত্ত্বেও তাঁরা কাজ করে যান। কারণ, ফুটবল তাঁদের কাছে শুধু পেশা নয়, এটা তাঁদের ভালোবাসা, তাঁদের অস্তিত্বের অংশ।

সায়নের ক্ষেত্রেও চ্যালেঞ্জ কম নয়। পড়াশোনার পাশাপাশি এই দায়িত্ব পালন করা, আর নিজের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখা; সবকিছুই তার কাছে এক কঠিন লড়াই। কিন্তু তবুও সে থামে না। কারণ, সে বিশ্বাস করে; একদিন হয়তো সেও এই মাঠে খেলবে, গ্যালারির উল্লাস তার জন্যই ধ্বনিত হবে।

ম্যাচ শেষ হলে আলো নিভে যায়, দর্শকেরা বাড়ি ফিরে যান। কিন্তু তখনও কাজ শেষ হয় না এই মানুষগুলোর। মাঠ পরিষ্কার করা, পরের দিনের প্রস্তুতি নেওয়া; সবকিছুই তাঁদেরই দায়িত্ব। কোনও ক্যামেরা তখন তাঁদের খোঁজ রাখে না, কোনও সংবাদপত্রে তাঁদের নাম ওঠে না। তবুও তাঁরা থেকে যান, কারণ এটাই তাঁদের জীবন।

আসলে, ফুটবল শুধু মাঠে খেলা ২২ জন খেলোয়াড়ের গল্প নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অসংখ্য মানুষের ঘাম, পরিশ্রম আর স্বপ্ন। শম্ভু দাস বা সায়নের মতো মানুষরা সেই গল্পের নীরব নির্মাতা। তাঁদের ছাড়া ময়দানের এই আবেগ, এই উন্মাদনা কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না।

তাই, পরেরবার যখন আপনি গ্যালারিতে বসে প্রিয় দলের জয় উদযাপন করবেন, একবার ভাববেন; এই আনন্দের পেছনে কতগুলো অচেনা মুখের অবদান রয়েছে। তাঁদের সম্মান জানানোই হতে পারে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। কারণ, সত্যিটা একটাই; ময়দানের এই ‘অচেনা হিরো’দের হাত ধরেই বেঁচে থাকে কলকাতার ফুটবল।

বাংলার ফুটবলের নতুন বিস্ময়?

মুখোমুখি আরএফডিএল-এর সর্বোচ্চ গোলদাতা তানবীর দে

নদিয়ার অরনঘাটা থেকে উঠে এসে ভারতীয় ফুটবলে নতুন স্বপ্নের নাম তানবীর দে। রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগে ১৮ গোল করে জিতেছেন গোল্ডেন বুট। নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের এই তরুণ স্ট্রাইকার খেলেছেন ভারতীয় অনূর্ধ্ব-২০ দলেও। সংগ্রাম, পরিশ্রম আর সাফল্যের গল্প নিয়ে খোলামেলা আলোচনায় তানবীর দে।

প্রশ্ন ১— রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগে সর্বোচ্চ ১৮ গোল করে গোল্ডেন বুট জেতার অনুভূতি কেমন?

তানবীর দে— এই অনুভূতিটা ভাষায় প্রকাশ করা খুব কঠিন। ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখতাম বড় মঞ্চে নিজের নাম তুলে ধরার, আর আজ সেই স্বপ্নের একটা বড় অংশ পূরণ হয়েছে। গোল্ডেন বুট জেতা শুধু ব্যক্তিগত পুরস্কার নয়, এটা আমার পরিশ্রম, কোচদের বিশ্বাস, সতীর্থদের সহযোগিতা এবং পরিবারের ত্যাগের স্বীকৃতি। ১৮ গোল করতে গেলে শুধু ফিনিশিং নয়, ধারাবাহিকতা, আত্মবিশ্বাস আর মানসিক দৃঢ়তাও দরকার হয়। পুরো মরশুমে আমি চেষ্টা করেছি প্রতিটি ম্যাচে দলের জন্য অবদান রাখতে। যখন শেষ ম্যাচের পর জানলাম আমি সর্বোচ্চ গোলদাতা, তখন প্রথমেই বাবা-মায়ের কথা মনে পড়ে। তাঁদের কষ্ট না থাকলে আজ এখানে পৌঁছতে পারতাম না। এই পুরস্কার আমাকে আরও বড় লক্ষ্য দেখাচ্ছে। এখন চাই আগামী দিনে আরও ভালো খেলতে, দেশের জার্সিতে নিয়মিত সুযোগ পেতে এবং বাংলার নাম আরও উজ্জ্বল করতে।

প্রশ্ন ২— নদিয়ার অরনঘাটার মতো জায়গা থেকে উঠে এসে এই সাফল্য পাওয়ার পথটা কতটা কঠিন ছিল?

তানবীর দে— ছোট শহর বা গ্রামাঞ্চল থেকে উঠে আসা ফুটবলারদের জন্য পথটা সবসময় সহজ হয় না। বড় শহরের মতো সুযোগ-সুবিধা, আধুনিক ট্রেনিং ব্যবস্থা বা নিয়মিত প্রতিযোগিতা সবসময় পাওয়া যায় না। অরনঘাটায় ছোটবেলায় মাঠে খেলেই ফুটবলের প্রেমে পড়ি। তখন বুঝতাম না ভবিষ্যতে কী হবে, শুধু বল নিয়ে মাঠে নামতে ভালো লাগত। পরে যখন বুঝলাম ফুটবলকেই পেশা করতে চাই, তখন অনেক চ্যালেঞ্জ এসেছে। অনুশীলনের জন্য দূরে যেতে হয়েছে, পড়াশোনা সামলে সময় বের করতে হয়েছে, শারীরিক ক্লান্তি সামলাতে হয়েছে। অনেক সময় অর্থনৈতিক চাপও ছিল। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতাম, যদি কঠোর পরিশ্রম করি তাহলে সুযোগ আসবেই। আমার পরিবারও কখনও হাল ছাড়তে দেয়নি। আজ যখন মানুষ আমার নাম জানছে, তখন মনে হয় সেই কষ্টগুলোই আমাকে শক্ত করেছে। আমি চাই আমার মতো ছোট জায়গার ছেলেরা বুঝুক; স্বপ্ন দেখলে আর লড়াই করলে সাফল্য সম্ভব।

প্রশ্ন ৩— নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের হয়ে খেলে এই মরশুমে কী কী শিখলেন?

তানবীর দে— নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডে খেলা আমার ক্যারিয়ারের খুব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এখানে এসে বুঝেছি পেশাদার ফুটবলের মানসিকতা কতটা আলাদা। শুধু প্রতিভা থাকলেই হয় না, প্রতিদিন নিজেকে উন্নত করতে হয়। ক্লাবে কোচিং স্টাফ থেকে শুরু করে ফিটনেস ট্রেনার, সবাই খেলোয়াড়দের উন্নতির জন্য কাজ করেন। আমি এখানে ট্যাকটিক্যাল ডিসিপ্লিন অনেক শিখেছি; কখন প্রেস করতে হবে, কখন স্পেসে দৌড়াতে হবে, কখন বল ধরে রাখতে হবে। এছাড়া ফিনিশিং নিয়েও আলাদা কাজ হয়েছে। আগে হয়তো সুযোগ তৈরি করতাম, কিন্তু এখন বুঝি কীভাবে ঠান্ডা মাথায় গোল করতে হয়। দলের সিনিয়াররাও অনেক সাহায্য করেছেন। তারা ম্যাচের চাপ কীভাবে সামলাতে হয়, সেটাও শিখিয়েছেন। এই মরশুম আমাকে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে যে আমি বড় স্তরেও পারফর্ম করতে পারি। একই সঙ্গে বুঝিয়েছে, এখানেই থেমে গেলে চলবে না। আরও পরিশ্রম করলে ভবিষ্যতে বড় লিগে এবং জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ৪— আপনার সাফল্যের পিছনে বাবা-মা ও পরিবারের ভূমিকা কতটা?

তানবীর দে— আমার জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি আমার পরিবার। বাবা-মা না থাকলে আমি কখনও এই জায়গায় পৌঁছতে পারতাম না। ছোটবেলায় যখন অনুশীলনে যেতাম, তখন অনেক কষ্ট করে তাঁরা সব সামলেছেন। অনেক সময় নিজের প্রয়োজন বাদ দিয়ে আমার বুট, জার্সি, যাতায়াতের খরচ জুগিয়েছেন। যখন খারাপ সময় গেছে, দলে সুযোগ পাইনি বা খারাপ খেলেছি, তখনও তাঁরাই পাশে দাঁড়িয়েছেন। বাবা সবসময় বলতেন, পরিশ্রম করলে ফল একদিন আসবেই। মা মানসিকভাবে আমাকে ভীষণ শক্তি দেন। ম্যাচের আগে আশীর্বাদ করেন, খারাপ খেললে সাহস দেন। পরিবারের অন্য সদস্যরাও সবসময় উৎসাহ দিয়েছেন। অনেকেই শুধু সাফল্য দেখে, কিন্তু এর পিছনে পরিবারের ত্যাগ কেউ দেখে না। আমি প্রতিটা গোল করার পর মনে মনে তাঁদেরই ধন্যবাদ জানাই। ভবিষ্যতে যদি আরও বড় কিছু করতে পারি, সেটাও তাঁদের জন্যই হবে। আমার সাফল্য আসলে পুরো পরিবারের সাফল্য।

প্রশ্ন ৫— একটি এজেন্সি সংস্থার সহায়তার কথা বলেছেন। তারা কীভাবে সাহায্য করেছে?

তানবীর দে— বর্তমান ফুটবলে শুধু মাঠে ভালো খেললেই হয় না, সঠিক দিশা পাওয়াও খুব জরুরি। সেই জায়গায় এজেন্সি সংস্থার ভূমিকা আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। তারা আমার ক্যারিয়ার পরিকল্পনা, সঠিক ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ, সুযোগ তৈরি করা এবং পেশাদার পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। একজন তরুণ ফুটবলারের অনেক সময় বোঝা কঠিন হয় কোন সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতের জন্য ভালো হবে। তারা সেই জায়গায় পরামর্শ দিয়েছে। শুধু চুক্তি বা সুযোগের বিষয় নয়, মানসিক প্রস্তুতি, শৃঙ্খলা, মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলা; এসব বিষয়েও সাহায্য করেছে। অনেক সময় খেলোয়াড়রা মাঠের বাইরে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে পিছিয়ে পড়ে। আমি ভাগ্যবান যে এমন কিছু মানুষ পেয়েছি যারা আমার উন্নতি চেয়েছে। অবশ্যই শেষ পর্যন্ত মাঠে আমাকে খেলতে হয়েছে, কিন্তু সঠিক পথে এগোতে এই সহায়তা অনেক মূল্যবান। ভবিষ্যতেও আমি চাই তাঁদের সঙ্গে কাজ করে আরও বড় স্তরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে।

প্রশ্ন ৬— সাফ কাপ অনূর্ধ্ব-২০ রানার্সআপ ভারতীয় দলে খেলার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

তানবীর দে— দেশের জার্সি গায়ে চাপানো যেকোনো ফুটবলারের কাছে সবচেয়ে বড় গর্বের বিষয়। যখন প্রথমবার ভারতীয় অনূর্ধ্ব-২০ দলে সুযোগ পেলাম, তখন মনে হয়েছিল জীবনের একটা বড় স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। জাতীয় দলের পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা; এখানে প্রত্যেক খেলোয়াড়ই দেশের সেরাদের মধ্যে একজন। প্রতিযোগিতা খুব বেশি, কিন্তু শেখার সুযোগও অসাধারণ। সাফ কাপে খেলতে গিয়ে বুঝেছি আন্তর্জাতিক ফুটবলে গতি, শারীরিক শক্তি এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। রানার্সআপ হওয়ার কষ্ট অবশ্যই ছিল, কারণ আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে চেয়েছিলাম। তবে সেই অভিজ্ঞতা আমাকে আরও ক্ষুধার্ত করেছে। দেশের জন্য খেললে দায়িত্ববোধ আলাদা থাকে। স্টেডিয়ামে জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর মুহূর্তটা আজও ভুলতে পারি না। আমি চাই ভবিষ্যতে সিনিয়র ভারতীয় দলে খেলতে, দেশের হয়ে গোল করতে এবং বড় টুর্নামেন্টে সাফল্য এনে দিতে। এই স্বপ্নই আমাকে প্রতিদিন অনুপ্রাণিত করে।

প্রশ্ন ৭— একজন স্ট্রাইকার হিসেবে নিজের খেলায় কোন দিকগুলো উন্নত করতে চান?

তানবীর দে— আমি বিশ্বাস করি একজন ফুটবলারের শেখার শেষ নেই। এই মরশুমে গোল করেছি ঠিকই, কিন্তু এখনও অনেক জায়গায় উন্নতির সুযোগ আছে। প্রথমত, ফিনিশিং আরও ধারালো করতে চাই। সব সুযোগকে গোলে পরিণত করার ক্ষমতা বড় স্ট্রাইকারদের আলাদা করে। দ্বিতীয়ত, হেডিং এবং বক্সের ভিতরে পজিশনিং আরও ভালো করতে চাই। অনেক সময় সঠিক জায়গায় থাকলে সহজ গোল পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, বল ছাড়া দৌড় এবং ডিফেন্ডারদের পিছনে স্পেস তৈরি করার কাজ আরও উন্নত করতে হবে। আধুনিক ফুটবলে স্ট্রাইকারকে শুধু গোল করলেই হয় না, দল গঠনের কাজেও ভূমিকা রাখতে হয়। তাই পাসিং, লিঙ্ক-আপ প্লে এবং প্রেসিং নিয়েও কাজ করছি। এছাড়া শারীরিক শক্তি ও গতি বাড়ানোও জরুরি। আমি চাই প্রতিদিন নিজেকে একটু একটু করে উন্নত করতে। কারণ আজকের সাফল্য আগামীকালের নিশ্চয়তা নয়। ধারাবাহিক উন্নতিই আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

প্রশ্ন ৮ — বাংলার তরুণ ফুটবলারদের জন্য আপনার বার্তা কী?

তানবীর দে— আমি শুধু একটা কথাই বলতে চাই; স্বপ্ন দেখো এবং সেই স্বপ্নের জন্য লড়াই করো। বাংলায় প্রতিভার অভাব নেই, দরকার সঠিক মানসিকতা আর ধারাবাহিক পরিশ্রম। অনেক সময় আমরা দ্রুত ফল চাই, কিন্তু ফুটবলে সাফল্য পেতে সময় লাগে। খারাপ ম্যাচ হবে, বাদ পড়তে হবে, সমালোচনা হবে; এসবই যাত্রার অংশ। তাই হতাশ না হয়ে কাজ করে যেতে হবে। কোচদের সম্মান করতে হবে, ফিটনেসের দিকে নজর দিতে হবে, শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন করতে হবে। শুধু মাঠে ভালো খেললেই হবে না, মাঠের বাইরেও পেশাদার হতে হবে। আমি ছোট জায়গা থেকে উঠে এসে যদি এই পর্যায়ে পৌঁছতে পারি, তাহলে বাংলার আরও অনেক ছেলে পারবে। নিজের উপর বিশ্বাস রাখো, সুযোগ এলে প্রস্তুত থাকো। আর কখনও নিজের শিকড় ভুলে যেও না। বাংলার ফুটবল আবার বড় জায়গায় ফিরুক; এটাই আমার স্বপ্ন।